

Approved by the Board of Studies of the Patna
University for the candidates appearing at the
I, A. Examination.

গৌরাঙ্গ

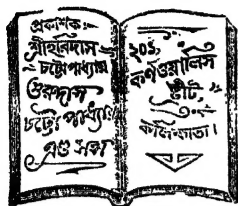
(তৃতীয় সংস্করণ)

শ্রী প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

প্রণীত

সন ১৩২৯

মূল্য ১।০ পাঁচ পিকা



পরিচয়

(প্রথম সংস্করণ হইতে)

বর্ণোভক্ত-রচিত জীবনচরিতে গোরাঙ্গে অতিপ্রাকৃত গুণ
গ্রামের আরোপণা ও ঈশ্বরত্ব স্থাপনা হইয়াছে। এ নগণ্য ভক্তের
সামান্য জ্ঞানে চৈতন্যচন্দ্র অসামান্য মানুষী মহিমায় সমুজ্জ্বল।
ঈগংপূজা ব্যক্তিতে ঈশ্বরত্বের গুরুভার আরোপ করলে, উহাকে
ক্ষুণ্ণ ও ধ্বংস করা হয়। তাই, আমার গোরাঙ্গ আমার ভাবে
চিত্রিত হইয়াছেন। কোন সম্প্রদায়বিশেষ যেন বিশ্বাসকে বিবেচ
এবং প্রকাশকে প্রতিবাদ বলিয়া ভ্রম না করেন। পাঠকসাধা-
রণের নিকট স্বীকার করিতেছি, যাবতীয় চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনা
গঠনে আমি চরিতকারগণের আদর্শকে একান্ত অবলম্বনীয় করি
নাই। তাই বলিয়া, সেই এক বৃহৎ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি,
মনে করি না। কল্পনা ও জনশ্রুতি দ্বারা বিকৃতি ও অতিরঞ্জনের
আপত্তি না হয় না-ই তুলিলাম ; সত্যের মর্যাদা রক্ষা, তাৎপর্য
ধরিয়া বৃহৎভাবে অনুধাবনে ; খুঁটিনাটির অন্ধ অনুসরণে নহে।
বর্ণনীয় চরিত্রনিচয়ের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি-সংসাধন এবং
ঘটনাবলীর যথাবিত্তাস ও সুসঙ্গতিসম্পাদনে দৃষ্টিদান, সর্বপ্রধান
কবিকর্তব্য। তাই, আদর্শের সৃষ্টি, গুষ্টি ও প্রসাধন, এবং

সৌন্দর্যের শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সমবয় জন্ত, মূল সত্য ও মূল তথ্যকে অব্যাহত রাখিয়া, স্বীয় বক্তব্যকে সম্পূর্ণ ও সুন্দর বেশে উপস্থিত করিতে, নিঃস্বপ্ন কল্পনার রাজপথে স্বচ্ছন্দ স্বাধীন বিচরণের অধিকার রসসাহিত্য বা রসসাহিত্যকারের আছে।

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

‘গোরাঙ্গ’ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Intermediate পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্য নির্বাচিত হওয়ার কর্তৃপক্ষের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

গ্রন্থকার

৩য় সংস্করণের কথা

মৎপ্রণীত 'গৌরাজ' পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের Intermediate পরীক্ষার্থীগণের পাঠ্য নির্বাচিত হওয়ায় আমি কর্তৃপক্ষের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

গৌরাজ সম্বন্ধে এই স্বতঃপ্রবৃত্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবও আমি জানিতাম না। পাঠ্য নির্বাচিত হইয়া গেলে, সংবাদ পাই বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আমার কোন মিত্র মহোদয়ের নিকট যাঁর নাম-করা নাম নিতান্ত ইচ্ছাসম্বোধ কেবল তাঁহারই অনুরোধে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম।

আমার চিরস্থির সাহিত্য-সুহৃৎ, বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ প্রবীণ সেবক রায় ত্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর পাটনার 'গৌরাজ' Intermediateএর পাঠ্য হইয়াছে শুনিবামাত্র স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া পরীক্ষার্থীগণের সুবিধার্থ 'গৌরাজ-আলোচনা' লিখিয়া পাঠাইলেন, উহা পুরোভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়া এই সংস্করণের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিলাম।

সর্বশেষে পাঠকগণের মার্জনার প্রতি নির্ভর করিয়া আমার ব্যক্তিগত বক্তব্য এই যে, 'গৌরাজ' যাহার প্রাণ ছিল, আমার সেই 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননী আর ইহলোকে নাই। বহুপূর্বে এই 'গৌরাজেরই' একস্থানে লিখিয়াছিলাম—

“দুর্ভেদ্য এলোক হ’তে ওই আচ্ছাদন,
ওলোকে’র লোকচক্ষে স্বচ্ছ বুঝি উহা!”

‘গোরাঙ্গের’ বর্তমান সংস্কার, সেই লোকান্তরিতায় চিরপরিচিত
প্রসন্ন হাস্যটী আজও লাভ করিবে, এ আশা একান্ত নির্ভরে
আঁকড়িয়া ধরিবার বল না থাকিতে পারে, কিন্তু ছাড়িবার শক্তিও
ত নাই।

‘আছে’ এটা সংস্কার; ‘নাই’—সংস্কার! একটা সহজাত সহজ
জ্ঞান; অপরটা, কৃত্রিমতা কষ্ট-চেষ্টার ভাণ! একটা আলো,
অন্যটা আলেয়া! একটা তৃষ্ণার জল; অ-টা মৃগতৃষ্ণিকার জল!
একটা ভিতরের ডাক; আর একটা বহিরের বিপাক! একটা
প্রকৃতি, অন্যটা বিকৃতি! অনাস্বাস বিশ্বাসের উত্থান; একটা,
স্বতঃসিদ্ধ স্বস্তি; স্বাভাবিক শান্তি; আর একটা, আত্মকৃত ব্যাধি;
উদ্ভট করন্যার বিভীষিকা! একটা, ধ্যান-ধারণার প্রত্যক্ষ আশা;
অপরটা, অনাস্বস্ত দর্শন-বিজ্ঞানের কুশাশা; স্বথাত সংশয়ের
গর্ভ! একটা, প্রমাণ; যুক্তি,—প্রমাণাতীত, আর একটা,
অনুমান, তর্ক,—প্রমাণাতাব! একটা, সত্যের নির্দেশ, বিবেকের
আদেশ; নিয়মের শৃঙ্খলা; অপরটা, মিথ্যার অশান্তি; অবিদ্যার
বিদ্রোহ; উচ্ছৃঙ্খলার বিপ্লব! একটা সবলের যুক্তি-নির্ভর;
অন্যটা দুর্বলের দর্পাক স্বাতন্ত্র্য-অভিনয়! নচেৎ

“বাবজীবাং সুখং জীবৎ,

ঋণং কৃত্বা মৃতং পিবেৎ,

ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ”

বতদিন জীবন, সুখের সেবা কর! ঋণ করিয়াও ঘৃত (উত্তম খাদ্য) খাও ! দেহ ভস্মাভূত হইলে আবার (গমন বা) আগমন কোথায় ? চার্বাক-দর্শনের এত সহজ-সুবিধার নিগম-মার্গ ছুনিয়া গ্রহণ করিল না কেন ? এই জগুই বলিতে হয়, প্রত্যেক নাস্তিককে খুঁসিটা খুঁজিয়া বাহির কর,—দেখিবে সে আস্তিক । এক নির্জনে নিস্তরু নিশীথে এই সংস্করণের পরলোক-তত্ত্ব, আত্ম-রহস্য ও মৃত্যু-প্রহেলিকা সম্বন্ধীয় অংশগুলির প্রফ সংশোধন করিতে করিতে এই কয়েকটী কথা যেমন ভাবে এই সন্তমাতৃশোকার্ত হৃদয়ে উদ্ভিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল, তেমনটী ইহার পূর্বে আর কখনও হয় নাই ।

গ্রন্থকার

গৌরঙ্গ-আলোচনা

এই মহাকাব্য আলোচনা করিতে গিয়া বার বার মনে হই-
তেছে, একে বঙ্গভাষার যাহুকর, কাব্য ও নাট্যসাহিত্যের একজন
শ্রেষ্ঠ কলাবৎ বা কলাবিৎ প্রমথনাথের অমৃত-নিশ্চন্দিনী লেখনী,
তাতে আবার একাধারে জীবন্ত কাব্য ও নাট্য যুগে যুগে বন্দিত,
চিরনন্দিত সেই অমিয় নিমাই-চরিত ! মধু-ঋতুতে যেন মধুর-মধু
স্বপ্ন ! ভাবে ভাষায়, ছন্দে স্বাক্ষরে, রূপে রসে চমৎকার—একাকার !
যেন অভাবনীয় জগতের—অনাস্বাদিত জীবনের ঐন্দ্রজালিক আবি-
ষ্কার ! দৈহিকে আত্মিকে, ঐশী ঐহিকে ঘাত-প্রতিঘাতের কুহক-
ক্রীড়া ! এই ঋণ-কবিতার যুগে স্পষ্ট অথচ কাব্য বা কবি-প্রাতিভার
অভিনব জাগরণ দেখিয়া, প্রথম শ্রেণীর শিল্পীজনোচিত
উদ্ভাবনী মনীষা ও চিত্রাঙ্কনী কলার পরিচয় পাইয়া বিশ্বয়ে
বিমুগ্ধ !—বলিতে হয়,—কবি, তোমার জয় হইয়াছে ! প্রাচীন
আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং ।
উপনিষৎ গাহিয়াছেন, ‘রসো বৈ স’ :—তিনিই মূর্তিমান রস !
সেই রস-সাগরের রচা অলোক-কাব্যের কত না মধু, কতই
না সুধা লোকালয়ের দ্বারে রসের আগমনবার্তা বহিয়া আনিয়াছে ।
যে চিনিয়াছে, মজিয়াছে ! যে নধরকে ধরিতে জানিয়াছে, ছন্দে
বাঁধিয়াছে ; অলঙ্কারে সাজাইয়াছে ! মানস-কমলে সেই বিরাটেরই

বিন্দু লইয়া বৃকের শোণিতে পূজার অঞ্জলি রচিতে রচিতে বাগ-
দেবীর বরপুত্রগণ তাঁহাদের অমর কাব্যের গ্রাণ প্রতিষ্ঠা
করিয়াছেন। আমাদের কবিও সে গ্রন্থাদেই ‘গৌরাঙ্গে’ অমর
হইয়াছেন।

নবদ্বীপের বাতাস একদিন পূত হইয়াছিল মহাপ্রভুর শ্বাস
বহিয়া, বারি বরেন্য হইয়াছিল তাঁহার জীবজন্মের তৃষ্ণা নির্বাণ
করিয়া, শস্ত্র সার্থক হইয়াছিল মহাত্মার জীবনের জীবনী
যোগাইয়া, আর ধূলি ধস্ত হইয়াছিল সেই শ্রীপাদপদ্মের
নিম্নে স্থান পাইয়া! কবি ছন্দময়ী অতুল-ভারতীতে
ঘোরতর সামাজিক ও সাংসারিককেও পুলকিত করিয়া আরম্ভ
গাহিয়াছেন :—

“নবদ্বীপ, নিম্নে তব ত্রায় শ্রুতি স্মৃতি,
কৃষ্ণ তর্ক, সূক্ষ্ম জ্ঞান, বিচার্য্যভিমান,
আজি কি হইতে ধন্ত অবনৌমণ্ডলে,
যদি না তোমার বক্ষে,—ভাগ্যবান্ তুমি !
তব ধূলিধূসরিত পাণ্ডিত্যের 'পরে
কারও পূত পদচিহ্ন না অঁকিত রেখা।

(১ম সর্গ—১ পৃষ্ঠা)

কবি যথার্থই বলিয়াছেন, নবদ্বীপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচার-প্রচারে
নহে, কারও শ্রীপাদপদ্মের চিহ্ন সর্বদা ধরিয়াই ধস্ত হইয়াছিল ;
আবার ঐ ধূলিতেই গড়াগড়ি দিয়া নদীয়ার চাঁদ জগৎ-মাতানো

হরিনামে নিজকে তন্ময় ও পরকে তদ্গত করিয়াছিলেন ! তাই ত
আজ নবদ্বীপ মুক্তি-পিণাসুর গতি-তীর্থ । সেই দিন নবদ্বীপ
চিরস্মরণীয় সর্বজন-বরণীয় হইল—

“যেদিন নদীয়া মাঝে মিশ্রের ভবনে
পিতা জগন্নাথে আর জননী শচীরে
ভাসায় আনন্দ-নীরে, শুভ লগ্ন জানি’
দীনের স্মৃতিকাগৃহে সমারোহ বহি’
জন্মিল সে মহাপ্রাণ,—

(১ম সর্গ—৪ পৃষ্ঠা)

এ দেশের স্মৃতিকা-গৃহ চিরদিনই কংস-কারাগারের মত, আলো-
বায়ুবিহীন ! এই জন্মগৃহেই কত মনস্বী আলোক-পুণকে বন্মল
বিশ্বসৌন্দর্য্য দেখিতে গিয়া প্রথম চক্ষুরুন্মীলনে নিরঙ্ক অন্ধকারই
দেখিয়াছেন ! উদার আকাশতলে মুক্ত পূতবায়ুর পরিবর্তে
প্রথম নিঃশ্বাসে বদ্ধ পুতিবায়ুই গ্রহণ করিয়াছেন ! কত শিশু-
প্রতিভা অকালে বিলীন হইয়াছে, কত মূর্ত্তিমতি মনীষা
আপনাদের উজ্জল ভবিষ্যত চিরতিমিরে ডুবাইয়া দিয়াছেন ! স্মৃতি
বা বিশ্বাস তাহার দাগ মুছিয়া দিয়াছে, হিসাব কে রাখে ?
কবি বড় ক্ষোভে বলিতেছেন—

“অঙ্গনের কোণে এক ক্ষুদ্র ঢালা-ঘর
অনাদরে বিরচিত, আলোবায়ুহীন,
দৃষ্ট-বাম্পসমাকুল—

(১ম সর্গ—৫ পৃষ্ঠা)

যিনি কত পাপীর আঁধার জীবনে ভক্তির বিমল বিভা বিকাশ করিয়াছিলেন, কত তপীর তপ্ত হৃদয় প্রেমের শীতল বাতাসে জুড়াইয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরপ্রেরিত ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন কি না নিরঙ্কু আঁধারের মধ্যে? ছুঁই বাস্পে হইয়াছিল তাঁর প্রাণ-বায়ু পুষ্ট। আমাদের স্মৃতিকাগ্ধের বীভৎসতা ওস্তাদ কবি আটপোরে অথচ মর্শ্বস্পর্শী ভাষায় বড় সহজ ও সজীব করিয়া পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন। নিমাইর বাল্যলীলা স্বভাবচঞ্চল শিশু-সাধারণের সৌম্য অতিক্রম করিয়াছিল। যে ভাবের তাড়না নিজে মাতিয়া পরকে মাতায়, মহাপুরুষের মধ্যে সে মহাশক্তির ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, ব্যবহার-অপহার অনন্তসাধারণ হইবে না ত কি? কিন্তু তার বেশী নয়। কবি উচ্চাঙ্গের শিল্পী, তাঁহার কল্পনা-অখিনী যেমন মনোরথ-গতি, তেমনই সত্য-সংঘমের—কলা-নিয়মের বলাপরিহিত। তাই কবি আগাগোড়া তাঁর মনের মানুষকে “মানুষী নাহি মারই” পাঠকের হৃদয়ে জাগ্রত দেবতা করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন। “মেঘাচ্ছন্ন জগতের পূর্ণিমার লাগি” সেই “নবদ্বীপ-শশী” কলায় কলায় ভরিয়া উঠিতেছেন, তাঁহার প্রথম উদয়ক্ষণ পড়শীমহল সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। নিমাইর ছরন্ত-পনাকে প্রতিবেশীমণ্ডলী পাগ্লামী বজিরা স্নেহসলিলে সিঞ্চিত করিয়া বাড়াইয়া তুলিল।

নিমায়ের অধ্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে। বালকের অসামান্য প্রতিভা দর্শনে তাঁহার অধ্যাপক, জগন্নাথমিশ্রকে জানাইয়া দিলেন—

“তনয় তোমার নহে সামান্য মানব!”

এ কথা শচীদেবীর কাছে উঠিলে, তিনি একটা অজানা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার নিমাইকে বাঙ্গালীর ঘরের ‘স্ববোধ বালক’ বলিয়াই জানেন, তার চেয়ে উঁচু পরদায় তুলিতে তাঁর প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। বিশ্বক্লপের গৃহত্যাগ ত স্নেহময়ী মাতা ভুলেন নাই! তাই ব্রাহ্মণভোজন ও তাঁহাদের পাদোদক পান করাইয়া বিপ্রপদধূলি পুত্রের মাথায় দিয়া আশীর্ব্বাদ মাগিয়া লইলেন—

“নিমু রবে চিরদিন

মায়ের অঞ্চল-ধরা কোলের ছালা!”

(১ম সর্গ—১৩ পৃষ্ঠা)

মাতা যতই কেন করুন না, পুত্রের ভাবুক স্বভাবের প্রবল প্রভাব অজ্ঞাতে একান্তে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষপ্রবরের বৈরাগ্য-জীবনে রমণীর ছায়া পর্য্যন্ত বর্জিত হইয়াছিল, তাঁর বালসুন্দর ছরস্তুপনা ও চাপল্যের উদ্গাদনায়ও সে ইঙ্গিত বিচিত্র মানবচরিত্রের গূঢ়তম মর্ম্মদর্শী কবির শিল্প-সঙ্কেতে অন্তঃসলিলা স্রোতসীর জ্বাশ তরঙ্গায়িত। এই ভাবে গোঁরাঙ্গের বৃহৎ জীবন কবির তুলিকায় সর্গে সর্গে উজ্জল হইতে উজ্জলতর হইয়া উঠিয়াছে। কৈশোরে নিমাইটানের দৌরাখ্য শুধু পুরুষের উপরই,

“যে পথে রমণী হাঁটে জানিত কিশোর,
তার চতুঃসীমানায় বাইত না কভু।”

(১ম সর্গ—১৪ পৃষ্ঠা)

যে বিরাট স্তম্ভের পায় সৌন্দর্যের চরম উপাসক আপনার
জীবনকে অঞ্জলী রূপে প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁর সৌন্দর্য-
লীলার নিকেতন ও নিদর্শনের সম্মুখে সেদিন সেই রূপমুগ্ধ শুধু
মাতোয়ারা, কিন্তু দিশাহারা নহেন ! ভক্ত কর্তৃক এ যেন
রূপ-দেবতার মন্দির-পরিক্রমা আরম্ভ ! তাই গোরা

“আবেশজড়িত স্বপ্নে চেয়ে থাকে শুধু
রূপসী প্রকৃতি পানে।”

(১ম সর্গ—১৪ পৃষ্ঠা)

সাক্ষ্য গগনে আবার

“মেঘের পশ্চাতে মেঘ, তার পরে মেঘ,
তাম্র, রক্ত, শ্বেত, পাংশু নীরদের মেলা।”

(১ম সর্গ—১৪ পৃষ্ঠা)

ইহাতেও তৃপ্তি নাই ; তার কোতুলী অঁধি-পাখী যেন
কাহার সন্ধানে উড়িয়া বেড়ায়।

“পাটলে পিঙ্গলে মেশা ধূধু চক্রবালে
স্মুরে পীতচন্দ্র।”

(১ম সর্গ—১৪ পৃ)

সেই “পীত চন্দ্রের” প্রথম রশ্মি-পাতে মেঘগুলি যেন সোণা-
আলোর ঢেউ তুলিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কবিও
যেন নবদ্বীপচন্দ্রের সঙ্গেই সেই চন্দ্রকিরণে সস্তরণ করিতেছেন,

“পারদ-সমুদ্র মাঝে
হিরণ-কিরণ-উন্মি উঠে নৃত্য করি
দলে দলে তরল আহ্লাদে।”

(১ম সর্গ—১৪ পৃষ্ঠা)

এই মোহিনী প্রকৃতির সম্মোহন তপোবনে কবি গোরাকে
অনেকবার ধ্যানমগ্ন দেখিয়াছেন। একদিন নির্জজন ভাগীরথীতটে
সে সমাহিত চিত্তের চিত্র কবির ছন্দে মূর্ত্তিমান্ হইয়াছে! গোরা

“ভাবে,—ওই কল কল অব্যক্ত নিনাদ
নহে মিথ্যা অর্থহীন জড়ের কাকলি,
উন্মির সংঘাত বুঝি ভাবের জমাট
রয়েছে কপাট অঁটি মানবের কাছে!
যেন প্রতি কলোচ্ছ্বাসে হতেছে ধ্বনিত
কোন সনাতন বাণী, কচিৎ কাহারে
ধরা দেয় তাহা বহু লাধনার ফলে।”

(১ম সর্গ—২০ পৃষ্ঠা)

সাক্ষ্য গগনের নিসর্গ-শোভায় চিরসুন্দরের পূজার প্রথম তৃষ্ণা
পিয়াসী হৃদয়ে জাগিয়াছিল। ভাগীরথীর কলতানে তরঙ্গসংঘাত-

ছলে কবাক-আঁটা ভাবের জমাটে তাহার ষাত-প্রতিষাত দেখিয়াছি ;
 ভবিষ্যৎ সাধকগণের সাধনমার্গের পথ সরস, সহজ ও প্রশস্ত
 করিয়া সিদ্ধ-জীবনের শেষ ষবনিকা কবি কখন কেমনে ফেলিলেন,
 তাহা বুঝিবার অবকাশ দিলেন না !—কি যেন আসমানী ঘূর্ণিবায়ুর
 মধ্যে পাঠকে গোলকধাঁসায় ঘুরাইয়া ভীষণ সুন্দর সমাপ্তিতে
 আনিয়া ফেলিলেন ! অমনিই সেই নদীর কলতান ডুবাইয়া ক্ষিপ্ত
 সাগরতরঙ্গের দোললীলায় গৌরাজের সঙ্গে ‘গৌরাজ’-পাঠকেরও
 মত্ত হৃদয়-সিকু ডাকিয়া উঠে ! ভক্তের বাহিরে ভিতরে আরাধ্য
 দেবতা তখন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন । বহির্ভাগ ও অন্তর্ভাগ
 মিলিয়া প্রাণের হরির সহিত তাঁর মিলন ঘটাইতেছে ! গৌরাজ
 না, ‘গৌরাজ’-পাঠক দেখিতেছেন— ?

“মিলি ব্রজবালুকুল ঘেন যমুনার
 তরল চঞ্চল নীলে মেলি নীলাঞ্চল,
 জলকেলি করিতেছে কমহাস্ত সনে,
 দেখিলা সেখায়, তরী’ পরে হাসিছেন
 আপনি গোকুলচন্দ্র কাণ্ডারীর বেশে !
 ত্রিভঙ্গবন্ধিম ঠাম, অধরে মুরলী,
 শিরে শিখিপুচ্ছশোভা, গলে বনমালা,
 কটিতে পীতধড়া, চরণে নুপুর !
 —মোরে লহ মোরে লহ, বলি অকস্মাৎ,
 অধীর হইলা গোরা পড়িতে শ্রীপদে ।”

(৬ষ্ঠ সর্গ—১৬২ পৃষ্ঠা)

মানুষের দেবতাবিষয়ক প্রীতি আলঙ্কারিকেরা ‘রসভাব’ বলিয়া-
ছেন ; উহা প্রথম রসের অন্তর্গত । গৌরাক্ষের জীবনে কবি উহা
লইয়া এক দৈবী রঙের ফলাও করিয়াছেন । আখ্যরের ছবিগুলি
যেন কথা কহিয়া উঠিয়াছে !

এই কাব্যখানি অসাম্প্রদায়িক ঔদার্য্যে রচিত হওয়ায় কবির
সহৃদয় চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা বিচিত্র ছায়ালোকে যেন মায়ায় খেলা
করিয়া বেড়াইয়াছে ! “অসামান্য মানুষী মহিমায়” গৌরাক্ষকে
দাঁড় করাইয়া তাঁর জীবনের অন্ধে অন্ধে লৌকিকতার অলৌকিক
রশ্মিপাত কবি বেরূপ সাহসী ও বলিষ্ঠ নিপুণতায় করিয়াছেন,
তাহাতে যুগপৎ ধর্ম্মাদ্বেষী অবতারবাদী ও নিছক সাহিত্যরসিক
এই দুই দলই আপন আপন আদর্শের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ লাভ
করিবেন, এবং প্রথমনাথকে অনন্তসাধারণ ভক্ত-কবি বা কবি
ও ভক্ত বলিয়া অভিনন্দিত করিবেন । কবি লিখিয়াছেন—

“বড় ভালবাসে গোরা স্বভাবের শোভা” !

আমরা বলি, শুধু গোরা বা গৌরাক্ষ নহেন, ‘গৌরাক্ষের’ কবিও
প্রাকৃতিক শোভায় একেবারে আত্মহারা ! নবদ্বীপক্ষে লোকালয়ের
চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া সেই ভালবাসার খাতিরেই “গ্রামের নিস্তরঙ্গ
প্রান্তে” উপস্থিত হইলেন । সেখানে

“কলস্বনা ভাগীরথী বাইছে বহিয়া,
সুরভিত সুশোভিত বিজন পুলিনে
সারিবদ্ধ নানাজাতি বিটপীর মেলা ।
ঝুঁকু ঝুঁকু বহিতেছে দক্ষিণা বাতাস,
গাহিছে একটী পিক বসন্তের গান,

বস্ত্র শশ নৃত্য করি ফিরিছে কোতুকে,
 চলেছে সঞ্চয় তরে গডলিকাশ্রেণী।
 মোমাছি বাঁধিছে চাক, বিচিত্রবরণ
 বেড়াইছে প্রজাপতি ; বুলিছে বাহুড় !

[৩য় সর্গ—৬৫ পৃষ্ঠা]

দেখিয়া দেখিয়া গৌরাঙ্গ ভাবিতেছেন, অচেতন-অনুমানে
 আমরা যাদের জড় ভাবি, আত্মার অনধিকারী-বোধে যে সব
 প্রাণের অধিকারীদের জন্ত মনে করি, তাদের এত আনন্দ কেন ?
 এরাই শুধু চক্ষুস্থান অন্ধকারে ? পূর্ণানন্দ সাগরে ডুবিয়া সারসত্য-
 মণির সন্ধান মাত্র এক এরাই পায় ? আর, যারা সৃষ্টির প্রধানতম
 জীব বলিয়া গর্ব করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই অন্ধ ও বধির !
 এখানে ত লোকালয়ের বিরোধ-বিতণ্ডার অবকাশ নাই !
 এই ত যোগাসনে বসিয়া সেই লোকারণ্যতার জটিল আবিলতা,
 এক সেই লোকেশ্বরের আরাধনা-ষজের নির্বিকল্প আছতি করিবার
 উপযুক্ত স্থান। কবিতার স্বরে নবদীপচন্দ্রের মনোভাব ফুটিয়া
 উঠিতেছে,—

“মনে হ’ল, শুদ্ধবুদ্ধি জড়প্রকৃতিই
 অন্ধকারে চক্ষুস্থান ; নিস্তব্ধতা-ঘোরে
 শ্রবণ-প্রবণ ! তারা ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে
 মর-নেত্রে নর-চিস্তে করিছে প্রকট
 সত্যের স্বরূপ, যেন করিছে অজ্ঞাতে

প্রজ্ঞাবলে বলী যত জন্মান্ত-বধিরে !

তাই গোরা পান নিয়া মানুষের কাছে,

লভিতে সে শিক্ষা-দীক্ষা, করিলা কি গুরু

নদী, বন, পশু, পক্ষী কীট পতঙ্গেরে ?

(৩য় সর্গ—৬৫ পৃষ্ঠা)

সে আজ পাঁচশত বৎসরের আগেকার কথা, তখন শঙ্করাচার্য
বঙ্গভূমি ঋতুসমূহের যথাযোগ্য প্রসাধনে ভূষিতা হইতেন, সেই
সময়কার এক বসন্তে বর্ষ-অন্তে সে কোন্ শুভ মুহূর্তে ধরায়
স্বর্গ আনিবার মানসে নদীয়ার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণযুবক ধ্যানে
বসিলেন, সেই সাধন-সপ্তাহে বাজলার চৈত্র-আকাশ মেঘমুক্ত
ছিল, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া মনশ্চক্ষে যে দৃশ্য দোঁধিয়াছেন,
তাহাতে ডুবিয়া গিয়া কবি সব কথা হারাইয়া শেবকালে
বলিতেছেন—

“বর্ষিবার নহে তাহা ভুঞ্জিবার শুধু।”

মহাপুরুষের এই সমাধি-সপ্তাহে একদিন দিবাভাগে নীলা-
কাশে রৌদ্রের কিরণ পড়িয়া নানাক্রমে লীলা করিতেছে।
প্রকৃতি-জননী তাঁর মানস-সন্তানকে যেন আপন ভাণ্ডার লুটাইয়া
দিয়া অল্পকূল প্রেরণা যোগাইতেছেন। কবির ভাষায় সে সুধা
ঝরিতেছে—

“যেন নীলিমা-নন্দনে

স্বরপুষ্পবাটিকায় নিকুঞ্জমণ্ডপে

ঝুলিছে লতার ঝাড়, পাতার ঝালর,
 বিচ্ছিন্ন মেঘের শত স্তবকে স্তবকে
 ফুটিয়াছে নানা জাতি বিচিত্রবরণ
 দেব-কুসুমের গুচ্ছ ! রঙিন পল্লবে
 বসিয়াছে চিত্রিতাঙ্ক স্বর্ণ-প্রজাপতি !
 কভু মনে হ'ল, যেন নীল সরোবরে
 বিকশিত শ্বেত, রক্ত কুবলয়রাজি,
 সঙ্কল্প কিরণ-অলি বসিতেছি উড়ি ;
 ফিরিয়া যেতেছে পুন মাখিয়া পরাগ ;
 ঝলমল রৌদ্র-বিভা খেলিছে একুপে !
 কভু মনে হ'ল, যেন দেবশিল্পীকৃত
 রত্নময় ইন্দ্রসভা নিশীথে প্রকাশ !”

(৩য় সর্গ—৬৭ পৃষ্ঠা)

বহুদিন পর এ বুঝি মরধামে অমর বার্তা পুনরাগমনের বিপুল
 অভ্যর্থনা-আয়োজন ! এই বর্ণনায় বিশ্বয়ের স্থায়ীত্বে অদ্ভুত রস
 পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে, এবং এই জন্তাই উহা যেমন অতি মধুর
 তেমনি বড় গভীর হইয়াছে । এখনই নানা দিক্ দিয়া এই মহা-
 কাব্যে মহৎ হইতে মহান্ কত-কি বহিয়াছি ! কত বলিব ? কত
 তুলিব ? সে যে প্রায় ‘সব-উল’ কমল হইতে পশমী সূতা বাছা
 কাজের মত একটা কিছু ! ছন্দে আর একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের
 দৃশ্যপট আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিতেছি । দম্যাপতি উদ্ধারের
 পর একদিন শারদাকাশে মেঘের ষটা হইয়াছে—

"সেই কৃষ্ণ খণ্ড-মেঘ দেখা গেল, যেন
 রয়েছে বোজনব্যাপী অভ্র-শয্যা যুড়ি
 ভীষণ-দর্শনা এক নিদ্রিতা দানবী !
 নভঃপ্রান্ত মূহুমূহু লাগিল জ্বলিতে
 বিনা শব্দে, ঘোর রোলে ডাকিল অশনি,
 লঘুকৃষ্ণ মেঘমালা গাঢ়তর হ'য়ে
 উন্মাদিনী ঝটিকারে দিল উড়াইয়া
 ভাঙ্গাইয়া নিদ্রা তার। দেখিছেন গোরা,
 প্রশস্ত প্রান্তর-পথে আসিতেছে ধ্যেয়ে
 কক্ষ-মুক্তকেশী ভীমা স্বাসিয়া সঘনে,
 লক্ষ হস্তে ছিটাইয়া ঘূর্ণ্যমান ধূলি,
 চ্যুত গুফ পলায়িত পত্রসংহতিতে
 করাঘাতে খরশব্দ তুলি !

(৬ষ্ঠ সর্গ—১৫৫ পৃষ্ঠা)

তার পরে—

কিছুক্ষণে পরিশ্রান্ত হৃদ্যন্ত প্রকৃতি
 পড়িল ঘুমায়ে শিষ্ট শিশুটির মত !
 নবধারাম্রাত ধূম তরুপংক্ত ত'তে
 তখন পাণ্ডুর চন্দ্র মারিতেছে উঁকি !

(৬ষ্ঠ সর্গ—১৫৬ পৃষ্ঠা)

এ যেন বাহুকরী প্রকৃতির রঙ্গাভিনয় হইয়া গেল। শ্মশান-তাণ্ডবে
 আরম্ভ হইয়া দৃশ্যপট বাসর-টংসবে পরিবর্তিত ! দানবীতার লীলা
 সম্বরণ করিয়া দেবীতে রূপান্তরিত ! এদিকে পাঠক কবির ঐ কয়েকটি

পংক্তির মধ্যে দিশা হারাইয়া ঝড়ে পড়িলেন, জলে ভিজিলেন, চপলা-চমকে চমকিত হইলেন; বজ্রনির্ঘোষে কাঁপিয়া উঠিলেন। আবার সব মুছিয়া দিয়া “পাণ্ডুর চন্দ্রের উঁকি” সমস্ত মনটাকেই চুরী করিল! বাঙ্গলা ভাষায় ঝড় ও বর্ষার অনেক বর্ণনা পড়িয়াছি, কিন্তু এমনটী পাইয়াছি, মনে হয় না। এই ভয়ানক রসের অনির্বচনীয় দৃশ্য কি গোরার মহাপ্রস্থানের অগ্রদূত?—গোরাকে সর্বনিয়ন্তার অধঃ নিয়মের পরোয়ানা করাল ভয়াল ছন্দে জারী করিতেই তার এই ক্ষণ-জন্ম! জড়প্রকৃতি জীব-প্রকৃতি এক বস্তুরই দুটি ফুল—বেন ধমজ!—কবির সঙ্গীত তাহারই ইঙ্গিত করিতেছে কি? ইহার অব্যবহিত পূর্বেই সতীদাহের পুণ্য-ভ্রমে সনাজের কুসংস্কার উচ্ছেদে এবং দম্মাদলপতি উদ্ধারে কর্মযোগীর তপোবল দেখিয়াছি বটে, কিন্তু কবি এই ঝঙ্কারবজ্রবৃষ্টির রণসঙ্গীতের ভিতর দিয়া শাস্ত রসে তুলিটাকে একে-বারে ডুবাইয়া ভিজাইয়া সেই শুদ্ধসত্ত্বের মহাপ্রয়াণ চিত্রের শেষ রেখাপাত যে ভঙ্গীতে করিয়াছেন, তাহা শুধু তাঁহারই যোগ্য।

গোরাঙ্গের জীবনকে কবি ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সেবক, সন্ন্যাসী, সাধক, শিক্ষক, সংস্কারক ও সিদ্ধ। ‘সেবকে’ অপার্থিব ভাবের উন্মেষ; ‘সন্ন্যাসী’ স্তরে স্বর্গ-আহ্বানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিবার ব্যাকুলতা; ‘সাধক’ অধ্যায়ে সেই ন’দের পাগল জগতে প্রেম বিলাইতেছেন, আর পতিতের কর্ণে অভয়বাণী ঘোষণা করিতেছেন; ‘শিক্ষক’ স্তরে তাঁহাকে উপদেষ্টার আসনে দেখিতে পাই, সেখানে তিনি শুধু

ভাবোন্মাদ বা শুষ্ক দার্শনিক নহেন, এ ছ'য়ের একটা চমৎকার রাসায়নিক মিশ্রণ ! তাঁহার উপদেশ,—ভাবাবেগ যেন যুক্তি দ্বারা সংযত হয়, হৃদয়ের সহিত যেন মস্তিষ্কের বিরোধ না ঘটে ! এই পক্ষে অনেক হুজুহ দার্শনিক সমস্তার সমাধান হইয়াছে ; অথচ কোথাও অনাবিল কবিত্ব বাধা প্রাপ্ত হয় নাই ! ‘সংস্কারকে’ তিনি পতিত-পাবন ; শুদ্ধ উপদেশটা ননু, কল্পী ; মোহান্ধকার হইতে অজ্ঞান-দিগকে কেশে ধরিয়া টানিয়া তুলিতেছেন ; ‘সিদ্ধ’ অঙ্কে তিনি মৃত্যুর যবনিকা তুলিয়া তাহাতে অমৃত দেখিতেছেন ! আমরা এই কাব্যের নানা বিভাগের মোটামুটি হিসাব-নিকাশ বুঝিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি । সমগ্র গ্রন্থসাগর মন্বন করিয়া রত্ন আহরণে যে যত্ন আবশ্যক, সে ত মোটেই সহজসাধ্য নয় ! ‘সেবক’ সর্গে ইতিপূর্বেই অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার কথা তাঁহার অধ্যাপকের মুখে শুনিয়াছি ; কৈশোরের খেলার ভিতরেও তাঁহার সংযমের পূর্বাভাস পাইয়াছি ; আরও জানিতে পারিয়াছি, সাক্ষাৎ গগনের রঙিন মেঘমালায়, ভাগীরথীর লহরীলীলায় সেবক তাঁহার প্রাণের দেবতাকে খুঁজিতেছেন ; পিতৃবিয়োগব্যথিত গোরাচাঁদ ইহলোক পরলোকে সীমানার ছল্‌ছায়া প্রাচীর অতিক্রম করিয়া কত যেন অজানা তত্ত্ব জানিতে চাহিতেছেন ; ভাবিতেছেন—

“—কোথা এবে পিতা ?

বলে সবে পরলোকে ; কোথা পরলোক ?

সে কি ওই নীলাভ্রের শতস্তর-তলে ?”

(১ম সর্গ—১৮ পৃষ্ঠা)

প্রথম প্রথম সাধারণ মানুষের মতই তাঁহার চিন্তার ধারা পৃথিবীর সীমায় রহিয়া বহিয়া বাইতে লাগিল, পরে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর—উচ্চতম ধ্যান-ধারণার রাজ্যে উধাও হইয়া আপনার লাভালাভ আশা-ভয়, সুখ-দুঃখ ভুলিয়া বলিয়া উঠিল—

“তবে ধরা নহে শুধু দুঃখের শোকের ;

জীবজন্ম নহে শুধু অনর্থের হেতু ;

ওরে তাপী, ভয় নাই আছে পরিভ্রাণ,

আকস্মিক ঘটনা এ বিশ্বসৃষ্টি নহে,

মঙ্গলে আরম্ভ তাঁর সত্যে পরিণতি !”

(১ম সর্গ—১৯ পৃষ্ঠা)

গৌরান্দের জন্মও জগতের মঙ্গলের জন্তই হইয়াছিল ! ‘গৌরান্দ’ কাব্যও আকস্মিক ঘটনার ফল নহে। উপরোক্ত কয়েকটি পংক্তি এই শোক-দুঃখ-নৈরাশ্র্যপীড়িত মানবজীবনের কত বড় আশা ভারতী ! সিদ্ধাবস্থায় গোরা যে অমৃত সত্যের অনুসন্ধান দিয়া গিয়াছেন, তার গুহ ও বাহ্য. স্থূল ও মূল “জীবে দয়া, বিখে প্রেম, পতিতে করুণা !” কিশোর গোরাতেই ইহার পরিচয়-আভাষ আমরা পাই ! একদিন জাহ্নবীতীরে নিমাই স্বপ্ন-বিহ্বল ! চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইতেই দেখিতে পাইলেন, একটা কুকুর চীৎকার করিয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক ঘাতক ঘটি ভুলিয়া সেই বোবা-ধনকে তাড়া করিয়া আসিতেছে। অমন যে করুণার সিঁদুর, তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন ? তাঁহার প্রাণ জীবের ব্যথায়

কাঁদিয়া উঠিল।—বাধা দিয়া বলিলেন,—কুকুর আমার! যাতক
পলায়ন করিল। ষাঁরা কুকুরের ছায়া মাড়াইলে স্নান করিয়া
ভবে শুচি হন, সেই ব্রাহ্মণকুলের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত দ্বিধা-
বাধা না মানিয়া অস্পৃশ্যকে একেবারে ক্রোড়ে তুলিয়া
লইলেন। সে করুণাময়ের বুকের মাঝে আশ্রয় পাইয়া না জানি
ভয়ান্ত কি মুক্তি, কি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছিল! হোক্ জন্ত,
বেখানে জীব, সেইখানেই শিব! ভগবান সর্বাধারেই বিরাজমান!
সাহারা মুক, তাহার। মুখে না বলুক, তাহাদের বুকফাটা আবেগ
কাহারও অপেক্ষা কম নহে, যিনি গাছ-পাথরেও ভগবান
দেখিয়াছিলেন, তিনি তাহা বুঝিতেন। তাই গৃহের পানে
অগ্রসর হইতেছেন আর অসহায় জীবের প্রতি স্নেহে সংহত-
ভূতিতে গলিয়া ভাবিতেছেন—

“বিধির বিধান কি এ, সবলে দুর্বলে
এই হানাহানি? এই জয়-পরাজয়?
দুর্বল হইছে চূর্ণ; তাহারই অশানে
প্রবল তুলিছে নিজ জয়কীর্তিমঠ?
নহে, নহে, কভু নহে! তিনি স্বামী, তাঁর
সমদৃষ্টি সর্বভূতে, সমান যতন।
পীড়িতের মন্থোখিত আর্তনাদ’ পরে
উঠে যে বিজয়-দস্ত কীর্তিস্মৃতিস্তম্ভ,
ভঙ্গুর তাহার ভিত্তি, দুর্বলের গ্রাস
বলী হবে প্রতাপের ছষ্ট ক্ষুধাবশে

কাড়ি ল'য়ে পূরে নিজ পুরিত জঠরে,
সে কুখাই আনে তার নিপাত ঘনারে।”

(১ম সর্গ—২২ পৃষ্ঠা)

নিমাই কাঁচা-বয়সেই সন্ন্যাস-জীবনের স্বপ্ন দেখিতেছেন ; স্বপ্নকে সত্য করিবার জন্ত ব্যাকুল হইতেছেন ! “কৌপীনবস্ত্রঃ ধনু ভাগ্যা-বস্ত্রঃ” কৌপীনধারীরাই ভাগ্যবান্ । বিবেকৌ দাদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

“বনের বিহঙ্গ সম মনোরথ-গতি !
তার নাহি পদে পদে বন্দ অহনির্শ !
হার যদি মোর ভাগ্যে ঘটিল সে সুখ,
সুখী তুমি দাদা, তব সার্থক জীবন !”

(১ম সর্গ—২৪ পৃষ্ঠা)

এই উড়ু-উড়ু বন সংসারে বিরাগ আনিয়া ফেলিতেছে । ‘সেবক’ সর্গকে গৌরান্দের জীবনে ফুলফলশোভিত মহা-বহীরুহের বীজ-অধ্যায় বলা যাইতে পারে ।

নবীন বয়সেই অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্ত চারিদিকে নিমাই পাণ্ডিত্যের বশঃপ্রভা ছড়াইয়া পড়িতেছে ! শচীমাতার তাতে কিন্তু স্বস্তি নাই, প্রেহে তিনি একদেশদর্শিনী । পুত্র শুধু তাঁরই ঔৎকল্যের নিধি ! সে স্নেহের ধনকে তিনি গৃহের বাহিরে বিলাইতে রাজী নহেন । দিবসের আলোকে পুত্রমুখ দেখিয়া তৃপ্তি নাই ; রাত্রির আঁধারে

“দীপ লয়ে জাগরিতা পুত্র-পাশে বসি,
দেখিছেন একদৃষ্টে স্মৃণ্ড স্মৃণ্ডশী !”

(১ম সর্গ—২৫ পৃষ্ঠা)

কোন কোন প্রাচীন আগকারিকের মতে বাংসল্য প্রথম
রসেরই পর্যায়ভূক্ত। এই রসেরই পীুষধারা গান করিয়া
নবদীপচন্দ্র প্রেমামৃতের আকর হইতে পারিয়াছেন—কবি কি
উপরোক্ত দুইটা পংক্তিতে মাতৃস্নেহের সুরধুনী বহাইয়া তাহারই
ইঙ্গিত করিতেছেন ?

নিমাইপণ্ডিতের প্রতিভাকে বিধ্বস্ত করিবার জন্ত দিগ্বিজয়ী
কোবিদ কেশব ‘বুদ্ধঃ দেহি, বুদ্ধঃ দেহি !’ বলিয়া ঘারে উপস্থিত হই-
লেন ; নিমাই হেলায় তাঁহার বিজ্ঞা বা অবিজ্ঞার দস্ত চূর্ণ করিলেন ;
পণ্ডিতের মাথা নত হইল ! নিমাই তখন বলিতেছেন,—

“—মিথ্যা, মিথ্যা সব !

এই বক্র সূচীসূক্ষ্ম তর্কযুক্তিজাল,
ভাবার এ ইন্দ্রজাল, ভাষ্যের কোশল,
বিজ্ঞার কৈতবক্রীড়া কুটিলে কপটে !
লাগিছে কিসের কাজে ? ব্যর্থ বুদ্ধ জ্ঞান
ছুটিছে কি কোন সারসত্য অবেষণে ?

* * *

চেয়ে দেখ একবার ওই উর্দ্ধপানে
কক্ষে কক্ষে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে, লোক-লোকান্তরে

কি শাস্ত স্তব্ধ সত্য হতেছে রটিত ;
 তার নাম শুদ্ধা ভক্তি, অহেতুকী প্রেম !
 মোহং যে দৃষ্ট উক্তি, যে মত্ত খেয়াল
 ছুটিয়াছে নিঃসঙ্কোচে সেবকের মুখে.
 তারও মূলে বন্ধা বিদ্যা ! মোরা ক্ষুদ্র কীট,
 অমৃত-সাগরে যদি চাহি সন্তরিতে,
 বিশ্বাসে বাঁধিয়া প্রাণ, নিশ্বাসে রুধিয়া,
 বিন্ময়ে, বিন্ময়ে, ভয়ে যেতে হবে তবে
 সংসার-সীমানা ছাড়ি অনন্তের দেশে ।”

(১ম সর্গ—২৭ পৃষ্ঠা)

এমনি বিচার-বিতর্কের উপর গোয়ার অশ্রদ্ধার কথা শুনিলাম ।
 আর এক দিনের বিচার-সভায় মধ্যস্থ নিমাইপণ্ডিত । দুইজন
 কৃত্তী নৈয়্যায়িকে বিষম হৃন্দ, বাদ-প্রতিবাদ !—

“অনুস্মর-বিসর্গের বহিতেছে বড় !”

মধ্যস্থের সেদিকে মন নাই, ক্ষুদ্র সংসার-সীমা ছাড়িয়া “মেঘে মেঘে
 গগনে পবনে” মন উধাও ছুটিয়াছে,

“ভাবিছেন, সৃষ্টিতত্ত্ব-রহস্য-সাগরে
 ছাড়ি তল অব্ধষণ, লহরী গণনা,
 বিশ্ব মুক্তিশিষ্য হ’য়ে বাছি নিবে কূল ;
 দাঁড়াইবে ভক্তিবলে তাঁর মুক্তি-ধারে ;

অনাথ-তারণ সেই পদ-কোকনদে
ভুগ্ন হয়ে পড়ে রবে, নীরবে নিভৃতে
শুধু মধু পান ; শুধু তারই স্তব গান
গাহিবে নিখিল !”

(১ম সর্গ—৩৪ পৃষ্ঠা)

ভাবিতে ভাবিতে আঁখি-তারা স্থির হল, বাহুজ্ঞান হারাইয়া
সভা মাঝে মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কবি স্নকৌশলে দেখাইতেছেন,
তঁাহার নায়ককে পারের কর্তা জগতের মুক্তি-দ্বার উন্মোচনের
যে কলকাঠাটী দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তার এপিঠ প্রেম, ওপিঠ
ভক্তি ! এই কাব্যের প্রথম ও শেষ চরণ !—আদি, ও অন্ত—সেই
এক ভাব, এক ভাষা !—

“ভক্তি যার ভর ভিত্তি, প্রেম যার প্রাণ !”

কত অনন্তসাধারণ ত্যাগের দৃষ্টান্তে ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া আছে ।
রাজপুত্র আপনার ধন-মান, স্ত্রী-পুত্র, ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া-
ছেন ! তুলনায় কবি তঁাহার নায়ক সম্বন্ধে বলিতেছেন—

“সম্ভোগে বিরক্ত শ্রান্ত, সে বটে ছাড়েনি

* * *

অথগু রাজশ্রী সনে দোদ ও প্রতাপ ;

কিন্তু সে ছাড়িল পেয়ে তা হ’তে বিষম,

ততোধিক প্রাণহারী নেশার আশ্বাদ—

নাহি যাহে অবশাদ, নিত্যানব সেই

গৃহস্থের গৃহ-সুখ !”

(৪র্থ সর্গ—৯৬ পৃষ্ঠা)

একদিন সহাধ্যায়ী স্মার্ত-শিরোমণি রঘুনাথের সঙ্গে গৌরাজ পদ্মপার হইতেছেন, কক্ষ-চ্যুত হইয়া তৎপ্রণীত ত্রায়ের ভাষ্য নৌকার মধ্যে পড়িয়া গেল, রঘুনাথ সেই পাণ্ডুলিপি সাগ্রহে পাঠ করিয়া ক্লিষ্টস্থরে বলিলেন,—তোমার এই পুস্তক প্রচার হইলে, আমার ভাষ্য কেহই পড়িবে না। নিমাই অমনই পুঁথিখানিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গঙ্গায় জলাঞ্জলী দিলেন। ছিন্ন খণ্ডগুলি স্রোতোবেগে তটলগ্ন হইয়া পাছে লোকের হস্তগত হয়, সেই ভয়ে বুঝি

“জল সঁচি সঁচি তাহা লাগিলা ডুবাজে

সাথে সাথে উচ্চ হস্ত উঠিছে মুখরি।”

(১ম সর্গ—৩০ পৃষ্ঠা)

এইরূপ ত্যাগ যিনি অক্লেশে করিতে পারেন, তিনি ক্লেশকর হইলেও, একদিন জননী এবং জীবন-সঙ্গিনীর মায়াও কাটাইতে অক্ষম হইবেন না, কবি তাহারই একটা ভূমিকা দিয়া রাখিলেন কি ? অধ্যাপনার সময় প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর পর হইতেই গোরা সংসারে ওঁদাসিত্ত বেধাইতেছেন ; ইহাতে শচীমাতা বিচলিতা, ভীতা ! পুত্রকে মায়া-পাশে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য নারী-শিরোমণি বিকুপ্রিয়াকে তাঁহার প্রিয়া-পদে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। মায়ের মনস্কামনা সাকল্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হইল।

“—হুদিন না বেতে

গোরা ধরা দিল ছুটি কুজবল্লী-পাশে !”

(২য় সর্গ—৪৫ পৃষ্ঠা)

অবতারই হউন, কি অতিমানব বা মহামানবই হউন, কালের স্বভাব, শারীর ধর্মের প্রভাব সকলের উপরেই একটা একাধিপত্য বিস্তার করে! শাখ্যসিংহও একদিন গোপা-বধুর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন! কিন্তু কথা এই, সমুদ্রতরঙ্গে বাঁধের জোর খাটে কিরূপ? জীবজগৎ যখন তাহার কোটি-কোটির রক্তমাংসের বেদনা লইয়া আসে, সেই সমষ্টির নিকট ব্যষ্টির গণ্ডী-বন্ধ নিমেষে অজ্ঞাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। মোহের নিজ্রাঘোরে তাই কি বুদ্ধদেবের ভিতরের মাহুষ হুঃসহ মর্ম্মপীড়ায় গাহিয়া উঠিল?—

কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন,
জাগিয়া ঘুমাই কুহকে যেন।

আমাদের গোরাও মানস-শ্রবণে দিক্‌দিগন্তের নিদাক্ষণ সঙ্কল্প
আস্থান শুনিতে পাইলেন, একদিন

“গিঞ্জরের লৌহঘার নিঃশব্দে খুলিয়া
পোষাপাখী নেহারিল আকাশ অসীম!
আপনি জননী তার করিলা উপায়।”

(২য় সর্গ—৪৬ পৃষ্ঠা)

পিতৃপিণ্ডদানের অস্ত্র পুত্রকে গয়াতীরে বাইতে মাতাই আদেশ করিলেন। নিশাই গয়ায় গিয়া গদাধর দর্শনে মন্দিরদ্বারে উপস্থিত! যার উদ্দেশ্যটিত হইল, অস্ত্র সকলেও দেখিল; আর নিমাইও দেখিলেন! কবি তাহাই দেখাইতেছেন—

“পাদপদ্ম দেখা দিল সবার সন্মুখে,
 পাদপদ্ম দেখা দিল নিমায়ের কাছে !
 নির্বাক নিষ্পন্দ গোরা ; অনিমেষ আঁখি
 নিশ্চল, নিমগ্ন আছে পাদপদ্ম মাঝে !

(২য় সর্গ—৪৮ পৃষ্ঠা)

ভাবিতেছেন, এই ধন
 “রহিয়াছে সর্বকাল চরাচর ব্যাপি,
 যুগে যুগে কত ভক্তে করিছে আহ্বান !
 এই সেই পাদপদ্ম—পিতার বা গতি,
 পুত্রের বা গতি, গতি যাহা নিখিলের।”

(২য় সর্গ—৪৯ পৃষ্ঠা)

এতদিনে মনে কাটিয়া বসিল, সংসার অসার ! অমনই
 নিমেষে যেন সকল বন্ধন শিথিল হইয়া গেল ! ধরণী ? না, ধরণী
 সমা জননীকে বলা হইতেছে ?—

“মুক্তি দাও জননৌ গো, মুক্তি দাও মোরে !

রাখিও না মিথ্যা দিয়া ধাঁধিয়া বাঁধিয়া !”

(২য় সর্গ—৫০ পৃষ্ঠা)

গয়া হইতে ফিরিয়া এক কৃষ্ণাচতুর্দশীতে মাতার স্নেহ-
 ফুরি, পত্নীর প্রেমপাশ ছিন্ন করিয়া মহাপুরুষ মহাপ্রেমের
 টানে বাহির হইয়া পড়িলেন। এই দৃষ্টো শাস্ত ও ককণ
 রসের উদ্যম উদাত্ত প্রবাহ ছুটিয়াছে ; এবং এ হৃৎয়ের সমন্বয়ে

মনস্তত্ত্ব ও কবিত্বশ্রোত ওতপ্রোত বহিরা চলিয়াছে !
 কবি যে ঐহিককে প্রবল করিয়াছেন, সে কেবল
 পারজিককে প্রবলতর করিয়া পরীক্ষায় জয়ী করাইতে ।
 সে জয় ভগবানের শ্রেষ্ঠসৃষ্টি মানব-বীরের আত্মলব্ধ ; কোন
 অলৌকিক ঘটনার আকস্মিক ফল নয় । কবি ‘মানুষী
 মহিমাকে’ এমনই করিয়া বিশ্বজিৎ প্রতিপন্ন করিতেছেন ।
 নিদ্রিতা জননী ও পত্নীর কথা ভাবিয়া মন বিচলিত হইয়া
 উঠিতেছে, আবার যেন কে মনের মধ্যে ডাকিয়া বলিতেছে “এই ত
 সময় !” গোরাচাঁদ হৃদয়ের প্রেরণা, বিবেকের আদেশই শিরোধার্য্য
 করিলেন । তথাপি ত তিনি মানুষ, নিশীথে নদী পার হইয়া গৃহ-
 ত্যাগী নবীন সন্ন্যাসী

“নদীয়ার স্তব্ধ শোভা দেখিলেন চাহি,
 ছায়া-ছায়া দেখাইছে স্তম্ভ নবদ্বীপ,
 নিভিতেছে দীপগুলি ভবান ভবনে,
 উগরই একটা গৃহে ভাবিলেন গোরা—
 চিরন্তরে নিভে গেল তৈলভরা দীপ ।

(২য় সর্গ—৫৭ পৃষ্ঠা)

শুধু একটা গৃহ নয়, সমস্ত নবদ্বীপ নবদ্বীপচন্দ্রের বিহনে
 আঁধার হইল ! শচীমার আর্তনাদ কাণে আসে, সখবা-বিধবা বিষ্ণু-
 প্রিয়ার শোকপ্রতিমা চোখে ভাসে ! ছঃষপ্প দেখিয়া স্বশ্র
 বধূর কক্ষে ছুটিলেন ; বধুও মূচ্ছাবিহ্বার দেখিতেছেন,

—তাঁহার স্বামী যেন তাঁহাকে স্বহস্তে চিতায় দগ্ধ করিতেছেন !
 দেহে-মনে অগ্নিজালা ! জীবিতে মৃত্যুযন্ত্রণা ! এ বুঝি আগুনে
 গোড়াইয়া কাঁচা সোণা পাকাইতে অন্তর্জগতের অন্তত
 রসায়ণ কবি অপূর্ব প্রথায় প্রস্তুত করিয়াছেন ! সেই কোন্
 সুদূর অতীতের এই নিদাক্ষণ করুণ কাহিনী পড়িতে পড়িতে
 বুকের মধ্যে কি যেন করিতে থাকে ! এদিকে গোরা কেশব
 ভারতীয় নিকট উপস্থিত হইয়া দীক্ষা চাহিলেন, কেশব ভারতী
 চমকিয়া উঠিলেন—

“কেপেছ নিমাই ?

ঘরে নেহময়ী মাতা, প্রেমময়ী জায়া,
 গিয়াছ কি ভুলে সব ? কেপেছ নিমাই !
 এখনও রয়েছে নিশি ; হৃৎস্বপন বলি
 আজিকার কথা দৌহে রাখিব স্মরণ ;
 কেহ জানিবে না কিছ, হে বিশ্বাসঘাতী,
 ফিরে বাও অনাহত পুরাতন প্রেমে,
 প্রব্রজ্যা তোমার নাহি সাজে, হে যুবক !”

(২য় সর্গ—৬০ পৃষ্ঠা)

পরহঃখকাতর ইহার প্রতিবাদ করিলেন—

“ভাবিও না গুরু, মোরে ক্ষুদ্র ভেকধারী,
 আত্মসঙ্কোচনকারী কন্ঠ-প্রকৃতি,
 এসেছি সাধিতে কুচ্ছ তুচ্ছ যুক্তি তরে

স্নেহেরে করিয়া দীন, প্রেমে বিমলিন !

অনন্ত আমার লোভ, বিরাট হ্রাশা !

(২য় সর্গ—৬১ পৃষ্ঠা)

আবার আর্দ্র কণ্ঠে আর্দ্র প্রাণে বলিতেছেন,—আমি পুত্রপাগলিনী
মা-জননীকে ভালরূপে জানি, পতিগত-প্রাণা প্রিয়াকেও বেশ
চিনি। আমি মাতৃস্নেহকে দীন, পত্নীপ্রেমকে মলিন করিতে তোমার
দ্বারে দাঁড়াই নাই। আমি চাহি, সব স্নেহের সার সকল প্রেমের
খনি হইতে সত্য-মণির সন্ধান ও সংগ্রহ ! আমি চাহি, এই জীবন-
যুদ্ধের বস্তুতাত্ত্বিক প্রমাদপকে আত্মিক ও সাহিত্যিক অরূপের
রূপ-শতদল ফুটাইতে। কবি অন্তর ভক্তের এই হৃদয়ধ্বনির প্রতি-
ধ্বনি ছন্দে প্রকাশ করিয়া নিত্যসত্যকে আহ্বান করিতেছেন,—

“এস নেমে এস স্বর্গের সীমানা লঙ্ঘি’,

হও প্রতিভাত মর্তের প্রমাদ-পকে

কমলের মত !

(৩য় সর্গ—৬৪ পৃষ্ঠা)

নবদীপের এক কোণে ক্ষুদ্র কুটীরেই গোরার গভী ছিল,
এখন তিনি অস্থব্ব করিতেছেন, যেন চারিদিকে অনন্ত জগতের
অগণ্য জীবনের বিরাট স্পন্দন তাঁহাকে সন্ধানে সবেগে আন্দোলিত
করিতেছে। গোরা ভাবিতেছেন, আমি এক শচীমাতার
সন্তান নই, সমগ্র মায়ের জাতি আমার পানে পুত্র-দাবীতে
চাহিয়া ! গোরা কেশব ভারতীকে সে কথা—সেই শেষ কথা ভাবে
বুঝাইলেন,—যাঁহার ত্রিপাদপদ্মের ছায়ায় বা মায়ায় শিশুর মত
জগৎ জাগিয়া ঘুমায়ে, সেই নিরঞ্জনর আহ্বানে তাঁরই সৃষ্টির

দৃষ্টি কুটাইতে আমার এ প্রব্রজ্যার মানস । লক্ষ লক্ষ মোহ কুণ্ড
মথের আর্তনাদ আমার উন্মাদ করিয়াছে । কেশব ভারতী লজ্জা-
নত মুখে বলিলেন, তুমি আমার গুরু !

“মোরে মোহ-পঙ্ক হ’তে করিলে উদ্ধার,
—দীক্ষা-ভিক্ষা মোর কাছে ছলনা তোমার ।
তার পরে ধীরে ধীরে মুণ্ডিত মস্তকে,
গৈরিক কোপীন পরি, অঙ্গে ভস্ম লেপি,
উপবীত সনে ত্যজি ব্রহ্মণ্য-বড়াই
দাঁড়াইলা গোরচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র যেন ।”

(২য় সর্গ—৬১ পৃষ্ঠা)

একদিন তপস্তার শেষে তাপসশ্রেষ্ঠ মানস-ভুবনে ঐশী
প্রসাদের প্রকাশ-বিকাশ স্ফুট দেখিলেন । কবিও গোরচন্দ্রের
সঙ্গে সেই শুভক্ষণে শুনিতেছেন—“সাগ্র তোর কাজ !”

এ সময়কার চিত্রের পর চিত্রগুলি যেন স্বপ্নাতিবিক্ত কবির
মুক্ত-প্রাণের চরম অভিব্যক্তি !—

“সেইক্ষণে ধ্যান ভাঙ্গি, ত্যজি যোগাসন,
অতিমধুপানে অন্ধ, মত্ত ভ্রঙ্গম
গুঞ্জে অক্ষম, কিন্তু হৃদয় ঝঙ্কত,
ঘুরিতে লাগিলা গোরা সমাধির পাশে
বিব্রত বিহ্বল ; শেষে উৎসাহে অধীর,
উঠিলা ডাকিয়া যেন তুষিত নিখিলে,—

পাইয়াছি! পাইয়াছি! সাধনের ধন
পাইয়াছি!”—

(৩য় সর্গ—৬৯ পৃষ্ঠা)

গোরা সেদিন যেরূপে চাহিতেছেন, সেদিকেই আভাষ, সে
দিকেই বিকাশ, সে দিকেই উচ্ছ্বাস! যেন সিক্তমুহুরে সুধার
রাশি উথলিয়া উপচিয়া পড়িতেছে। বাসন্তী পৌর্ণমাসীর চন্দ্রে
সেই অমৃতেরই পূর্ণতা দেখিলেন। জলে স্থলে আকাশে বাতাসে
কেবল রসের প্লাবন, আনন্দের বত্মা, প্রেমের জোয়ার। আকণ্ঠ
পানতৃপ্ত গোরাকে এবার তাঁর অভিজ্ঞতা দানের আবেগে আকুল
করিয়া তুলিল। গোরা যেন ভিতরের ভাষায় শুনিতে পাইলেন,
দ্বাও বিলায়ে সে নিধি—

“ভক্তি যার ভর-ভিত্তি, প্রেম যার প্রাণ!”

সংখ্যাত্তে বিন্দুর ত্রায় সর্বাধারেই ভক্তি ও প্রেম মানবের
শূন্যকে পূর্ণতার পরিণত করে! সংখ্যার ডাহিনের শূন্য যেমন
দশগুণ বাড়ায়, কিন্তু এক মুছিয়া দিলে সকলই শূন্য, কেবলই
শূন্য! সেইরূপ

“ভক্তি ছাড়া প্রেমহারা তপস্তা মলিন ;
গৃহীর গাহস্থ্য পণ্ড ; বীরের বিক্রম,
ধনীর ঐশ্বর্য ধর্ম ; গুণীর প্রতিভা,
অদেশবাৎসল্য ব্যর্থ ; ভক্তিভিত্তিহীন
জ্ঞানমার্গ, উন্মার্গের মত ; প্রেমপ্রাণ
হারা হ’লে, কর্মযোগ শূন্য কোলাহল।

দেবে ভক্তিহীন অমুশাসন নীতির
মৃত-শাস্ত্রে পরিণত ; জীব প্রেমহারা
কবিত্ব সৌন্দর্য্যচিত্র বিকল বিলাস !”

(৩য় সর্গ—৭২ পৃষ্ঠা)

গোরাঙ্গ মজিয়া তবে মজাইয়াছিলেন, তাই পথে পথে হরি
বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, পরকে পায়ে ধরিয়া হরি ভজাইয়া
ছিলেন। এমনই এ নেশার জোর, এ আবেগের তোড় ! সাথে
কি আবেশে ভোর গোরা পাগলের মত লোকালয়ের পানে ছুটিয়া
চলিয়াছেন ? সকলকে না জানাইলে যে তাঁর রেহাই নাই ! পথে
নিভাইর সঙ্গে শুভ সম্মিলন ! এমনই দীক্ষা দান ! জগৎ
মাতাইতে নিমগ্ন ! বুঝাইলেন, তুমি যে তৃপ্তি পাইলে, উহা
নিজের মধ্যে লুকাইয়া ভোগ করিও না। দাও, দশের
মধ্যে বিলাইয়া দাও ! এ ভাবের বন্যা প্রেমের প্লাবন প্রথমে
নবদ্বীপে লইয়া যাইতে হইবে। সে যে আমার মাতৃভূমি !
নিমাই নদীয়ার আসিয়াছেন, এ সংবাদ শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া
কাছে পৌঁছিলে, তাঁহাদের তখনকার মনোভাব মানব-মনস্তত্ত্ববিদ্
কবি ছ’টি পংক্তিতেই বিশদ করিয়াছেন ! ইহার বেশী চড়াইলে,
ছবির রং জলিয়া যাইত ! কবিত্বের মায়াপটে সে আখরের
আলেখ্য আভাসে ফুটিতেছে !

“এ যদি হইত স্বপ্ন তাও ছিল ভাল,

স্বপ্ন চিরদিন ভাল বাস্তবের চেয়ে।”

(৩য় সর্গ—৭৮ পৃষ্ঠা)

বস্তুকে যখন মানুষ না পায়, তুলনায় স্বপ্নই তাহাদের বাঞ্ছনীয় হয় ।

“সে নিমাই আর কি গো আছে তোমাদের ?

আজ সে যে নদীয়ার ;—সমস্ত বিশ্বের ।”

(৩য় সর্গ—৭২ পৃষ্ঠা)

প্রতিবেশীর মুখে কবি এ কথা শুনাইয়া আগেই শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছুইভাবে ভাবিত করিয়া রাখিলেন । একজন ভাবিলেন, যে নিমাই আমারই ছিল, আজ সে সকলের । আর একজনের মনে হইল, তিনি শুধু আমাদেরই নন, তিনি বিশ্বমানবেরই একটা অচ্ছেদ্য অংশ । নিমাই মাতার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, অভিমানিনী মাতা গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“নিমাই, কি ধন ল’য়ে ফিরিয়াছ দেশে ?—

‘স্বরে’ বলিবার তাঁর কোন্ অধিকার !”

(৩য় সর্গ—৮০ পৃষ্ঠা)

নিমাই মাতৃভক্ত ! গৃহত্যাগী পুত্র আপনাকে অপরাধী মনে করিলেন । স্নেহময়ী মাতৃগাফাং একটা কিছু বলিতে হয় বলিয়া জড়িতকণ্ঠে উত্তর দিলেন !—“কই, কিছু নহে !” অভিমানিনী মাতা অত শত বুঝিলেন না, বুঝিতে চাহিলেন না । তাঁহার তৎকাগীন মানসিক অবস্থা যুক্তি-তর্কের অতীত ! তিনি শুধু বুকফাটা স্নেহের তিরস্কার করিতে করিতে ব্যথা দিলেন, ব্যথা পাইলেন ! আর কত সয় ? দেবতা-নিমাইকে বাহিরে রাখিয়া

হুলাল-নিমাইকে স্থতিতে লইয়া গৃহের দ্বার বন্ধ করিলেন।

তাই কবিভাষায়—

“দেবতা-নিমাই পড়ি রহিল বাহিরে,
হুলাল-নিমাই চাপি’ বসিল অন্তরে।”

(৩য় সর্গ—৮৪ পৃষ্ঠা)

অভিমানী মাতৃস্নেহের এই অগ্নিপরীক্ষায়ও সন্ন্যাসীর মন টলিল না।
মায়ের বেদনার কাছে নিখিলমানব মনের যাতনা হা’র মানিল না।
পতিত-ব্রাণের ন্যাসী হইয়া তিনি সমগ্র মানবজাতির
বিশ্বাসের যে দৃঢ়ভিত্তির উপর অচল অটল দাঁড়াইয়াছেন, তাহা
হইতে এক তিলও নড়িলেন না। কবি এখানে একটি অপূর্ব
আলঙ্কারিক ব্যাখ্যা দিরাছেন —

“করুণা রাখিল তাঁরে নিকরুণ করি’,
বিশ্বাস করিল তাঁরে বিশ্বাসঘাতক।”

(৩য় সর্গ—৮৫ পৃষ্ঠা)

যেখানে কারণের বিপরীত কার্য উৎপত্তি হয়, তাহাকে বিষম-
অলঙ্কার বলে। করুণা-কারণের বিরূপ কার্য নিকরুণ ; বিশ্বাস-
কারণের বিরূপ কার্য বিশ্বাসঘাতকতা। বাঙ্গালা ভাষায় এই
রূপ বিষম অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত আর পাইয়াছি মনে হয় না। আরও
কার্যের ব্যাপকতায় অনর্থের উৎপত্তি এই অংশের বিষয়ের
উদাহরণ। এইরূপ আরও দুইটি অল্পম পংক্তি এখানে উদ্ধৃত
করিতেছি—

“হৃদিহীন, সে বড়ই সহনশীল বলি;”

উদাসীন, সে যে বড় প্রেমিক বলিয়া।”

(৪র্থ সর্গ—২৫ পৃষ্ঠা)

এই কাব্যে উৎপ্রেক্ষা, উপমা, রূপক বসক প্রভৃতি অলঙ্কারের
বহুল সমাবেশ দেখিয়াছি; অথচ কোথাও তাহার
প্রদর্শন বা চেষ্টার কষ্ট-চিহ্ন নাই। কোথাও বাদ কি বদলও
চলে না। যদিও এই কাব্য নানা রসে প্রভাবিত, তথাপি
ইহা প্রসাদগুণ প্রধান। বাহ্য পড়িলে সহসা চিত্তকে আর্জ করে,
তাহাই প্রসাদগুণ। “চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্ৰং শুক্লেনমিবা-
বলঃ। অর্থাৎ—শুক্লো কাঠে আগুনের মত, বা মনকে চাইয়া
কেলে।

নিমাই সন্ন্যাসী তাই জ্বর সহিত দেখা করিলেন না;
মহাত্মার মহীয়সী পত্নী ইতিপূর্বে মূর্ছার ঘোরে চিতা বা
চিদানলে পুড়িয়া খাঁটি সোণা হইয়াছেন! তাই কি এবার তাঁহার
আদর্শ দেবের নূতন মহিমা দেখিতে পাইলেন?

“জানি আমি বেশ;

ভালবাস তুমি মোরে; কিন্তু সত্য আঁক
প্রিয়তর তব পাশে!

* * *

থাক তুমি আগনার উত্তর শিখরে
শত শত হৃদিগগ্নে সিংহাসন পাতি!

কে আমি, তোমার পদে কুশাঙ্গুর সম
বিধিরা রহিব সাথে, করিব পীড়ন ?

* * *

আজ সেই বিকুপ্রিয়া পতি-গরবিনী,
নহে পতি-সোহাগিনী সামান্য রমণী !”

(৩য় সর্গ—৮৬—৮৭ পৃষ্ঠা)

বিকুপ্রিয়া ব্রহ্মচারিণী হইলেন, শচীমার নিকট তত্ত্বকথা অনেক
বলিলেন ; হুঃখের ভিতরই যে মানুষের মধ্যার্থ সুখ, তাহা বুঝাইতে
গিয়া বলিলেন, তিনি একই কালে হুঃখিনী ও সুখিনী। হুঃখ
আত্মিক চেতনার জীবন-কাঠি, সুখ মরণ-কাঠি !

“সুখ, সুযুগের স্বপ্ন ; হুঃখ আগরণ ;

হুঃখ নহে হুঃখ শুধু, হুঃখ, বড় সুখ !”

(৪র্থ সর্গ—৯০ পৃষ্ঠা)

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রিয়বিরহ সহিব্যার জন্ত কবি গৌরানন্দেবের
মাতা ও বনিতাকে দুইভাবে প্রস্তত করিয়া আসিতেছেন ; তাই
আমরা সংসারভাগী পতির চিত্রের পার্শ্বে সুযোগ্য্য পত্নীকে গৃহ-
ভূপত্বিনী রূপে পাই। তাই তাঁর

“পতিপ্রেম মিশেছিল বিশ্বপতি প্রেমে !”

আর শচীমাতা ?—সে কথা পরে জানা বাইবে। নিমাইকে
ভৎসনা কাররা, দয়াল নিতাই গৌরান্দ-জননার সঙ্গে দেখা করিতে
গিয়াছেন। কথায় কথায় তিনিও বলিয়া কেলিলেন !—

“তনয় তোমার নহে সামান্ত মানব !”

এই কথায় বার জন্ত একদিন শচীমাতা শিহরিয়াছিলেন,
নিতাই কিন্তু সে আধারে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ দেখিয়াছেন,
শচীমাতাকেও দেখাইতেছেন—

—“শোন মাতা, পুত্র

তব নহে পৃথিবীর; জানি আমি তারে,

মেষের মতন তার উর্কে শুধু স্থান,

কাজ তার, বরিষণে করিবে শীতল

ত্বিতি তাপিত এই বিপুল নিখিল !”

(৪র্থ সর্গ—২৪ পৃষ্ঠা)

নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শচীমাতা ভিন্ন অন্য কোন রমণীর
মুখ দেখেন নাই ! নারী-সঙ্গ বর্জন বৈরাগ্যের অঙ্গ ; এ বীতরাগ
বা অবজ্ঞা নয়। “যত্র নারীস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ”
এ ঋষিবাক্য নিমাইপণ্ডিত কিরূপ বুঝিতেন, নিরোক্ত একটা
ঘটনার কবি তাহা বুঝাইয়াছেন।

ভিক্ষা-ছলে সুবিধবা মাধবীর গৃহে বাতরাতের নেশা হইতে শিল্প
হরিদাসকে গোরা নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। হরিদাস লুকাইয়া
বাইতে আরম্ভ করিল ; সন্ন্যাসীর এই ছুর্কলতার গোরা অগ্নিমূর্তি
খরিলেন। কেন ? কবি তাঁহার নায়কের আত্মোক্তার হইয়া
উত্তর দিতেছেন মাত্র দুইটি ছন্দে ; কিন্তু কি সুধাই
করিতেছে !—

“অমূল্য চরিত্র-ধন কৃপণের প্রায়

ক্রেণ্ডে রক্ষণীয়।” (৪র্থ সর্গ—১০৫ পৃষ্ঠা)

আমাদের দেহের মধ্যে যে রিপু বাস করে, তার প্রবল আক্রমণ এড়াইবার জন্য অষ্টপ্রহর সতর্ক প্রহরী বসাইয়া রাখিতে হয় !
নহিলে,

“ভিলেকের অবতনে

ধনী দীন হ’য়ে যায় চিরদিন তরে।”

(৪র্থ সর্গ—১০৫ পৃষ্ঠা)

মানবচরিত্রের নিগূঢ় তত্ত্বদর্শী গোরা হরিদাসকে তার মুখ দেখিবেন না, অমুগ্রহ করিয়া পথে আনিবার জন্য এই নিগ্রহ করিলেন বটে, কিন্তু তখনও রমণীজাতিকে শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ পুষ্পাজলী দিতেছেন,

“যারা নাহি মানে,—স্বভাবগরিষ্ঠা নারী,

উচ্চাঙ্গের সাধনার সমাধিকারিনী,

মানবী পিরামে নিজ বৃকের শোণিত

ভুলেছে মানুষ করি বৃথায় তাদের !”

(৪র্থ সর্গ—১০৫ পৃষ্ঠা)

একদিকে উপদেশ অন্তরিকে দৃষ্টান্ত—গোরা একাধারে এই উভয় !
বাক্য ও মনের অতীত ব্রহ্মকে পতিত উদ্ধারের কার্যো সমগ্র ইন্দ্রিয় দিয়া পাইবার জন্য যে অতীন্দ্রিয় ব্যাকুলতা জীবনপ্রভাবে জাগিয়াছিল, সে চরম তৃপ্তির অভৃপ্তি বাড়িয়াই বাইতেছিল—
আহার নিদ্রা বিশ্রাম উহাতে ভাসিয়া গেল ! নবীন বয়সে

গৌরচন্দ্র এ হেন ক্লেশ সহিতেছেন দেখিয়া ভক্তগণের মুক
কাটিতেছে !

“শিষ্যগণ গোপনে যোগার
আরামের শত ক্ষুদ্র মিষ্ট উপচার !
এড়াতে পারে না কিছু গোরার নয়নে,
কখনো গোপনে, কভু সবার সাক্ষাতে
বিলাইয়া দেন তাহা অনাথ-আতুরে !
কভু কষ্ট চ’রে সবে করেন ভৎসনা !
কখনো বলেন হাসি’ মিষ্ট পরিহাসে,—
তোমরা কি মোরে চাহ বানাতে নবাব ?”

(৫ম সর্গ—১২৯ পৃষ্ঠা)

সাধুদের, শিশুদের শুধু কি ভোগসুখে অক্ৰটি ? নিন্দাতেও সে
সরল সবল প্রাণ বিকারবর্জিত। শিষ্য দামোদর গৌরান্নকে
কহিলেন,—তুমি যে ব্রাহ্মণকুমারকে পালন করিতেছ, তাহার
মাতা সুন্দরী যুবতী বিধবা ! কি জানি, লোকে কি কাণাকাণি
করিবে ! নিন্দা ও নিন্দুকের মধ্যেও যিনি শুভ নিহিত দেখিতেছেন,
সেই লোকশিক্ষক উত্তর দিলেন—

“নিন্দা যার কর্তব্যোরে, যার প্রকৃতিরে
করিবারে পারে দীন, তার কৰ্ম্ম শুধু

কষ্ট-চেষ্ঠা ! নহে তাহা স্বতঃ-প্রস্ফুরিত !

দুৰ্বিতশোণিতপাগী জলৌকার মত

নিদ্রুকেরা আমাদের ধাতুসংশোধক !

(৪র্থ সর্গ—১০৭ পৃষ্ঠা)

গোরাকে একজন শিষ্য পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন ;
এই অপরাধে গোরা তাঁহার লাহুনার অবর্ধ করিয়াছিলেন ।
ভগবান্ নিন্দা-প্রশংসার অতীত । ভক্ত তাঁরই যে বিভূতিভূষিত !

ঐবীন বয়সে গোরার উপবাস অনিদ্রা অনিয়মের বাড়াবাড়ি
দেখিয়া শিষ্যগণ ভীত, গোরাকে দেহ রক্ষার জন্ত সাবধান
হইতে বার বার বলিতেছেন, গোরা মৃত্যুর ভিতরে অমৃতের
আনন্দ পাইয়াছেন । মৃত্যু তাঁর কাছে নবজীবনের জন্ত একটা
স্বাভাবিক অত্যাৱশ্যক নৈসর্গিক পরিবর্তন মাত্র ! তাই মৃত্যু ভয়
হেলায়-খেলায় অগ্রাহ করিয়া বলিতেছেন,

“রয়েছি সতর্ক ! সদা সজাগচকিত
অতকিত সে বিরোট নীরবতা লাগি ;
ধাত্তার তরলী ঘাটে রেখেছি প্রস্তুত ;

* * *
মৃত্যু নহে ভয়ঙ্কর ; মৃত্যু মনোহর ।

* * * *

মৃত্যু নহে বিভীষিকা, মৃত্যু আশাময় ।—

(৬ষ্ঠ সর্গ—১৬৪ পৃঃ)

কবি তাঁহার আদর্শ নায়ককে এখন পূর্ণরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন।

মানুষ বত বড়ই হউক না কেন, ভগবান পদে পদে তত্ত্বকে পরীক্ষার নিকষে ফেলিয়া বাচাই করিয়া লইবেনই। নদীয়ার পতিতা রমণীর ছদ্ম অভিনয় ধরা পড়িলে, গৌরাঙ্গ কাতর কণ্ঠে বলিয়াছেন,—“এখনও পরীক্ষা?” তবু পরীক্ষার শেষ হয় নাই। উপদেষ্টার আসনে গৌরচন্দ্র প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে, বহু সমস্তার পূরণ করিয়া বাইতেছেন; শ্রীধরের প্রশ্ন,—ঘেব, অত্যাচার অবিচারকে কি নীরবে সহ্য করিব? না, সে আঘাত কিরাইয়া দিব? উত্তর—

“ক্ষমা বড় সব দিকে ক্ষুদ্র বৈর চেয়ে।”

দার্শনিক অদ্বৈত সংশয়ী! জিজ্ঞাসা করিলেন,—জ্ঞান নান কিসে? উত্তর হইল—

“জ্ঞান নহে তুচ্ছ, কিন্তু তত্ত্ব উচ্চতর,
ভক্তি নিত্যসত্য; জ্ঞান যুক্তির অধীন,
তত্ত্ব মুখ্য-অনুভাব; জ্ঞান গৌণ ভাব;

(৪র্থ সর্গ—১০৮ পৃঃ)

ভক্তি প্রাণের জিনিস; সে শুধু তর্ক জানেও না, মামেও না। অন্তরের নির্ভরে অনন্তে উধাও হয় বাক্য মনের অগে চর সেই চরণে অর্থা হইয়া চিরদিন অগ্নান কুন্ডলের মত ফুটিয়া থাকিবে আশায়। জ্ঞান যুক্তির অধীন, মানুষের বুদ্ধি অসীমকে সঙ্গমে

খুঁজিতে বাইরা পদে পদে পথ হারাইয়া ফেলে। বৈক্যব মত
এই বিলম্ব হইতে রক্ষার জন্তই ঘোষণা করিয়া গিয়াছে—

ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর !

মুরারীর প্রশ্ন, সংসারে নিঃস্ব হইয়া কৰ্ম্ম কিরূপে করিব ?

গোরার উত্তর—

“ত্যাগীর ব্যসন জেনো, ধনের পিপাসা !

থাকে বার ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা হিতব্রতে,

তার নাহি হয় কভু কোন অনাটন !

ইচ্ছা জয়ী, প্রেম জয়ী, ধর্ম্ম জয়ী সদা।

যে অর্থে পরার্থ সাধা, স্বার্থ-লোভ এলে,

কৰ্ম্ম হ’তে অকৰ্ম্মের ভয় সে সহায় !

(৪র্থ সর্গ ১১০ পৃঃ)

কুট প্রশ্নের কি অকপট সীমাংসা ; উৎকট সমস্যার কি সহজ
সমাধান ! গৌরচন্দ্রের পতিতোদ্ধার ও লোকহিত কবি বহুভাবে
দেখাইয়াছেন। রাজ দণ্ডের নামে একটি নরহত্যার নিষ্পন্ন
আদেশ সেই দয়ালের প্রীতি-সহানুভূতির স্বর্গীয় হিল্লোলে
কিরূপে উড়িয়া গেল, কবি তাহা গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখে
তুলাইতেছেন—

“শোন বিচারক, করে কে বিচার কার ?

অতুল্য অমূল্য হেন মানব জীবন,

সর্বশক্তিমান্ যিনি তারও শ্রেষ্ঠ দান,

নহে বিচারের বধা ক্ষুদ্র মানবের !
 ন্যায়ের ছলনা করি চেও না হরিতে
 নারিবে যা দিতে !”

(৪র্থ সর্গ—১১৩ পৃষ্ঠা)

সংস্কারক রূপে গৌরাজ কাজী, শাক্ত, জগাই, মাধাই প্রভৃতির জীবনের নূতন অধ্যায় গড়িয়া দিলেন। এই রূপে একদিন সেই জ্বলন্ত ভাবের স্থির-বিদ্যুৎ অধীর প্রেমের তুকান দুকুলপ্লাবী রসের প্রাবন ভারতময় ছড়াইয়া পড়িল। তাহাতে দেশ কাল পাত্র আত্মপর কোথায় ভাঙিয়া গেল। রহিল কেবল গৌরাজের জীবনব্যাপী তপস্যার অমর ইতিহাস!—”

“ভক্তি যার ভরতিস্তি প্রেম যার প্রাণ !”

‘গৌরাজ’ কথা বলিতে গেলে, ফুরাইবে না। ফুরাইতে দিয়া আবশ্যকও নাই। রসজগতের অভীষ্ট এই অসমাপ্ত সুধার ভাঙার লুপ্তন করিতে থাকুক! আমি কেবল এত অদ্বিতীয় কাব্যের সামান্য ক’টি অসামান্য প্রসঙ্গ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিয়াছি মাত্র। ‘গৌরাজ’ আলোচনা করিতে গিয়া বুঝিয়াছি, এই মহা আধ্যাত্মিক মহিমাময় নায়কের রসে অণুপ্রাণিত ভাবে আত্মবিস্মৃত প্রেমে অভিভূত কবি কেবল শ্লোকের পর শ্লোক গাঁথিয়া গিয়াছেন! বাহুজ্ঞানরহিত, হৃদয় বন্ধত, সকাঙ্গে পুলকোচ্ছ্বাস, নেত্রে দরধারা! তাই ত আত্ম বলিতে হয়, বঙ্গ কাব্য সাহিত্যে প্রথমবারের ‘গৌরাজের’ তুলনা শুধু ‘গৌরাজ’!

শ্রীজলধর সেন।

গৌরাঙ্গ

প্রথম সর্গ

সেবক

ভক্তি যার ভর-ভিত্তি, প্রেম যার প্রাণ! —
সেই তব্ব কোথাকার ? কেমনে প্রথম,
নামিয়া মরতে কারে করেছিল রূপা ?
লভি' সেই স্বর্গবিভূ কে সে চিত্তহারা,
আত্মমদবাসে অন্ধ গন্ধমুগপ্রায়
আপনি মাতাল হয়ে, মাতাইল সবে !

নবদ্বীপ, নিয়ে তব ত্রায় শ্রুতি স্মৃতি,
রুক্ষ তর্ক, সূক্ষ জ্ঞান, বিচারভিমান,
আজি কি হইতে ধন্য অবনীমণ্ডলে,
যদি না তোমার বক্ষে,—ভাগ্যবান্ তুমি !—
তব ধূলিধূসরিত পাণ্ডিত্যের'পরে
কারও পূত পদচিহ্ন না আঁকিত রেখা !

পেয়েছিলে তব গৃহে কোন দেবোপম
 আদর্শ-মানবে ! যুগে যুগে এইরূপে
 উত্থানের ক্রমগতি রাখিতে সচল
 বিশ্বপতি নির্বাচিত ভূত্যাগণে তাঁর,
 অলৌকিক প্রতিভায়, অপার্থিব প্রেমে
 বিচিত্র চরিত্রে আর অপূর্ব গৌরবে
 মণ্ডিয়া, রঞ্জিয়া ভাল, দেন পাঠাইষা
 ধরার দ্রুতিভার করিতে লাঘব,
 পতিতে যে পক্ষ হ'তে করিতে উদ্ধার !
 বিশ্বিত স্তম্ভিত, বিশ্ব, অবতার ভাবি'
 লুটাইয়া পড়ে সেই মহত্ত্বের পা'য়,
 পূজে নর-দেবগণে ভাবি নারায়ণ !
 কে জানিত, নবদ্বীপে আসিবে এমনি
 পুরুষপ্রধান কেহ ;—সেই দেবদূত,
 সঙ্গে ল'য়ে ত্রিদিবের শুভ সমাচার,
 ল'য়ে গদগদ ভাষ, অশ্রুজল-বল
 নিখিল করিবে বশ আপনার প্রেমে !
 হরিনামে মাতাইবে সমস্ত ভারত !

সেইদিন স্মরণীয় সমগ্র বিশ্বের,
 যেদিন নদীয়া মাঝে মিশ্রের ভবনে,
 পিতা জগন্নাথে আর জননী শচীরে

ভাসায়ে আনন্দ-নীরে, শুভ লগ্ন জানি'
দীনের স্মৃতিকা গৃহে সমারোহ বহি'
জন্মিল সে মহাপ্রাণ বিধির বিধানে ।

অঙ্গনের কোণে এক ক্ষুদ্র চালা-ঘর,
অনাদরে বিরচিত, আলো-বায়ুহীন,
দৃষ্টবাস্পসমাকুল, অপদেবতার
কুদৃষ্টিনাশক নানা উপচারে ঘেরা,—
সুরক্ষিত সে কারায় সুখ-বন্দী হ'য়ে
রাহিল অঙ্কুর শিশু একাদশ দিন ।
সতর্ক সশঙ্ক সবে 'ছয় বর্ষী' দিনে
বসিয়া রহিল স্থির, শিশুর শিয়রে,
করিল রজনী ভোর রূপকথা ল'রে !
উদ্দেশ্য,—চতুর বিধি কোন ছিদ্র পেয়ে
ছল করি' শিশুভাণ্ডে মন্দ কিছু লিখি'
যান যদি স্বজনের দৃষ্টি এড়াইয়া !

বাড়িতে লাগিল শিশু স্নেহের কুৎকারে।
ছোট চারা রোপি' মালী আপন উত্তানে,
যেমন সতর্কে ত্রাসে আবেগে উল্লাসে
সংশয়ে চাহিয়া থাকে, যোগায় তাহারে
নিত্য নব নব সেবা নূতন যতনে,
শচীদেবী শিশুপুত্রে তেমনি আগ্রহে

করিতে লাগিলা সিক্ত লালনের রসে !
 সেই নবদ্বীপ-শশী লাগিল বাড়িতে
 ধীরে ধীরে সুবিমল স্নেহের আকাশে
 মেঘাচ্ছন্ন জগতের পূর্ণিমার লাগি' !

তার হাসি, তার কান্না, আধ-আধ কথা,
 হামাগুড়ি, উঠি'-পড়ি' টলি'-টলি চলা,
 অঙ্গভঙ্গী নানারূপ,—এর বিশ্লেষণে
 কাল্পনিক বিজ্ঞতার কত পরিচয়
 পাইতেন সে শিশুর, বাৎসল্যবিমূঢ়া !
 এ সব কাহিনী শেষে পড়শীমহলে
 নানা অলঙ্কার সনে করিতা রটনা ;
 সে কল্পনা-জল্পনায় ভুলিতা সংসার ।
 সংসারে কাহারও যেন হয় নি সম্ভান ;
 তারা যেন হাসে নাই কাঁদে নাহি কেহ
 কহে নাই আধ-কথা এমন ভঙ্গীতে !
 —শচীমার ভঙ্গী-ভাবে হস্ত তা প্রকাশ ।

শুভ অন্নপ্রাশনের দিন এল যবে,
 যথাবিধি শিশুমুখে করি' অন্নদান,
 কহিলেন জগন্নাথ,—অগ্রজ ইহার,
 নাম তার রাখিরাছি বিশ্বরূপ যবে,

কনিষ্ঠের নাম তবে হোক বিশ্বস্তর ।
 শচী कहিলেন,—ও কি সৃষ্টিছাড়া নাম !
 অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী ছিল একজন
 অদূরে দাঁড়ায়ে ; উৎসাহে कहিলা ডাকি,—
 আমি ত বাছার নাম রাখি নু নিমাই ।
 ‘নিমাই রটিল নাম সারা নবদ্বীপে ;
 ‘নিমাই রটিল নাম দেশ-দেশান্তরে !

বাড়িছে ক্রমশ শিশু স্মৃতির প্রায়
 আনন্দ বর্জন করি মিশ্র-দম্পতির ।
 পাঁচটি বৎসর যবে একে একে আসি’
 দিয়ে গেল অপোগণ্ডে আপন প্রসাদ,
 অপরূপ রূপ তার ধরা পড়ে গেল ।
 ললাট প্রশস্ত দীপ্ত, আয়ত লোচন,
 দীর্ঘ বাহু, তীক্ষ্ণ নাসা, সুগঠিত তনু,
 কাঞ্চনে চম্পকে মেলা অঙ্গের বরণ
 কাড়িল সবার মন ! শুনিতেন মাতা
 পুত্রের রূপের খ্যাতি লুন্ধ কর্ণ পাতি’ ।
 —নেত্রে উছলিত ধারা ; অমঙ্গল-ত্রাসে
 কখন উঠিত কাঁপি’ মায়ের হৃদয় ।

এর মাঝে, একদিন সবার অজ্ঞাতে
 উদাসীন বিশ্বরূপ নবীন বয়সে

করিলেন গৃহত্যাগ, হইলা সন্ন্যাসী
 নদীয়ায় আর কেহ দেখিল না তাঁরে ।
 পিতা মাতা আর ষত পরিজন সনে
 হৃদয়ের বালক নিম্নু কেঁদে গড়াগড়ি,
 বড় বাসিতেন ভাল অগ্রজ অল্পজ্ঞে !
 যোগ দিল সেই শোকে সমস্ত নদীয়া,
 সে প্রিয়দর্শন ছিলা প্রাণ সবাকার ;
 পণ্ডিত, বিনয়ী, সাধু, সুধীর কিশোর !
 শতীর এখন ধ্যান শয়নে স্বপনে,—
 কেবল নিমাই ! তিলেক নিমাই হ'লে
 চক্ষের আড়াল, তাঁর আঁধার ভুবন !
 উন্মথিত মাতৃস্নেহ এক খাতে বহি'
 উঠিল প্রকাণ্ড হ'য়ে, ছাপাইল কুল !

আদরে-আদারে শিশু লাগিল বাড়িতে ।
 ছড়ায়ে তৈজস-পাত, উচ্ছিষ্ট ছিটায়,
 ভাঙ্গিয়া কলসী-হাঁড়ী, পুঁথি-পত্র ছিঁড়ি',
 বিছানায় কালী ফেলি', মুখে মাখি' মসী
 মায়েরে দেখা'ত ডাকি রঙ্গে দূরে রহি' !
 বকিতে বকিতে মাতা ধাইতা ধরিতে ;
 নিমেষে অদৃশ্য হ'ত হাসিয়া নিমাই !
 গৃহদেবতার আগে স্তম্ভিত ভোগ

না হইতে নিবেদিত কখন আসিয়া
চকিতে নৈবেদ্য লয়ে পুরি' দিত গালে !
কি করিলি, কি করিলি !—বলি' ক্ষোভে রোষে
নিমায়েরে সাজা দিতে ছুটিতেন মাতা ।
হেথা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইত চোর !
ফাটায় ললাট কভু আসিত কাঁদিয়া
মার কাছে, ক্রোড়ে মাতা লইতেন টানি' ;
সেইক্ষণে যদি কোন ক্রীড়া-সহচর
আসিত সেখানে, তারে ডাকিয়া ইঙ্গিতে
অতর্কিতে উঠি নিম্ন, হত নিরুদ্দেশ !
রহিতেন কিছুক্ষণ জননী অবাক !
মৃহহাস্ত দেখা দিত স্নেহ কোতুকে ।

ক্রমশঃ ছরস্তুপনা বয়সের সনে
বাড়িতেছে নিমায়ের, অবশেষে তাহা
গৃহের প্রাচীর ছাড়ি'—স্নেহের সীমানা,
ছড়ায় পড়িল ভরা-নদীয়ার মাঝে !
—জ্ঞান সারি' দ্বিজ এক ঘাটে বসি' ধ্যানে—
নিমাই দেখিত যদি, শিখাটী তাঁহার
বৃন্তচ্যুত হরে যেত নিমেষের মাঝে !
প্রোঢ়া এক শিব গড়ি করিবেন পূজা,
নিমাই সহসা গিয়ে মৃগ্মম মূর্তিরে

করি' দিত ধূলিসাৎ । যুবতীর গায়ে
 জল সৈঁচি' সৈঁচি' তারে দিত রাঁগাইয়া
 'নষ্টচন্দ্র'-দিনে চৌর্য্য-কার্য্য ছিল বাধা
 গৃহে গৃহে ! দোকানীর দোকানে পড়িয়া
 দ্বিবা-দ্বিপ্রহরে হ'ত দারুণ ডাকাতি !
 হোলির উৎসবে, ভরি' রঙে পিচ্কারী
 অস্থির করিত পাড়া ; আবিরে আবিরে
 আপনি সাজিয়া ভূত—সাজাইত সবে !
 নিদ্রিতের মুখে কালী রাধিত মাথায়,—
 নিমায়ের উচ্চহাস্যে উঠিত সে জাগি' ;
 'রাম, রাম !'—বলি যবে মুছিত আনন
 বিরক্তি-বিস্ময়ে,—নিমু করতালি দিয়া
 থাকিত নাচিতে !—কিন্তু উপায় কি আছে
 অশাস্ত হৃদান্ত শিশু, নাহি মানে কারে,
 পিতার লকুটি আর মাতার তর্জ্জন,
 পুষ্পবৃষ্টি সম গণে ! নিরুপায় মাতা,
 অধিক বলিতে, বাজে আপন হৃদয়ে ;
 ভৎসনা করিয়া পুত্রে কাদেন আপনি ;
 দ্বিগুণ আদরে তারে করেন সাস্বনা !
 ঠাকুর-দেবতা কাছে করেন মানত,—
 মা-যশ্টি, মঙ্গলচণ্ডী, বাছায় আমার
 তোমরা স্মৃতি দিও ; করিও কল্যাণ !

মাঝে মাঝে এ শঙ্কাও দেখা দেয় প্রাণে,—
 জ্যেষ্ঠ শেষে কনিষ্ঠে কি শোণিতের টানে
 ল'য়ে যাবে উৎপাটিয়া মাতৃবক্ষ হ'তে !
 —শিহরি উঠেন মাতা স্মরিয়া সে কথা ।
 আবার স্নেহের মোহে ভাবেন জননী,
 হেন উন্মাদের শেষে কি হবে উপায় ?
 হায় রে মায়ের প্রাণ, হতেছে ব্যাকুল
 উপায় ভাবিয়া যার, নাহি জানে সে যে
 একদা করিবে সারা বিশ্বের উপায় !
 এ মাতুনি,—আজ যারে অবহেলাভরে
 ভাবিতেছে খেলা,—নাহি জানে, তাই শেষে,
 সম্মুখিতে নাহি পারি' আপনার তেজ,
 ছাড়িয়া ধূলার গণ্ডী ছুটিবে অশ্বরে ,
 সমস্ত জগত তাহে হবে আলোড়িত !

হাতে-খড়ি দিয়া পুত্রে টোলে ভর্তি করি'
 পিতা মাতা ভাবিলেন,— তাঁদের নিমাই
 স্নানিষ্ঠিত সম্ভাব্য হবে এইবার !
 হায় রে রাশির ফের, শচীর ছলল
 কৈশোরে পড়িল তবু, পাঠে নাহি মন ;
 ছরস্তুপনাটি কিন্তু শিশুর অধিক,
 অধ্যাপক ব্যতিব্যস্ত শিষ্যের জালায় !

কিন্তু, এ কি কাণ্ড ? তীক্ষ্ণবুদ্ধি সতীর্থেরা
 হটিতেছে ক্রমে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে !
 অধীত বিবিধ গ্রন্থ এ নব বয়সে ।
 তার তত্ত্ব-প্রশ্ন আর তর্ক-সমাধান,
 সুগভীর-গবেষণা, সুস্ব-বিচারণা,
 সুধী গুরু গঙ্গাদাস বসিয়া বিরলে
 করেন বিচার ; ভাবেন অবাক্ হ'য়ে,
 এ নহে সামান্য পাত্র !—শেষে একদিন
 জগন্নাথে কহিলেন নিভূতে সে কথা,—
 তনয় তোমার নহে সামান্য মানব ।
 কোনদিন স্থির হয়ে নাহি লয় পাঠ,
 তবু সহাধ্যায়িদলে সবার অগ্রণী ;
 তনয় তোমার নহে সামান্য মানব !—
 জিভ কাটি' কহে মিশ্র,—ছি ছি, হেন কথা
 আনিও না মুখে আর, দোষ আছে তা'তে ।
 সে দীন ব্রাহ্মণবটু, কি আছে তাহার
 তোমাদের পদধূলি, আশীর্বাদ ছাড়া ?—
 শির নারি কহে ভট্ট,—নহে, তাহা নহে ;
 তনয় তোমার নহে সামান্য মানব ।
 সত্য কহিতেছি, ভদ্র, এমন প্রতিভা,
 এমন স্থিরধী আর তীক্ষ্ণতম মেধা
 দেখি নাই আর কারও, দেখিব না বুঝি

এই বাকী জীবনের অভিজ্ঞতা মাঝে ।
রাধিবে অক্ষয় যশ তনয় তোমার ;
সুখী তুমি, পিতা তার ; ধন্য আমি গুরু !

মিশ্র যবে এ সংবাদ দিলা গৃহিণীয়ে,
শচীদেবী শিহরিল অকল্যাণ গণি' ।
কত দিন কত লোকে বলেছে এ কথা
নানা অলঙ্কার দিয়া ; স্নেহপাগলিনী
আজ বুঝি সব ধৈর্য ফেলিলা হারায়ে !
পরদিন ডাকাইয়া বিপ্র কয়জনে
করাইলা ফলাহার তৃপ্তিসহকারে ।
পুত্রে দিয়া ধূলিলিপ্ত পা'গুলি ধোয়ায়ে
ব্রহ্মপাদোদক তারে করাইলা পান ।
উদরে বুলায়ে হস্ত ছাড়িয়া উদ্যার
পরিতোষে, দ্বিজগণ গেলা নিজস্থান,
আশীষি' আশ্বাসি',—নিম্ন রবে চিরদিন
মায়ের অঞ্চল-ধরা কোলের ছলল !

উৎপীড়িত প্রতিবেশী ; কিন্তু মুখে কারো
নাহি কভু তিরস্কার ! ভালবাসে সবে
নিমায়ের স্থিত সৌম্য গৌরমূর্তিখানি ।
সেই মুখপানে চেয়ে, উৎপীড়িত—সেও
আপন লাঞ্ছনা-জ্বালা ভুলিত নিমেষে !

‘পাগল-নিমাই’ বলে ডাকিত সবাই ।
 বয়সের সনে শেষে এ দৌরাখ্য-ধুম
 নিমায়ের, সবই শুধু পুরুষের প্রতি
 চলিত সবেগে । জলাতক রোগী যথা
 জলের ছায়াটি মাত্রে অস্থির, অজ্ঞান,
 নিমায়ের সেই দশা কামিনীর নামে !
 যে পথে রমণী হাঁটে, জানিত কিশোর,
 তার চতুঃসীমানায় ঘাইত না কভু ।

বড় ভালবাসে গোরা স্বভাবের শোভা ;—
 আবেশ-জড়িত স্বপ্নে চেয়ে থাকে শুধু
 রূপসী প্রকৃতি পানে ! নিদাঘে, নির্জনে,
 তৃষা তার, গোধূলির স্বর্ণশোভা দেখা !
 অন্তগামী সূর্য্য ঘীরে নামিছে পশ্চিমে ;
 মেঘের পশ্চাতে মেঘ, তার পর মেঘ,
 তাম্র রক্ত স্বেত পাংশু নীরদের মালা !—
 স্তবকে স্তবকে তার কি যেন সন্ধান
 কোতূহলী অঁাখি-পাখী উড়িয়া বেড়ায় !
 পাটলে পিঙ্গলে মেশা ধূ ধূ চক্রবালে
 ফুরে পীত চন্দ্র ,—পারদ-সমুদ্র মাঝে
 হিরণ-কিরণ-উন্নি উঠে নৃত্য করি’
 দলে দলে তরল আফ্লাদে ; সে ইঙ্গিত

সঙ্গীত-কল্পিত বক্ষে ফিরিত নাচিয়া ।
 সন্মুখে ধূসর মাঠ দূরবিসপিত。
 ঠেকেছে নদীতে গিয়া । উজানের পথে
 যায় কভু পালে তরী মছর সমীরে ;
 তরী কিম্বা নদী-নীর নাহি যায় দেখা ;
 আধ-দৃষ্ট স্ফীত পাল তবু কি সুন্দর,
 শুক্ল মেঘখণ্ড যেন লোহিত অশ্বরে,
 কিম্বা বলাকার ঝাঁক ফিরিছে কুলায়ে ;
 ধীরে তা মিলায়, শুধু অঁকি তার প্রাণে
 অশ্রময় স্বপ্নময় স্মৃতিরেখা এক !

গায়ে লাগে পুষ্পস্পর্শ মেছর সমীরে ;
 আশ্রমঞ্জরীর আঁশ পশে গিয়া প্রাণে ,
 চক্ষে বহে দর ধারা ; রোমাঞ্চিত তনু !
 হেনকালে, সেই পথে যদি জল তরে
 বধু কেহ কুন্ত-কাঁখে আসে মৃদুপদে,
 চোখে চোখে পড়ে' যায়,—চক্ষের নিমেষে
 সেথা হ'তে উদ্ধ্বাসে পলায় নিমাই !

পুত্রের উপনয়ন, কর্ণবেধ কাজে
 মিশ্র করিলেন কিছু ঘটী-আয়োজন ;
 উৎসবের উত্তেজনা অতিরিক্ত শ্রমে
 গৃহকর্তা পড়িলেন অবিরাম-জরে ;

বার্ককে্য দাঁড়াল ব্যাধি স্নকঠিন হ'য়ে ;
 জীবনের আশা শেষে হ'ল ক্ষীণতর ।
 নিমাই !—বলিয়া বৃদ্ধ ছাড়িলা নিশ্বাস !
 পিতার চরণ ধরি উঠিল কাঁদিয়া
 নিমাই অমনি ! কহিল কম্পিতকণ্ঠে,—
 কার হাতে দিয়ে যাও সন্তানে তোমার ?—
 মুমূর্ষুর আঁধি-প্রান্তে অশ্রু দেখা দিল !
 কহিলা সম্মেহে বৃদ্ধ,—বৎস, তাঁর কাছে,
 যিনি অগতির গতি, জীবের আশ্রয়,
 একাধারে যিনি পিতা, পিতার জনক !
 তাঁর কাছে ! জড়ায় আসিল কণ্ঠ ; শেষে,
 উচ্চারিলা প্রাণপণে, অন্তিম-উৎসাহে,—
 সঁপিলাম বৎস, তোরে হরির চরণে !
 আবার ক্ষণেক থামি' উঠিলা ডাকিয়া,—
 আলোক ! আলোক ! আগে শুধুই আলোক !
 আর চিন্তা নাই নিমু, আর চিন্তা নাই !
 বলিতে বলিতে,—যেন নিঃশেষিত দীপ,
 দীপ্ত চক্ষু পড়ে গেল অন্তিম নিমেষ !
 পূর্ণজ্ঞানে জগন্নাথ ত্যজিলেন দেহ ।
 নিমু কিন্তু অন্ধকার দেখিল ভুবন ;
 শুধু অনাথের কর্ণে লাগিল বাজিতে,—
 সঁপিলাম তোরে, বৎস, হরির চরণে !—

দৈববাণী সম বৃদ্ধ বলেছিল। যাহা,
দৈববাণী সম তাহা ফলেছিল পরে ।
বুঝি মৃত্যু ভবিষ্যত দেখাইল তাঁরে !

পিতার সৎকার করি' জাহ্নবীর তীরে,
পরিধানে শুক্লবাস, গলে উত্তরীয়
রুক্মকেশে, শুষ্কমুখে ছলছল চোখে,
নগ্নপদে ভগ্নোৎসাহে পাগলের প্রায়,
পুত্র ফিরে এল ঘরে,—উথলিল শোক
পাড়া-প্রতিবেশী আর অন্তরঙ্গদলে ;
সহৃদয় সুপাণ্ডিত মিশ্রের বিয়োগে
নদীয়ার মাতৃবক্ষে বাজিল আঘাত !
অন্তঃপুরে দীনসম পশি পিতৃহীন
প্রবোধিলা শোকাকুলা জননীয়ে আগে ;
আপনার প্রাণে কিন্তু ঘুচে নাই দাহ !
পিতৃশ্রদ্ধা হ'ল শেষ কাঁদিতে কাঁদিতে ।
বহুদিন বিত্তা-চর্চা, বিতর্ক, বিচার
রহিল পড়িয়া ; কিছুতে বসে না মন !
কালার্শৌচ কাল সনে শেষে ধীরে ধীরে
প্রথম শোকের বেগ হ্রাস হ'য়ে এলে,
চিন্তা আসি' বাসা নিল উদাস হৃদয়ে ।
কোরক-বয়স, কিন্তু অতুল জীবনে

পরিণত পরিশ্রুট উচ্চবৃত্তি গুলি ।

ভাবিত কিশোর বসি',—কোথা এবে পিতা ?

—বলে সবে, পরলোকে !—কোথা পরলোক ?

সে কি ওই নীলাভ্রের শতস্তর তলে ?

হৃর্ভেদ্য এ লোক হ'তে ওই আচ্ছাদন ;

ও লোকের লোকচক্ষে স্বচ্ছ বুঝি উহা !

তিনিও হয় ত তবে দেখিছেন চেয়ে,

পুত্র তাঁর আছে চেয়ে তাঁরি ধ্যানে এবে ?

অথবা মর্তের এই সুখ দুঃখ-ভার

এভই সামান্য, লঘু স্বর্গের নিকটে,

নাহি স্পর্শে প্রেতাগ্নারে ; কিহা তিনি ছাড়া,

কেহ নহে 'অধিকারী' ! পারে না কি তাই

পৃথিবীর কোলাহল করিতে চঞ্চল

স্বর্গবাসী আত্মাদের সমাহিত প্রাণ ?

সেই শাস্তি-পরিপ্লুত পুত্র পুণ্যলোকে

মিলেছে পিতার মোর কি স্নিগ্ধ আশ্রয়,

কোটিভানুবিভাসিত, মুনিমনোলোভা

প্রফুল্ল পদারবিন্দে !—সে অভয়পদ

জীবিত ও মৃতের বা সাধনা, সম্বল !

পিতার যে গতি, সেই গতি তনয়ের !

সমস্ত বিশ্বের বুঝি সেই এক পথ,

পরম চরম গতি চরণ-সরোজে

সংসারের ঝঞ্ঝা-বজ্রে র'বে তা'ই সাথী ;
 নিদানে মিলিবে তা'ই অনন্ত বিরামে ?
 সে পদপঙ্কজ ঘিরি' মন-হংস সদা
 আহ্লাদে কাকলি করি' ফিরিবে নাচিয়া ?
 তবে ধরা নহে শুধু তুংখর, শোকে'র ?
 জীবজন্ম নহে শুধু অনর্থক হেতু ?
 ওরে ভাস্ত, ভয় নাহ', আছে পরিভ্রাণ !
 আকস্মিক ঘটনা এ বিশ্বস্থিটি নহে,
 মঙ্গলে আরম্ভ তার, সত্যে পরিণতি ।
 —ভাবিতে ভাবিতে গোরা গলদশ্রুতেরে
 ফিরিয়া আসিল ঘরে । কিছু দিন ধরি'
 রহিল সে চিন্তাজাল ভারাক্রান্ত করি
 সমস্ত হৃদয় তার ;—অচিরে হারা'ল
 বিতণ্ডার কুণ্ডলীতে, গাঢ়-অধ্যয়নে,
 রসের ত্বা'র আর যশের নেশায়
 সে চিন্তা-বুদ্ধি !—কিশোরী যেমন ভোণে
 প্রথম প্রেমের স্বপ্ন নিজা অবসানে ।
 তবু কি হৃদয়ে তার নাহি থাকে জাগি'
 কাগ্নাহীন ছায়া-ছায়া মায়া 'মোহিনী'
 অজ্ঞাত বেদনা স্মৃতি অশ্রুট হনয়ে ?
 সে বেদনা মনে হয়, যেন ধরি-ধরি ;
 ধরা তারে নাহি যায়, জলে শুধু প্রাণ ।

গৌরাঙ্গ

নিমায়ের চিত্তমাবে তেমনি অজ্ঞাতে
সে চিন্তা রহিল ছদ্ম, অগ্নি যথা রহে
শুণ্ড ভস্ম-আচ্ছাদনে !

নিমাই নিৰ্জ্জনে
একদিন দেখিতেছে ভাগিরথী-লীলা ;
লহরী চলেছে বয়ে' লহরীরে ল'য়ে,
কাণ পাতি' ধ্যানমগ্ন শুনে কলভাষ ;
ভাবে,—ওই কল কল অব্যক্ত নিনাদ
নহে মিথ্যা অর্থহীন জড়ের কাকলি !
উন্মির সংঘাত বুঝি ভাবের জনাট,
রয়েছে কপাট অঁটি' মানবের কাছে !
যেন প্রতি কলোচ্ছ্বাসে হতেছে ধ্বনিত
কোন অকথিত বাণী,—ক্ৰটিং কাহারে
ধরা দেয় তাহা বহু সাধনার ফলে ।
সহসা আবেশ এল, ভাবিতে ভাবিতে
কি জানি অপূৰ্ণ ভাবে বিহ্বল নিমাই !

নব-বয়সের শূণ এ কি তবে তার ?
পুরুষের বয়ঃসন্ধি !— এ কি তবে তাই ?
কৈশোরে যৌবনে হৃদ্য যবে লেগে উঠে,
—কৈশোরের কান্ত রূপ শান্ত সুকুমার,

ঋতু লঘু স্বচ্ছন্দতা দেহের, মনের,
 অকস্মাৎ সে আহবে চূর্ণ হয়ে যায় ;—
 লাজ দীর্ঘ দেহষষ্টি, গাঢ়কণ্ঠ সনে
 ভারাক্রান্ত জীবনের কোমল মহিমা !
 জীবনে আসক্তি নাই, কস্মে আকর্ষণ,
 অনন্ত বিষাদক্লান্ত চিত্তার প্রবাহে
 আশা নাই, লক্ষ্য নাই, নাই কূল মূল !
 —এ নহে সে বন্ধ্যা চিন্তা রুগ্মহৃদিজাত,
 স্বভাবপ্রেরিত, এ যে ভাবের-ফুলিঙ্গ !
 জ্বলিলে বারেক যাহা মহাপ্রাণ মাঝে
 আর নাহি নিভে,—যাবৎ না হয় তাহে
 ক্ষুভ সূত্রপাত কোন ! চলিকার মত
 উজ্জল, অপাপবিক্ত !—আলো দেয় তাহা,
 দগ্ধ নাহি করে কভু নিকারের প্রায় ।

একদিন বসি' গোরা জাহ্নবীর তীরে
 আপনার ভাবে ভোর ! হেন ফালে সেথা
 দেখিলা, চকিত ভীত সারমেয় এক
 কাতর চীৎকার তুলি' আসিছে ছুটিয়া !
 পিছে উত্তোলিয়া ষষ্টি, যাতক জনেক
 আসিছে তাড়ায়ে !—মাঝে পড়িলেন গোরা,
 ব্যাজ যথা পড়ে গিয়া শিকারের' পরে !

কহিলা পুরুষব্যাঘ্র,—কুকুর আমার !
 কার সাধ্য কেশ স্পর্শ করিবে তাহার ?
 এত বলি' কোলে তুলি' পথের কুকুরে
 কতই যেন সে তাঁর আপনার জন,
 চলিলা গৃহের পানে । অবাক্ বাতক !
 পুঞ্জ মূর্তিপানে রহিল চাহিয়া ;
 গলে' গেল ধীরে শেষে আপনার পথে ।
 ভাবিতে লাগিলা গোরা পথে যেতে যেতে,—
 বিধির বিধান কি এ,—সবলে দুর্বলে
 এই হানাহানি ? এই জয়পরাজয় ?
 দুর্বল হইছে চূর্ণ ; তাহারই শ্মশানে
 প্রবল তুলিছে নিজ জয়কীর্তিমঠ ?—
 নহে নহে, কভু নহে ! তিনি স্বামী, তাঁর
 সমদৃষ্টি সর্বভূতে, সমান ঘটন ।
 পীড়িতের মর্শ্মোখিত আর্তনাদ' পরে
 উঠে যে বিজয়-দম্ভ—কীর্তি-শ্রুতিস্তম্ভ,
 ভঙ্গুর তাহার ভিত্তি । দুর্বলের গ্রাস
 বলী হবে প্রতাপের দুর্জ-কুধাবশে
 কাড়ি' ল'য়ে পূরে নিজ পুরিত জঠরে,
 সে কুধাই আনে তার নিপাত ঘনা'য়ে ।
 হেন বন্দ-ঘেব নহে অভিপ্রেত তাঁর !—
 কুকুর লইয়া কোলে বাহুজ্ঞানহারী,

একেবারে উপস্থিত পূজার মন্দিরে !
 যথা বসি' শচীদেবী পূজিছেন শিবে
 সন্তানের শুভ লাগি ফুল-বিল্বদলে ।
 শুচি ! শুচি !—করি' শচী সতত অস্থির !
 সর্বত্র গোময় ছড়া দিতেছেন সদা !
 কুকুর দেখিয়া ঘরে,—তনয়ের কোলে,
 উঠিলা চীৎকার করি' সহসা সেখানে !
 কহিলেন রোষে ক্ষোভে,—বুঝিহু, নিমাই,
 তোমা হ'তে ধর্ম-কর্ম হবে সব নাশ !—
 মতেক তৈজস-পত্র ছিল সেই ঘরে,
 একে একে সব ল'য়ে লাগিলা ফেলিতে
 সশব্দে বাহিরে । মা গো,—কহিলা নিমাই—
 ক্ষমা করু অপরাধ ! এ কুকুরে আজি
 ষাতকের হাত হ'তে করিয়াছি ত্রাণ ;
 পালিব তাহারে যত্নে, করিয়াছি মন ।
 শুন, মাতা, সার কহি,—ঘণা-দেষ মিছে,
 সারমেয়ে স্ত্রীস্বাক্ষণে মূলে নাহি ভেদ ।—
 চমকি' উঠিলা শচী, ক্ষিপ্তের মতন
 শুনিয়া পুত্রের বাণী ! হাসিয়া নিমাই
 কহিলেন,—মা জননী, ভাবিও না কিছু,
 পাবনী জাহ্নবীনীরে করে' আসি স্নান !
 সন্তুষ্টা হইলা মাতা ; রহিল কুকুর ।

আর এক দিন এক ককীর দেখিয়া
 পূজা-গৃহপাশে, শচী করিলেন তারে
 ইঙ্গিতে তাড়না !—উঠি সহসা নিমাই
 ককীরে দিলেন কোল স্নেহে প্রবোধিয়া !
 ছুঁইলি কাহায় ?—মাতা লাগিলা ভৎসিতে—
 ভিক্ষুকেরে ভিক্ষা দিয়া, সে যাত্রাও গোরা
 গঙ্গান্নান করি তবে পাইলা নিষ্কৃতি ।
 —কিন্তু সে অবধি, গৃহ ও সংসারে আরও
 বাড়িল বিরাগ ; মনে হ'ল, এই কি সমাজ ?
 মানবে মানবে ভেদ ! যাব কোথা তবে
 বনের বিহঙ্গ সম মনোরথ-গতি !
 তার নাহি পদে পদে হৃদ অহনিশ !
 হায়, যদি মোর ভাগ্যে ঘটত সে সুখ !
 সুখী তুমি, দাদা, তব সার্থক জীবন !
 —আবার মায়ের কথা মনে পড়ে' যান্ন ;'
 অঁাখি ছুটি ভরে' আসে করুণার জলে ।
 তনয়-সর্বস্বা সেই পতিবিরহিণী,
 এই সদা ভাবিতেন,—নিমাই তাঁহার
 মানিল না সম্পূর্ণ বশুতা ; করিল না
 অগাধ স্নেহের কাছে আত্ম-সমর্পণ !—
 তাই, কখনও বা শুধু অকারণে, কভু
 জেবৎ আঘাতে পড়িতেন ভাঙ্গি' মাতা !

নিমাই তা বুঝি', যত্নে প্রবোধিত মায়ে ;
 কখনও বা রক্তভরে রাগাইত তাঁরে !
 স্বহস্তে রন্ধন করি' এনেছেন মাতা
 পুত্র লাগি' খাওয়া একদিন ;—কহে গোরা,—
 বাঞ্ছন লবণদ্রব্য, অশ্বল বিশ্বাদ !—
 রোষে ফোভে উত্তরিল। অভিমানী মাতা,—
 শপথ আমার, যদি তব লাগি আর
 যাই বাছা পাকশালে ! হায় রে মমতা,
 পরদিন কোথা হ'ল প্রতিজ্ঞা পালন ?
 এত বড় পুত্র, তবু ভাবেন জননী
 তাহারে শিশুর মত ! গভীর নিশীথে
 দীপ ল'য়ে জাগরিতা পুত্রপাশে বসি',
 হেরিছেন একদৃষ্টে স্তম্ভমুখশলী ;
 চেয়ে চেয়ে বয়ে' যেত নয়নে সলিল !
 'শেষে দীপ নিভাইয়া নিশ্বাসি' নীরবে
 পুত্রস্মৃতি বুকে লয়ে গুইতা শয্যায় ।

নব যৌবনের সনে প্রতিভার ভাতি
 নিমায়ের, দেখা দিল পরিণত হ'য়ে ।
 তরুণের যশোগাথা দেশ-দেশান্তরে
 ছড়া'ল প্রবীণদের ঈর্ষা জাগাইয়া ।
 'নিমায়ের নাই দর্প, শক্তির উত্তাপ,

শুধু যুবা রঙ্গপ্রিয় ; দান্তিকের কাছে
 অবাধ্য উদ্ধত ক্রুর ! বিচার-সমরে
 নিদাক্ষণ ভয়ঙ্কর ! পরাজিত হ'য়ে
 পদানত হ'লে অরি, ক্ষমা নাই তবু ;
 চোখা চোখা শ্লেষবাণে করি' তারে শেথ
 আপনি হাসিয়া খুন !

কোবিদ কেশব

দিকে দিকে জয়ধ্বজা করি' উত্তোলন,
 নবদ্বীপে দিলা হানা ! নিমায়ের নাম
 তাঁহারে ব্যথিতেছিল দুঃখের সম !
 'বুদ্ধম্ দেহি, যুদ্ধম্ দেহি',—নিমায়ের দ্বারে
 ডাকে এসে দিগ্বিজয়ী ;—কি করেন গোরা ?
 অগত্যা ভেটিলা তারে হাসিভরা মুখে !
 বাধিল বিচার-রণ ; ভরি ছুটি তুণ
 ব্যাকরণে, অলঙ্কারে, শ্রুতি-স্মৃতি-ত্নায়েরে,
 আকর্ণ টানিয়া বাণ, পুরিয়া সন্ধান
 দৌছে দৌহাকার ছিদ্র বেড়াইছে খুজি' !
 কিছুক্ষণে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতপ্রবর
 হইলেন শ্রান্ত, শেষে বিধ্বস্ত বিকৃত,
 অপদস্থ পদে পদে । কহিলা নিমাই—
 মিটিয়াছে যুদ্ধসাধ !—উত্তরিলা স্তম্ভী

রাখি ক্ষুদ্র শাস্ত্র-শাস্ত্র অবনত মুখে,—
 অতুল পাণ্ডিত্য তব বুঝিলাম আজ ।—
 'নমাই কহিলা ধীরে,—মিথ্যা, মিথ্যা সব !
 এই বক্র সূচীসূক্ষ্ম তর্কযুক্তিজাল,
 ভাষার এ ইল্লজাল, ভাষ্যের কোশল,
 বিস্তার কৈতবক্রীড়া কুটিলে কপটে ।—
 লাগিছে কিসের কাজে ? ব্যর্থ বুদ্ধ-জ্ঞান
 ছুটিছে কি কোন সার সত্য অন্বেষণে ?
 কর্মশূণ্য ধর্মভাণ,—এদিকে আবার
 কর্ম-অমুষ্ঠানহলে, অন্তঃসারহীন
 ক্রিয়াকাণ্ড !—শোচনীয় ধর্মের দুর্গতি !
 —সব শুষ্ক জ্ঞান হ'তে ! শুধু দস্ত ল'য়ে
 লক্ষ্যহারা বিতণ্ডার অসার চিৎকার,
 পেচকের মত এই গাভীর্য্যের ঘটা
 বিশ্বেরে কি উর্জপানে পারে টানিবারে ?
 কুট মাস্তকের পাকে পড়ে না জড়ায়
 আপনি আপন জালে ?—স্তাবকের মুখে
 দিন ক'র থাকে জাগি' জয়গান তার ;
 অনন্ত তিমির-গর্ভে চির অবসান !
 চেয়ে দেখ একবার ওই উর্জপানে,
 কুঞ্জে কুঞ্জে, কেলে কেলে, লোকলোকান্তরে
 কি শাস্ত সুন্দর সত্য হতেছে রটি ত !

—তার নাম, শুদ্ধা ভক্তি, অহেতুকী প্রেম !
 সোহং—যে দৃপ্ত উক্তি, যে মত্ত খেয়াল,
 ফুটিয়াছে নিঃসঙ্কোচে সেবকের মুখে,—
 তারও মূলে বক্ষ্যা বিজ্ঞা ; মোরা ক্ষুদ্র কীট,
 অমৃত-সাগরে যদি চাহি সন্তুরিতে,
 বিশ্বাসে বাঁধিয়া প্রাণ, নিশ্বাস রুধিয়া
 বিশ্বয়ে বিনয়ে ভয়ে যেতে হবে তবে
 সংসার সীমানা ছাড়ি' অনন্তের দেশে ।—
 নিমায়ের পানে চাহে বিমুগ্ধ কেশব,
 পুত্র যথা অনিমেষে পিতৃমুখ পানে
 বিহ্বল চাহিয়া থাকে, যবে তাঁর মুখে
 উপদেশ-সুধাধারা রহে ক্ষরিত্বারে ।
 গাঢ়স্বরে কহে দিগ্বিজয়ী,—নরোত্তম,
 হেন প্রাণনিষ্ঠকারী অলৌকিক বাণী
 শুনি নাই । কেহ হেন সাহসে বিশ্বাসে
 অভয়-আশায় স্ফীত অমোঘ-আশ্বাস
 সহজ সরল করি' করে নি ঘোষণা ।
 জীবনযাত্রার পথ নিষ্কণ্টক করি'
 জটিল জীবন-স্বপ্নে প্রাহেলিকাময়
 সমস্তা এক্রূপে কহ করে নি পূরণ ।
 শাস্ত্রসিদ্ধ মতি হায়, এতদিন শুধু
 বিফল উপলগুলি করেছি সঞ্চয় !

কহ দেব, দর্পাক্ষের কি হবে উপায় ?—
 নিমাই কহিলা হাসি' স্মৃষ্টি বচনে,—
 বাঞ্ছাকল্পতরু নাথ, অত্যাচারী তিনি,
 জেনেছেন তোমার প্রার্থনা; হইয়াছে
 এ সামান্য সভাতলে আবির্ভাব তাঁর !
 উঠিলা কেশব যবে,—ঝরিছে নয়ন !
 সর্বদা পূজকাতাস—উঠিলা নিমাই,—
 চক্ষে দরদর ধারা, গরগর প্রাণ !

তার পরদিন প্রাতে হইছেন গোর:
 গঙ্গা পার সহাধ্যায়ী রঘুনাথ সনে,
 দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রসঙ্গ লইয়া
 চলেছে দৌহার মাঝে কথোপকথন,
 হেনকালে নিমায়ের কক্ষচ্যুত হ'য়ে
 একথণ্ড হস্তলিপি পড়িল বাহিরে ;
 রঘু তাহা তুলি যত্নে করিলেন পাঠ ;
 কে যেন রঘুর সেই হস্তদীপ্ত মুখে
 অঙ্কন লেপিয়া দিল ! কহিলেন শেষে
 হরাকাজ্ঞ রঘুনাথ সজলনয়নে,—
 ধিক্ এ জীবনে মোর ! বার্থ মনস্কাম !—
 আমিও যে আশ্রয় কয়েছি রচনা,
 তোমার স্নদক্ষ ব্যাধা কত উচ্ছে তার !

গৌরাঙ্গ

অদ্বিতীয় হব আমি—ছিল এই আশা,
 ঘুচিল সে ভ্রম ।—ধীরে কহিলা নিমাই,—
 আমি নাহি চাহি মন ; কেন দাঁড়াইব
 তোনার ঘশের পথে কণ্টকের মত ?
 —এত বলি' থণ্ড থণ্ড করি' অকস্মাৎ
 বহু বহু লিখিত সে বরগ্রন্থ আহা,
 গঙ্গাজলে দিলা অমাইয়া ! রক্তভরে
 জল সোঁচি সোঁচি' তাহা লাগিল ডুবা'তে ;
 সাথে সাথে উচ্চহাস্ত উঠিছে মুখরি' ।
 নিকরীক, নিস্পন্দ রঘু—ভিড়িল তরণী ।
 দুইজনে দুই পথে মোনে গেলা চলি' ।
 জীবনের দুই পথে চলিলা দু'জন !

শেষে পরিণয় অন্তে সাজিয়া সংসারী ;
 নিমাই যে টোলে পূর্বে করিতেন পাঠ,
 সেই টোলে বসিলেন গুরুর গৌরবে !
 আপনার গৃহে তুলি' আনিলেন টোল ;
 সাধ,—সবে জ্ঞানসুধা করিবেন দান !
 জুটিল অনেক ছাত্র ।—অধ্যাপনা-শুণে,
 মিষ্ট শিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ শিষ্যদল ।
 প্রতিদিন প্রাতঃস্নাত বিদ্যার্থীর দল
 নিক্ত তরুচ্ছায়াতলে মুক্ত-তৃণাসনে,

শুভ্রবাসে উত্তরীয়ে সাজিয়া সুন্দর
 বসিত মণ্ডলী করি' গুরুরে ঘি'রয়া ।
 তুষিতা কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়া গোরা
 প্রতিজনে প্রতিদিন । শেষে সবে ল'য়ে
 গাহি বিভূত্বব দিতা পাঠনায় মন ।
 শিশু ছাত্রগণ পাশে কহিতা সাদরে
 কতই কাহিনী কথা পাঠ অবসানে ;
 শুনাইতা কত বার্তা বয়স্ক সকলে
 মধুর গম্ভীরে, কত তথ্য তত্ত্ব নব,
 বহুবিধ আলোচনা পাঠ্যগ্রন্থ ছাড়া ;
 স্থলবুদ্ধি ছাত্রগণে বার বার করি'
 না মানি বিরক্তি-শ্রান্তি দিতেন বুঝিয়ে
 স্নেহে যত্নে স্তোকবাক্যে মিষ্ট ভঙ্গী-ভাবে
 জটিল দুঃসহ যাহা তাহাদের কাছে ।
 ক্রীড়ায় রহিতা সঙ্গী ; বয়স্শ্র আমোদে ;
 রোগে সেবাদাস আর বিশ্রামে গ্রহরী ।
 কমানয়—কিন্তু ছিল অত্যায়ের বশ !
 গুরুমাতা গুরুপত্নী ব্যস্ত অনুরূপ
 শিষ্যদের সেবাকার্য্যে ; আপনার প্রতি
 শত ক্রটি অবতন নাহি ধরে গোরা ;
 ছাত্রদের কিছু হ'লে আর রক্ষা নাই !
 একাধারে পিতা মাতা ভাবিত শিষ্যেরা

তাদের আদর্শ-দেব সেই গুরুদেবে ।
 কি জানি কি আকর্ষণ গুরুগৃহ প্রতি,
 নিজ নিজ গৃহ সবে থাকিত ভুলিয়া !
 এই ভাবে কক্ষোৎসাহে কাটিতেছে দিন,
 গোরা কিন্তু উদাসীন ! তৃপ্ত জ্ঞানহৃৎ,
 ধন সমাগত গৃহে, মান পদানত ;
 শ্রুণয়ের সুবাস বহিতেছে ঘরে !
 চাঞ্চিদ্যে মৌভাগ্যের শুধু আনাগোনা !
 গোরা তবু উদাসীন !—সে যে হাসে খেলে,-
 কলের পুস্তলী যেন ! চলে যে সবেগে
 সঙ্গে সঙ্গে রস-রঙ্গ, নাই তাতে প্রাণ !
 গোরা কেন উদাসীন ? ভূতাপ্রিত সম
 চমক চমকি উঠে কভু অগণিতে ;
 সহসা নয়নে আসে অকারণে নীর,
 বাহুজ্ঞান চলে' যায় সংসার ছাড়িয়া !
 এইরূপে পাঠনার ঘটিছে ব্যাঘাত,
 একদিন অনুভব করিলেন গুরু,—
 কর্তব্যে হতেছি ক্রমে স্থলিত পতিত ;
 অচিরে করিলা ব্যক্ত আত্মমনোভাব
 ক্ষুদ্র শিষ্যবৃন্দ পাশে,—প্রিয়গণ, শেষ
 মোর অধ্যাপনাভার ; আর আমি নহি
 তোমাদের অধ্যাপক ; বিদায়, বিদায় !

করিল বিনয় বহু ছাত্রগণ 'মিলে' ;
গোরার সঙ্কল্প কিন্তু রহিল অটল ।
ভাবিলেন,—ভাবিবার হ'ল অবসর ।

শেষে হল' ভাবিবার আরও অবসর,—
গৃহের সে আকর্ষণ, গৃহলক্ষ্মী যবে
তাজিলেন ইহলোক কাঁদায়ে পতিরে ।
কাটাইল বহুদিন অথর্বের মত
নব-বিপত্নীক । হেথা কালের প্রলেপ
নিঃশব্দে জুড়েতেছিল হৃদয়ের ক্ষত ;
শেষে, শেষ-জ্বালালেশ একান্তে অজ্ঞাতে
অবিচ্ছিন্ন হিম্পর্শে দিল জুড়াইয়া !
শুধু ক্ষতচিহ্ন-ছলে ভালে আঁকি' রেখা
সুখীরে কারল শোক গভীর গম্ভীর ;
নবীনেরে করে' গেল ঈষৎ প্রবীণ ।

একদিন কোন এক বিচার-সভায়,
'তৈলাধার পাত্র, কিম্বা পাত্রাধার তৈল ?'
এই ল'য়ে দুই জন কৃতী নৈয়ামিকে
বেধেছে বিষম দ্বন্দ্ব, বাদ প্রতিবাদ ।
অনুস্মার বিসর্গের বহিতেছে ঝড় ,
উত্তরীয় খসিতেছে, নশ্ত উড়িতেছে,
উর্কর মস্তিষ্ক সনে দীর্ঘ শিখাগুলি

হইতেছে ঘন ঘন বেগে আন্দোলিত !
 বসিয়া মধ্যস্থরূপে নিমাই পণ্ডিত ।
 —মন নাই সেথা, নাই কোথাও সংসারে ;
 ঘুরিছে তা মেঘে মেঘে গগনে পবনে !—
 ভাবিছেন,—সৃষ্টিতত্ত্ব-রহস্যসাগরে
 হুঃ! হুঃ! তল-অন্বেষণ লহরীগণনা
 বিশ্ব মুক্তি শিষ্য হ'য়ে বাছি নিবে কুল ;
 দাঁড়াইবে ভক্তিবলে তাঁর মুক্তিদ্বারে ।
 অনাথ-তারণ সেই পদকোকনদে
 ভুঙ্গ হ'য়ে পড়ে' র'বে ; নীরবে নিভুতে
 শুধু মধুপান ; শুধু তারই স্তবগান
 গাহিবে নিখিল !—শেষে ভাবিতে ভাবিতে,
 স্থির হ'ল আঁখিতারা, বাহুজ্ঞানহারা,
 পড়িলা মুচ্ছিত হ'য়ে সভার মাঝারে ।
 পুনরায় এল সংজ্ঞা জীবৎ যতনে ;
 সলজ্জ আসিলা ফিরি' আপনার গৃহে ।
 শচীমাতা শুনি' সব হইলা চিন্তিত ;
 কঠিন ব্যাধির কোন সূচনা ভাবিয়া,
 সাবধান রহিলেন সন্তানের তরে ।

সে দিনের সেই মুচ্ছা, সেই দিব্যোন্মাদ,
 সে চিন্ময়-ভগ্নয়তা একাও প্রেমের

সে মধু-মদির স্মৃতি, সুধার আশ্বাদ,
 ভুলিলা না আর গোরা ; রহিল জড়ায়
 জীবনের পরতে পরতে !—হেথা কবে
 শেষ-তমোবিন্দু নাশি' হৃদয়-গগনে
 প্রজ্ঞার বিমল জ্যোতি উঠিল জলিয়া !
 হায় শচী, হায় মাতা পুত্র-গরবিণী,
 সেদিন অলক্ষ্যে বসি' ঘুরাইল কাল
 যে ভাবে নিয়তিচক্র, তাহার ছায়ায়
 তোমার স্নেহের শশী হ'ল অন্তমিত ;
 হৃদয়ের ভাগ্য-রবি উদিল নীরবে !

দ্বিতীয় সর্গ

সন্ন্যাসী

প্রজ্ঞা যবে এল প্রাণে, নামগুণগাথা
ধ্বনিতে লাগিল বুকে ; বাহিরিল মুখে
আধ-আধ, বাধ'-বাধ' !—শিশু-ভৃঙ্গ যেন
প্রথম গুঞ্জর-স্তব করিছে আলাপ
মধুর-আশ্বাদ লভি' পেলব জীবনে !
শেষে, তা'ই নিশিদিন হ'ল জপমালা ;
সে নাম স্রবণে আর সে নাম কথনে,
সে নাম শ্রবণে,—গোরা বিভোর, বিহ্বল !
একদিন তান-লয়ে, ছন্দোবদ্ধ হ'য়ে
নিমেষে বিচিত্র বেশে উদ্দিল সে নাম
ভক্তের হৃদয়ধাম তরঙ্গিত করি' !
আপনার ধ্বনি শুনি, মোহিত আপনি,
করিলেন অহুভব ভাবুক প্রবর,—
ভাষারে করিছে সুর গভীর মধুর ;
প্রাণের নিগূঢ় কথা ধ্বনিহারা হ'য়ে
এখন সম্পূর্ণভাবে উঠিতে ফুটিতে
পারিতেছিল না যেন ; মানিলেন গোরা,—

ভক্তি জ্বল হ'য়ে ধরে সুধার আকার,
 দেব-উপহারযোগ্য,—সঙ্গীত পরশে !
 সেই হ'তে কীর্তনের হ'ল সূত্রপাত ;
 যে শুনিল, সে মজিল, শিষ্য হ'ল তাঁর ।
 দিন দিন ভক্তসংখ্যা লাগিল বাড়িতে ;
 মুকুন্দ, মুরারী, শঙ্কু, শ্রীবাস, শ্রীধর,
 দামোদর, হরিদাস, অবৈষ্ণব কত
 অস্ত্র বিজ্ঞ ভক্তদল মিলিল আসিয়া
 সেই হরিনামাঙ্কিত পতাকার নীচে ।
 —মধুর ভাণ্ডার যবে যায় রে খুলিয়া,
 দলে দলে অলি যথা জুটে তার পাশে ;
 কিষা গোপাদের মীন নদী পেল কাছে,
 ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপে যথা গভীর সলিলে ।
 শ্রীবাস-অঙ্গনে ল'য়ে অন্তরঙ্গগণ
 সুমধুর সঙ্কীর্ণনে কত দীর্ঘ নিশি
 অজ্ঞাতে কাটিয়া যেত !—সংক্রামক সম
 হরিনাম ঘরে ঘরে পড়িল ছড়ায়ে !
 কীর্তনে মাতিয়া গোরা করে অহুভব,—
 দেহখানি লঘুপঙ্ক পক্ষীসম যেন
 উধাও উঠিতে চায় ;—যে বিলোল ছন্দে
 চলিতেছে বিশ্বনৃত্য নিত্যকাল ধরি',
 গ্রহ-উপগ্রহদল ফিরে নাচি' নাচি',

তেমনই আত্মহে যেন সমস্ত হৃদয়
 তালে তালে, ছন্দে ছন্দে উঠে রে নাচিয়া
 উৰ্দ্ধমুখী থর থর চরণের সনে !
 —সে অবধি সঙ্কীৰ্ত্তনে নর্তনের নেশা
 করিল প্রবেশ ; শেষে আনিল আবেশ ;
 নর্তনে উঠিল জমি' ভক্তের কীর্তন ।
 পুত্রের এ মাতামাতি, রাত্রি জাগরণ,
 দ্বারে দ্বারে পথে পথে নৃত্য সারাদিন,
 যদিও মাতার নাহি ছিল মনোমত,
 তবু তিনি নামগানে ছিলেন পাগল !
 ষড়্ধ করি' গৃহে ডাকি' কীর্তনের দল
 ভক্তিভরে শুনিতেন হরিশুগগান ;
 ভাবিতেন,—বাছা নোর এনেছে কি নাম !
 'তোমার তনয় নহে সামান্য মানব !'
 —বহুদিন চলে গেছে, ভুলেন নি শচী ।
 সে কথা ভুতের মত কথা কম আসি'

দিবান্বপ্তে, উকি মারে নিশার তন্দ্রায় ;
 শচী তারে বারবার দেন ত খেদায়,
 সে তবু ছাড়ে না পিছু, তার সাথে আসে
 ছায়ারূপী বিশ্বরূপ মুণ্ডিতমস্তকে !
 ল'য়ে দণ্ড কমণ্ডলু, গৈরিক কোপীন ;

ডাকে তাঁরে,—ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও, মা গো !
 শেষে হাসি' নিমায়ের ভিক্ষা চাহে যেন !—
 বালাই ! বালাই !—বলি' জাগেন জননী ;
 কম্পিত সর্কাজ আর স্তম্ভিত হৃদয় !
 ছুটিয়া আসেন মাতা নিমায়ের কাছে ;
 শির চুসি' দেহে কর বুলান আদরে।

নিমাই এ কাণ্ড দেখি' হেসে হয় সারা !
 নিমাই, পণ্ডিত কিস্ত বাহিরে, সমাজে ;
 ঘরে আর মা'র কাছে—পাগল নিমাই ;
 যদিও নাই সে পূর্ব চপল স্বভাব ।
 সে অবধি সন্ন্যাসীতে শচীর বিরাগ !
 মুগ্ধিত মস্তক আর গৈরিক কোপীন,
 চক্ৰশূল তাঁর ! কেশবভারতী নামে
 অবধৌত এক আসি হইল অতিথি
 শচীর ছয়াতে ; সাধু পরম ধার্মিক,
 জানিতেন তাঁরে শচী,—মানিতেন তাঁরে ;
 আগ্রহে সে অতিথিরে গৃহে দিলা স্থান ।
 কেটে গেল দিন কয় ; কেশবভারতী
 বিদায় চাহিলে,—গোরা নির্বন্ধ করিয়া
 রাখে তাঁরে ধরি' ; মাতা জানিলেন শেষে,—
 গভীর নিশিতে পুত্র শয়ন ত্যজিয়া

সারারাত্রি ভোর করে সন্ন্যাসীর সাথে !—
 নিভৃতে কেশবে শচী কহিলা,—সন্ন্যাসী,
 মাতৃ-অভিসম্পাতের রাধ না কি ভয় ?
 বাছারে দিতেছে মন্ত্র, ষড়যন্ত্র করি'
 মায়ী-পাশ হ'তে তারে চাহিছ কাড়িতে !
 হাসি' উত্তরিলা সাধু,—বৃথা গজ মোরে,
 তনয় তোমার নহে সামান্য মানব !
 —অনলে পড়িল যেন ঘুতের আছতি !
 শুনিছেন বহুদিন সেই এক কথা,
 কেহ ভুলিল না তাহা, ছাড়িল না আজও ?
 —জলিয়া উঠিলা শচী, কহিলেন রোষে,—
 তিলমাত্র বাজ নহে, যাও তেথা হ'তে !—
 নিঃশব্দে বিদায় হ'ল সন্ন্যাসী ঠাকুর !
 গৌরা পরে জানিলেন সকল বারতা ।

আর একদিন মাতা লুকায়ে লুকায়ে
 বড়ই আগ্রহে কি সে দীপের শিখায়
 করিছেন ভ্রমসার ; হেনকালে সেখা
 পুত্র আসি' ত্রস্তে তাঁরে ফেলিল ধরিয়া ,
 হেন মর্শ্বেদন দৃষ্টি হানিল মাতারে,
 শচী তাহে অপ্রস্তুত, অপ্রভিত হ'য়ে
 কহিলেন ভয়কণ্ঠে,—কমা কর বাছা,

বিশ্বরূপ-বিরচিত প্রব্রজ্যা-মহিমা
করিয়াছি তোরই ভয়ে অনলে আহুতি !
গোরা উত্তরিলা হাসি,—কমা নাই এর,
মোর লাগি' যদি আজ না কর পায়স !

নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাতা উঠিলেন হাসি !
ভগিনীরে একদিন কহিছেন শচী
আপনার সুখ-দুঃখ ঘর-কন্না কথা ;
নিমায়ের কথা এলে, কহিলেন শচী,—
এত বড় ছেলে, তবু এখনও পাগল ;
জ্ঞান নাই, টান নাই তিলেক সংসারে ;
কি উপায় হবে এর, নাহি পাই ভেবে !—

ভগিনী কহিলা হাসি,—ওগো, সে কি কথা ?
একটি রূপসী বউ আন দেখি ঘরে,
দেখি ত নিমুর থাকে ভণ্ডামী কোথায় ?
অঞ্চলের কেনা হয়ে থাকে কি না, দেখো !
তখন তুমিই দিদি, যুড়িবে ক্রন্দন,—
পুত্র মোর পত্নী ছাড়া কিছু নাহি বুঝে !
সেবারেও পেয়েছিলে তার পরিচয় !
যদিও মামেই মাত্র ছিল সে বিবাহ ;
না পাকিতে দম্পতির মিলন-বন্ধন,

নববধু না হইতে জীবনসঙ্গিনী,
সংসারীর শ্রেষ্ঠ সুখ উন্মেষের মুখে
কোমল বয়সে আহা, বাছা বিপদ্বীক !

শচীর মনের মত হ'ল যুক্তি এই ;
বধু আনা হ'ল স্থির !—দেখিতেন শচী,
গঙ্গান্নানে আসে এক সুন্দরী কিশোরী,
ভক্তিভরে করে তাঁরে প্রত্যহ প্রণাম ।
যেমন উজ্জল তার রূপের মাধুরী,
তেমনই ব্রীড়ায় নম্র মধুর স্বভাব ;
মোহিত হইলা শচী কত্বারে দেখিয়া ;
বধু করিবারে তারে উপজিল সাধ ।
ভাবিলেন,—নারীরূপে মুগ্ধা যদি নারী,
এ রূপের ক্রীতদাস হবে না পুরুষ ?
গৃহধর্ম্মে মতি হবে বাছার এবার !
মোহের মোহন বেড়ী নির্ম্মাইলা শচী
কল্পনায়,—গড়াইলা মায়ায় পিঞ্জর
ধরিতে নিমাই-পাখী সংসার-সীমায় !

বিষ্ণুপ্রিয়া নামে কত্বা,—পিতা সনাতন ;—
ঘটকের মুখে শচী পাইয়া বারতা
হরষিত,—নিমায়েরই ষোগ্য এই বটে !
সে অবধি গঙ্গান্নান নাহি যেত বাদ ;

দেখিতেন,—প্রতিদিন অথগু নিয়মে
 বিষ্ণুপ্রিয়া আসে ঘাটে ; দূর হ'তে তাঁরে
 গলবন্ধে প্রণমিয়া যায় ফিরে ঘরে !
 বুঝিতে নারেন শচী,—এ অপরিচিতা
 কোন্ মোন-ব্যাকুলতা লয়ে প্রতিদিন
 করে তাঁরে সন্তুষ্ট !—নাহি জান, মাতা,
 তোমার পুত্রের পদে সঁপেছে সে প্রাণ ;
 শঙ্করের পাদপদ্মে পার্শ্বতী যেমন
 সঁপেছিল মন ; গুণমুগ্ধা বিষ্ণুপ্রিয়া !
 মনে মনে নিমাইকে বরিয়াছে পতি ।
 কুমারীহৃদয়ে যত্নে লুকায়ে সে প্রেম
 বাড়াইছে আশাবারি সিক্তি' তার মূলে ;
 নিমাই-দেবতা গড়ি হৃদয়-মন্দিরে
 কল্পনায় তাঁর গলে দোলায় মালিকা ;
 খেলা করে আনমনে সে দেবতা সনে ;
 উদ্দেশে তাঁহারে গেয়ে শুনায় সে গান
 তিনি যা বাসেন ভাল—নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন ।

সনাতন গৌরভক্ত, শুনিলেন যবে
 নিমাই হবেন তাঁর নিকট-আত্মীয়,
 হ'ল না প্রতীতি চিন্তে স্বপ্নসম ভাবি' ;
 বিষ্ণুপ্রিয়া পেল হাতে আকাশের চাঁদ !

দুই পক্ষে কথা শেষে হ'ল পাকাপাকি ,
 দিন-ক্ষণ স্থির হ'ল পাঁজী-পুঁথি খুলি' ।
 এদিকে বিবাহ যার, সে-ই নাহি জানে !
 বহু যত্ন করি' মাতা ভাবী সমারোহ
 রেখেছেন সঙ্গোপন পুত্রের নিকটে—
 পুন পরিণয়ে যদি না দেয় সে ধরা !
 সব ঠিক করি' তবে একদিন শচী
 পাড়িলা পুত্রের কাছে নানা কথাছলে
 বিবাহ-প্রস্তাব ;—পাত্রী আর দিন স্থির,
 জানাইলা তারে । গৌরা উঠিলা চমকি ;
 উচ্চারিলা আন মনে,—আবার বিবাহ ?—
 মাতারে, না আপনারে করিলা জিজ্ঞাসা ?
 সুগভীরে কহিলেন,—বৃথা আয়োজন ;
 পরিণয়ে ইচ্ছা নাই, জানাই তোমায় !
 হার মানিলা না মাতা ; সে হ'তে নিয়ত,
 অব্যর্থ কৌশলবলে লাগিলা ছাড়িতে
 নারীজনোচিত সিদ্ধ তত্ত্ব-মন্ত্রগুলি
 বিজ্রোহী তনয়' পরে ।—জিনিলেন মাতা !
 একদা সম্মতি পেয়ে, আনন্দ-স্বাবেগে
 সেই দণ্ডে রটাইলা শুভ-সমাচার ।
 যথাকালে মন্তবন্দী তনয়ের কর
 একটা কুসুম-করে দিলেন সঁপিয়া !

কলিল মাতার সাধ,—হু'দিন না যেতে,
গোরা ধরা দিল ছুটি ভুজবল্লী-পাশে,
হুজ্জম সৈনিক যেন শেষ তক যুঝি'
করিল সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ!
দিনরাত মধুমুখ হ'ল শুধু ধ্যান।

সুধাপাত্র ভরি' ভরি' প্রত্যহ কিশোরী
কিশোরে যোগায়!—আহা, সে সরলা বাল্য
জানে শুধু ভালবাসা, এনেছে সে বহি'
পিতৃগৃহ হ'তে সেই একটা সম্বল!
যে দেবতা ছিলা তার কল্পনা নন্দনে,
যদি তিনি মুখ তুলে' চেয়েছেন আজ,
একান্ত শরণাগত চরণে তাহার,
সে কেন না দৃঢ় পাশে বাঁধিবে তাঁহারে?
আশার আতীত ভাগ্য আয়ত্তে পাইয়া
চরিতার্থ কৃতার্থ যে মরমে মরমে,
সে কি পারে স্বেচ্ছায় তা ঠেলিতে চরণে?
তার এবে এই ধ্যান, এই শুধু ভ্রাস,—
এ স্বপ্ন যদি রে টুটে, দেবতা পলায়!

গৃহলক্ষ্মী বিকুপ্রিয়া;—তাহার যতনে
অপূর্ব শৃঙ্খলা শোভা আসিয়াছে ঘরে।
ঋজুগত প্রাণ বধু,—সহায় তাঁহার

শত কাজে সেবাময়ী ছুহিতার মত ।
 হরিভক্ত বিষ্ণুপ্রিয়া ;—তুলিলে কীৰ্ত্তন
 ভাবে গদগদ হিয়া, পুলকিত তনু !
 আনন্দের সীমা নাই শচীর অন্তরে,
 পুত্র হ'তে পুত্রবধু যেন প্রিয় তাঁর !
 হর্ষবিগলিতা শচী, কভু টানি' আনি'
 কুণ্ঠিত পুত্রের বামে লজ্জিতা বধুরে,
 বসাইয়া পাশাপাশি—দূরে সরি' গিয়া,
 সকোতুকে হেরিতেন দৌহে অনিমেঘে ;
 ছুটি' আসি' ভাবাবেগে করিতেন দৌহে
 মোহাগে চুষন ! কভু সাজায়ে হু'জনে
 প্রতিবেশীগণে ডাকি' উৎসাহে উল্লাসে
 দেখাইতা মগোরবে যুগল স্মৃতি !

স্নেহে কাটিতেছে দিন, হেনকালে এক
 ঘটিল ঘটনা, যাহে মাতার ভরসা,
 প্রিয়ার অতৃপ্ত আশা হ'য়ে এস ক্ষীণ ;
 প্রেমের নিগড়, বন্দী জানিল শিথিল ;
 পিঞ্জরের লৌহদ্বার নিঃশব্দে খুলিয়া
 পোষাপাখী নেহারিল আকাশ অসীম !
 —আপনি জননী তার করিলা উপায় !
 একদা নিম্নে ডাকি' কহিলেন মাতা,—

ষথাকালে গয়াধামে পিতৃপিণ্ডদান,
 পুত্রের কর্তব্য কাজ ; আছে আজও বাকী
 তোমার সে পিতৃকৃত্য ; এইবেলা গিরে
 পিতৃধ্বজ কিয়দংশ করে' এস শোধ !
 মাতৃআজ্ঞা শিরে ধরি, পিতৃকৃত্য স্মরি'
 করিলেন গয়াযাত্রা গোরা শুভক্ষণে ;
 যাত্রাকালে বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে
 নিভূতে প্রাণেশে ডাকি' ছল ছল চোখে
 কহিল,—আসিও ত্বর ; রহিল পরাণ
 জানিও, তোমারই ধ্যানে ! কহিলা হাসিয়া
 রসিকসাগর গোরা,—পড়ি যদি সেথা
 নবপ্রেমপাশে ? রজপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া
 করিলা উত্তর,—ভাবিও না তাতে আমি
 আছাড়ি' পড়িব ভূমে, হা হতোহস্মি' করি'
 মুছ' যাব ক্ষণে ক্ষণে !—কে চাহে তোমায় ?—
 ছলভরে কহে গোরা,—তবে হোক তাই !
 —বলি' উঠিল, চমকি' ! গেল ব্যঙ্গভাব ;
 কাঁপিতে লাগিল বক্ষ অকারণ ত্রাসে !
 বিষ্ণুপ্রিয়া সেইক্ষণে মর্মে মর্মে-দহি'
 অসংযত রসনারে করিল দংশন ।
 বিদায় !—বলিতে, গোরা উঠিলা কাঁদিয়া !
 বিষ্ণুপ্রিয়া মুছিলেন নয়ন ষথন,

সবেগে লাগিল গিয়া কঙ্কণ কপালে!
—এইরূপে দম্পতির হ'ল ছাড়াছাড়ি।

অবশেষে ষষ্ঠাকালে সঙ্গীগণ সনে
গতি-তীর্থ গয়াধামে উতরিল গোরা।
কি যেন অভূতপূর্ব হরষের রসে
উগমগ প্রাণ! এ কি দৃশ্য-দর্শ-সুখ?
—গয়ার প্রকৃতি নহে নদীয়ার মত
তেমন কোমলকান্ত; বহে ফল্লধারা,
জাহ্নবীর মত সে কি আনন্দবাহিনী?
এমন ফলিত ক্ষেত্র, মালঞ্চ পুষ্পিত,
মহুণ তৃণের মাঠ, হেন পদ্মদীঘি;
লবঙ্গ ও মাধবীর লীলায়িত ছটা,
পিয়াল-তমাল-তালে শ্রামল সুসমা,
কামরাঙা-পেয়ারার সুরভি-সস্তার,
গয়া কোথা পাবে?—তবু প্রফুল্ল নিমাই!

গদাধর দরশনে চলিলেন সবে।
তখনই মন্দিরদ্বায় খুলেছে কেবল,
পাদপদ্ম দেখা দিল সবার সন্মুখে;
পাদপদ্ম দেখা দিল নিমায়ের কাছে!
নির্বাক নিষ্পন্দ গোরা; অনিমেষ-অঁথি
নিশ্চল, নিমগ্ন আছে পাদপদ্ম মাঝে!

বহুক্ষণ কেটে গেল এমনই নীরবে ।
 ভাবিছে গয়ালী,—প্রত্যহ দর্শক কত
 আসিছে ষাইছে, হেন সৃষ্টিছাড়া লোক
 দেখি নি ত কভু!—দেরি দেখি’, রুদ্ধস্বরে
 কহিল সে,—মন্ত্র পড়’ আচমন সারি’,
 আরও বহু বজমান রয়েছে আমার ।
 পটের মূর্তিরে সে কি চাহিল জাগা’তে ?
 —বাহুজ্ঞানহারা গোরা, নিষ্পন্দ নীরব,
 ধ্যামগ্ন ভাবিছেন,—এই পাদপদ্ম
 রহিয়াছে সর্বকাল চরাচর ব্যাপি’,
 যুগে যুগে কত ভক্তে করিছে আহ্বান ।

এই সেই পাদপদ্ম!—পিতার যা গতি,
 পুত্রের যা গতি,—গতি যাহা নিখিলের ।
 এই পাদপদ্ম মোর হৃদিপদ্ম মাঝে
 ধরা দিতে-দিতে গিয়ে, গেছে শেষে সরি’ ।
 মৃত আমি, রতনের করি নি যতন !
 তুই মোরে, রে সংসার, ছাইভস্ম দিরা
 এই পাদপদ্ম হ’তে রেখেছিস্ দূরে ,
 তুই মোরে, রে মায়াবী, প্রলোভন পাতি’
 ধরেছিস্, মায়া-ফাঁদে ; করেছিস্ বশ ;
 অবশেষে নিতেছিস্ অন্ধকূপে টানি’ !

ভেবেছি, এমনই দ্বিধাহীন মনে
 তোর সুধা-বিষে পৃক্ত রিক্ত আশীর্বাদ
 নিব মানি' শির পাতি' সারাটি জীবন ?—
 হে যুগ্ময়ী, তুমি যে মা, নিখিল-জননী ;
 তুমি ত বুঝিতে তব সন্তানের মন !
 কত দিন তোমার ও শোভার সাগরে
 মজিয়াছি, সে কি ছার কুহকের খেলা ?
 কত বার, মায়ায়ী, ওই মুখ পানে
 চেয়ে চেয়ে ভাবিয়াছি, তব শ্রাম-ছবি
 স্বপ্ন-তুলিকায় অঁকা !—হেরিতাম কভু
 ছায়া-ছায়া মায়াপট যেতেছে মুছিয়া
 সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতম মসীবিন্দুরূপে
 পুঞ্জীভূত শূণ্য-ধূমে—ধূধু বাষ্পস্তরে !
 মনে নাই, সকাতরে বলিয়াছি ডাকি,—
 মুক্তি দাও, জননী গো, মুক্তি দাও মোরে ;
 রাখিও না মিথ্যা দিয়া ধাঁধিয়া বাধিয়া !
 তুনি, আলিঙ্গন আরও করিতে সুদৃঢ় !
 আজ পুন সেই ব্যথা উঠেছে জাগিয়া !
 মুক্তি দাও জননী গো, মুক্তি দাও মোরে !
 এবার আমরা আর পার না রাখিতে !
 —ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে নিভে গেল ধরা,
 পড়িলা মুচ্ছিত হ'য়ে পাদপদ্ম' পরে ।

চীৎকারি' উঠিল, সবে ; ধরাধরি করি'
 বাহিরে আনিয়া দেখে,—রক্তাক্ত ললাট !
 সংজ্ঞা আসিতেছে ফিরে ধীরে, অতি ধীরে ।
 চেতন পাইয়া গোরা দাঁড়াল অমনি ;
 মুখে ঘন 'হরিবোল',—লাগিল নাচিতে !
 আহত ললাট ! কিন্তু নাহি তাহা জ্ঞান ;
 শোণিতের সনে মিশি' অশ্রুর লহরী
 তিতি অঙ্গ বর বর লাগিল ঝরিতে !—

ফিরে এল সঙ্গীগণ গয়াধাম হ'তে
 বিকল গোরারে লয়ে নদীয়ায় যবে,
 বিস্ময়প্রিয়া শিহরিল। !—জাগিল স্বপ্নে
 পূর্ব কথা,—যাত্রাকালে অশুভ ঘটনা !
 শচীমার প্রাণ ত্রাসে উড়িল নিঃশেষে !
 করাইলা স্বস্ত্যয়ন, পুত্রের লাগিয়া ;
 প্রকৃতিস্থ হ'ল গোরা মাতার যতনে,
 প্রেমসীর শুশ্রূষায়, বন্ধুর সেবায় ।
 পূর্ব ভাব কিন্তু আর আসিল না ফিরে ।
 শত ছলে সূকৌশলে জানান সবারে,—
 যেমন ছিলাম আমি, রয়েছি তেমনি !
 —জননী বুঝিয়া তাহা, ফেলেন নিশ্বাস,
 প্রিয়া তাহা বুঝি,' মুছে নিভুতে নয়ন,

বন্ধুবর্গ জানি' দেয় অদৃষ্টের দোষ ।—
 অশ্রু প্রতিদিন যত্নে শিখান বধুরে
 সরমের মাথা খেয়ে প্রেমের 'মোহিনী' !
 ছলাকলা নাহি জানে সে সরলা বালা,
 বাহা শিখে, সেই দণ্ডে সব ভুলে' যায় ;
 অসজ্জিতা হয়ে যায় পতিসন্তাষণে,
 কিন্তু সে জিগীষাহীন স্বভাব-সঞ্জাত
 অবদ্বন্দ্ব, ত শান্ত কান্ত রূপরাশি,
 —গোরা ডরে তারে ! কি মিষ্ট উস্তাপ তার ;
 কি মদিরা সেই স্বচ্ছ বিশাল লোচনে,
 সে আননে বাধ' বাধ' সলজ্জ বাণীতে !
 সে কি ঠেলিবার কিছু ? পড়িয়া বন্ধনে
 ছট্‌ফট্‌ করে গোরা বিহগের মত,
 ছুটিতে শক্তি নাই, ছাড়াইতে সাধ !

অবশেষে একদিন,—ঝড় ঝড় আসে
 পলকে, কপকে লাগি, কিন্তু করে' যায়
 সেই দণ্ডে বিপর্যাস্ত শান্ত ধরণীরে !
 —তেমনি গোরা'র প্রাণে ঘনায় ঘনায়
 চিন্তার জমাট-মেঘ,—ভাঙ্গিয়া গুঁমট
 তুলিল ঝটিকা এক ; ফেলিল উলটি'
 একঘেষে জীবনের নিয়ন্ত্রিত ধারা,

‘স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা কুসুমিত পথে !
 মৃদুল মন্থর স্রোত বীধ অতিক্রমি’
 সহসা পাইল যেন নদীর মোহানা !
 হেন মানসিক ঝঙ্কা ঘটায় বিপ্লব
 কচিং কাহারো প্রাণে কোন শুভক্ষণে ;
 নহে তাহা সকলের, সকল কালের ;
 নিনেবের ক্ষুণ্ণি ; কিন্তু করে সে সূচিত
 সে প্রাণের, সে যুগের মহা পরিণাম !

কৃষ্ণাচতুর্দশী নিশি উদিল সেদিন
 নবদ্বীপে ; উদিল সে শচীর ভবনে !
 নিশি দ্বিপ্রহর যবে, হৃদয়ের মাঝে
 উঠিল সে ঝঙ্কা,—গোরা জাগিলা চমকি’ !
 ভ্রমিতে লাগিলা কক্ষ চঞ্চল চরণে ;
 দেখা যায় নৈশাকাশ বাতায়ন দিয়া ;
 উঠিতেছে ঝিল্লীধ্বনি নিস্তরু তিমিরে ;
 শূন্তে যেন কারে চাহি’ কহিলা সহসা
 মৃদুস্বরে, আনমনে,—এই ত সময় !
 নিদ্রা যায় নবদ্বীপ, যুমায় ভবন,
 নিদ্রামগ্ন শচীদেবী, স্তম্ভ বিষ্ণুপ্রিয়া ;
 এই ত সময় !—যেন শুনিলা স্বপনে,
 কে কহিল অন্তরীক্ষে,—এই ত সময় !—

চকিতে আসিলা ফিরি' পালঙ্কের পাশে ।
 সে পর্য্যাক্ষ, সে প্রকোষ্ঠ, হেরিলা কাতরে,—
 আমোদিত উচ্ছ্বসিত স্মৃতির সৌরভে !
 ঘুম যায় বিষ্ণুপ্রিয়া, স্নান দীপালোকে
 ঘুমন্ত মুখের মরি, হয়েছে কি শোভা !
 মুক্তাসম দন্তপাঁতি দেখাবার ছলে
 ঈষৎ রয়েছে ভিন্ন স্থিত ওষ্ঠাধর ;
 চুষনের স্মৃতি বুকি হাসে সেথা বসি, !
 কাঁপিছে কোমল বক্ষ নিশ্বাসের তালে ;
 চঞ্চল কুন্তলরাশি পড়েছে এলায়ে
 সুন্দর মুখের পরে, শিথানে, বাহুতে !

বহুক্ষণ অনিমেবে আবেগে চাহিয়া
 কহিলেন,—এত রূপ, এত গুণ আহা !
 —হায় পতিপ্রাণা, হায় প্রেমসী আমার !—
 হায় হায়, মা আমার, পুত্রপাগলিনী ;
 হা আমার জন্মভূমি, বন্ধু ভক্তগণ !
 এমন কি হয় আর ? কে পোয়ছে এত,
 এমন নির্মল সুখ, শান্তি অনাবিল ?

পরদিন সূর্য্যোদয় সনে কেহ মোর,
 কিছু মোর রহিবে না,—যাব না, যাব না !

কুমতি কহিল কর্ণে,—বেও না, বেও না,
 সন্মুখে অঁধার বিশ্ব, দেখিছ না চাহি’
 অনন্ত অপরিচিত ! কি হবে ঝাঁপিয়া
 একাকী অকূল মাঝে অনিশ্চিত আশে ?
 কে সুধাবে ডাকি’ কাল সূর্য্যোদয় সঙ্গে
 পথের কাঙ্কালে ? চলে’ যায় কে এমন
 যৌবনে অতৃপ্ত রাখি’ ভোগের পিপাসা ?—
 —গস্ত্রীয় অথরতল ভিন্ন করি’ যেন
 হাহা হাহা অটুহাসি উঠিল অমনি !
 গ্রহ হ’তে গ্রহান্তরে পলে পলে তাহা
 লাগিল ঘুরিতে ; নক্ষত্রে নক্ষত্রে তা’ই
 লাগিল কাঁপিতে ; নিশীথ-পবনে ধ্বনি
 লাগিল ভ্রমিতে ! গোর। শুধু শুনিলেন,
 সমস্ত নদীরা যবে রহিল বধির !

শিহরি’ চাতিয়া উর্দ্ধে ছাড়িলা নিশ্বাস !
 কহিলেন, আর কেন ? বিদায় বিদায়,
 হে সংসার ! অনাধিনী, হায় মাতা শচী,
 বিদায়, বিদায় ! অনাধিনী বিকুপ্রিয়া,
 সুখের ভবন, প্রাণপ্রিয় বন্ধুগণ,
 প্রিয়তম নবদ্বীপ, বিদায়, বিদায় !
 তবে এস, হে নির্দম বৈরাগ্য স্কন্দর,

এস, এস, নবভাগ্য, বিশাল ভীষণ !
 এস, এস, হে তাপিত অনন্ত-জগত !
 —আর সরিল না কথা, নিঃশব্দ চরণে
 করিলা সুদীর্ঘযাত্রা ! দ্বারপ্রান্তে গিয়া,
 শেষবার নেহারিলা সে সুষুপ্ত মুখ ;
 একটা চুখন উঠি' নিমেষের মাঝে
 মিলাইল চির তরে অব্যক্ত অধরে !—
 উদ্দেশে মায়ের পদে করি' প্রণিপাত
 বাহিরিলা পথে !

দেখিলেন,—মহাকাশে
 গভীর নিশায় তলে, নিবিড় তিমিরে
 শুভ ষড়যন্ত্র কা'র রহিয়াছে ঢাকা
 তাঁর নিষ্ক্রমণ তরে ! ঘোরা তমস্বিনী
 আবরি' সংসার-ছবি, মোহিনী ধরার
 ভূলায়ে সমস্ত সত্তা, প্রতীক্ষিছে যেন
 সেই উর্দ্ধে-পলায়ন, উদগ্র প্রয়াণ !
 হৃদয়ে নক্ষত্রসারি নিবিছে দীপিছে ;
 বিধাতার হস্তসম করিছে জঁজিত
 অলগ অনঘ লক্ষ্যে, প্রস্থানের পথে !—
 কল্পিত স্তম্ভিত হিয়া, চলিলা ছুটিয়া
 বন্দী যথা কারা ভাজি' ধায় উর্দ্ধমাসে !

পথে যেতে, শুনিলেন, কে যেন সহসা
ডাকিল পশ্চাতে ;—কোথা যাও, কোথা যাও !
কুটিল করুণতর মিনতি কাহার,
কিরে এস, কিরে এস, নিশ্চয় পাষণ !
—ভীত চমকিত হিরা,—না চাহি’ পশ্চাতে
আপন গন্তব্যমুখে চলিলা ছুটিয়া ।

নীরবে হইলা পার জাহ্নবী বধন,
উঠিতেছে ক্ষীণচন্দ্র ; শীর্ণ জ্যোৎস্নালোকে
পারে দাঁড়াইয়া, শেষবার পরপারে
নদীয়ার স্তব্ধ-শোভা দেখিলেন চাহি ;
ছায়া-ছায়া দেখাইছে অশুভ-নবদ্বীপ,
নিভিতেছে দীপগুলি ভবনে ভবনে ;
উহারই একটা গৃহে, ভাবিলেন গোরা,—
চিরতরে নিভে গেল তৈলভরা দীপ !
—পড়িল নিশ্বাস ধীরে ; কিন্তু প্রায় কিরে’
ছুটিলেন কেশবের আশ্রম-উদ্দেশ ।

হেথা শচী দেখিছেন স্বপ্ন ঘুমঘোরে,—
যেন দূর,—অতি দূর—দৃষ্টি নাহি চলে—
আলোক-পরিধি বাহি’ নামি’ যেন এক
আলোর মানুষ তাঁরই অঙ্গনে চকিতে,

পশিল চোরের মত নিমায়ের ঘরে ;
 নিমাই ঘুমায়েছিল, জাগায়ে তাহারে
 আকাশে অঙ্গুলি তুলি' করিল ইঙ্গিত !
 উঠিল নিমাই ;—শচী ধরিলেন তারে
 মাতৃবন্ধ যত বল ধরে, সেই বলে ;
 মাতৃবাহু যত ধরে আকর্ষণ, সেই
 আকর্ষণ দিয়া ! কিন্তু, যেন সে মায়াবী
 স্নেহ-গর্ভ, মায়া-পাশ চূর্ণ, ছিন্ন করি
 নিমায়ের তুলিয়া কোলে উঠিল আকাশে !
 —এইখানে স্বপ্নসনে ভেঙ্গে গেল ঘুম ।
 কাঁপিতে লাগিল মাতা ; আলুথালু বেশে
 ছুটিলেন তনয়ের শয়নমন্দিরে,
 বৎসহারা গাভী যথা ধায় উভরড়ে
 কাতর দিনাদ তুলি' শাবক-সন্ধান !

—বিষ্ণুপ্রিয়া সেই শব্দে উঠিলেন জাগি' ;
 কোথা নাথ ! কোথা নাথ !—বলি' অনাধিনী,
 নথিন্দর-শোকে ছন্ন বেহুলার মত
 পড়িলা মুচ্ছিত হয়ে পালঙ্কের পরে ।
 চীৎকারি' উঠিলা মাতা,—নিমাই ! নিমাই !
 —সে করুণ আর্তনাদ করুণার বুকে
 নিরঙ্কুস আঁধার চিরি' বাজিল বৃথায় !

নিমাই ! নিমাই !—সেই আত্মান আবার !
 —খুঁজিতে লাগিলা মাতা আকুল আগ্রহে
 একই স্থান শতবার করি' ; নাহি শ্রম,
 নাহি ঘুচে ভ্রম । প্রতি কোণ, অন্তরাল
 খুঁজিলেন আঁতি-পাঁতি ; নাই, কেহ নাই !
 উঠান, উত্তান, মাঠ আসিলেন খুঁজি'
 অন্ধকার হাতাড়িয়া, উন্মত্তার মত ;
 নাই, কেহ নাই ! কোথা যেন কিছু নাই !
 আঁধার দেখিলা ধরা,—পড়িলা মূচ্ছিয়া ।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিছেন বিভীষিকা হেথা—
 শ্মশানে আছেন যেন বিকলাঙ্গ, পড়ি,
 উদাস-চৈতন্য তাঁরে ছাড়েনি তখনও,
 মায়াক্রপী একজন—পতি-প্রতিচ্ছায়া,
 না সে প্রেতচ্ছায়া,—গুহ্র স্বপ্ন আবরণে
 সর্বাক আবৃত ! ভূমি ধনিছে, দেখিলা,
 মৌনে চিতা সজ্জা লাগি । নিমেষের মাঝে
 সজ্জিত হইল চিতা ; জ্বলিল অনল !
 তাঁর মৃতবৎ দেহ বহি' অশরীরী
 পশিল অনল মাঝে ! অগ্নিকুণ্ডে রহি'
 দেখিছেন বিষ্ণুপ্রিয়া, যেন কামরূপী
 উঠে এল অগ্নি হ'তে অক্ষত শরীরে

ধরিয়া উজ্জল কান্তি—দিব্যকলেবর
 উঠিতে লাগিল মূর্তি ধূ ধূ শূণ্য মাঝে,
 নিঃশেষে মিলায়ে গেল জ্যোতিবিন্দু-হেন !—
 এইখানে মুচ্ছাভঙ্গে ছুটে গেল ঘোর ।
 —সর্ব্বাঙ্গে অনলজ্বালা, চীৎকারিলা বালা,—
 কোথা গেলে, কোথা গেলে, তুমি প্রাণনাথ !—
 বাহিরে ডাকিছে কাক, জাগিতেছে আলো ;
 ভক্তগণ বেড়ি' ছুটি শোকের প্রতিমা
 বসিয়া রহিল চিত্তপুত্তলীর প্রায়;
 তিন দিন অন্ন কেহ লইল না মুখে ;
 হায়-হায়-হাহাকারে পুরিল নদীয়া ;
 এদিকে কেশবে ডাকি' কহিছেন গোরা,—
 বৈরাগ্যে দীক্ষিত, গুরু, কর আজি মোরে !

বিন্মিত কেশব কহে, ক্ষেপেছ নিমাই ?
 ঘরে স্নেহময়ী মাতা, প্রেমময়ী জায়া,
 গিয়াছ কি ভুলে' সব ? ক্ষেপেছ, নিমাই !
 এখনও রয়েছে নিশি ; ছঃস্বপন বলি'
 আজিকার কথা দৌহে রাখিব স্মরণ ;
 কেহ জানিবে না কিছু, হে বিশ্বাসঘাতী,
 ফিরে যাও অনাহত পুরাতন প্রেমে ;
 প্রত্যাখ্যা তোমাতে নাহি সাজে, হে যুবক !

কি লাগি করিবে মোরে প্রত্যাশাভাগী ?
 উত্তরিল গৌরচন্দ্র, দৃঢ় কণ্ঠস্বর !—
 ভাবিও না, শুক, মোরে ক্ষুদ্র ভেকধারী ;
 আত্মসঙ্কোচনকারী কমঠপ্রকৃতি !
 —এসেছি সাধিতে কুচ্ছ ভুচ্ছযুক্তিতরে,
 স্নেহের করিয়া দীন, প্রেমে বিমলিন !
 অনন্ত আমার লোভ, বিরাট হ্রাশা ।

আমি কি জানি না সেই নিরপরাধিনী
 প্রাণাধিকা সরলারে ; আর পুত্রপ্রাণা
 সে দেবীরে ?—যে ছেড়েছে এত, তারে মিছে
 বৈরাগ্যের বিভীষিকা দেখাও ঠাকুর !
 জান না ত, কে আমারে করেছে বাহির ;
 নিখিলবাহিত ধন, সে যে অতুলন,
 নিরঞ্জন পাদপদ্ম ! তা'ই ভিক্ষা মাগি'
 পথে পথে বেড়াইব কান্দালের মত ।
 —বলিতে বলিতে কথা আসিল আবেশ ;
 নেত্রের দর দর ধারা, ধর থর তরু !—
 লজ্জানত হ'য়ে কহে ভারতী তখন
 নিরন্ত পরাস্ত হ'য়ে,— শিষ্য, শুক তুমি ।
 মোরে মোহ-পঙ্ক হ'তে করিলে উদ্ধার ;
 দীক্ষা-ভিক্ষা মোর কাছে,—ছলনা তোমার !

তার পরে ধীরে ধীরে মুণ্ডিতমস্তকে,
 গৈরিক কোপীন পরি', অঙ্গে ভস্ম লেপি',
 উপবীত সনে ত্যজি' ব্রহ্মণ্য-বড়াই
 দাঁড়াইলা গোরচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র যেন !
 কমনীয় নমনীয় কান্ত তনুঝটি
 অপার্থিব মহিমায় উঠেছে জ্বলিয়া !

তৃতীয় সর্গ

সাধক

টলমল নবদ্বীপ ভাবের হিল্লোলে ;
শান্তিপুত্র ডুবু-ডুবু প্রেমের প্লাবনে ;
ডেকেছে হৃদয়-বন্তা, উঠেছে জোয়ার ;
ভঞ্জন-অমিয় মাঝে আকর্ষণগন ;
সরস মধুর রসে হিয়া স্তরপূর !
বাজে খোল করতাল মন্দিরা মাদল ;
উড়িতেছে নামাবলী কাতারে কাতারে ;
পথে পথে সঙ্কীর্ণন, নর্তনের ধুম ;
নাম-সুখা পিয়ে পিয়ে মাতাল সবাই ;
মুকুলিত মুখরিত শত শত প্রাণ !
—কে আনিল সুপ্ত বঙ্গে এ মত্ত উচ্ছ্বাস ?
নদে'-বাসী উত্তরড়ে কোথা ছুটে' যায় ?
ফিরে কি আসিল আজ নদীয়ার প্রাণ,
জাগিয়া উঠেছে তাই মৃত নবদ্বীপ ?
যায় যত গোরবাসী গোরসস্তাষণে ;
হলুহল পড়ে' গেছে পাড়ায় পাড়ায় ;
গোরা এসেছে গো ফিরে !—সকলের মুখে
এই কথা , আলোড়িত হৃদয় সবার ;

কি ধন এনেছে—যেন কি অমূল্য নিধি,
 তারই গোভে ছুটিছে বা কাজালীর দল !
 কেহ চাঁদমুখখানি সজল নয়নে
 হেরিতেছে, রাহুগ্রস্থ ; শ্রী-অঙ্গের পানে
 তাৎপাতে পারে না কেহ, ভস্মমাখা দেখি' !
 শোকাবুল ভক্তকুল ; হাসিছেন গোরা ।
 যে দিন লইলা দীক্ষা ভারতীর কাছে,
 সেই দিন গুরুপদে লইয়া বিদায়
 চলিলেন দ্রুতপদে নবীন সন্ন্যাসী ;
 অন্তর মাঝারে বাহি' নিঃশব্দ প্রার্থনা,—
 কোথা তুমি, কোথা তুমি, হে সত্য সুন্দর,
 দেখা দাও, আকর্ষিয়া অয়তন্যসম,
 উছলি উজলি মোর এ লৌহ-হৃদয় ।
 তব প্রতীক্ষায় দীন আ'ছ বহুদিন ,
 আজি উদাসীন হ'য়ে হয়েছে বাহির !
 ওহে অতীন্দ্রিয়, চাই ভূঞ্জিতে তোমারে
 সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া, পাইতে তোমারে
 পতিত-উদ্ধার-ব্রতে ! এস, নেমে এস
 স্বর্গের সীমানা লঙ্ঘি', হও প্রতিভাত
 মর্ত্যের প্রমাদ-পঙ্কে কমলের মত !

ছাড়ি' লোকালয়-চিহ্ন পশিলা ক্রমশ

গ্রামের নিস্তরু প্রান্তে ;—হেরিলা অদূরে
 কলস্বনা ভাগীরথী যাইছে বহিয়া ;
 সুরভিত সুরশোভিত বিজন পুলিনে
 সারিবদ্ধ নানাজাতি বিটবীর মেলা ;
 সেই তটতরুরাজি দীর্ঘ শাখা নাড়ি'
 ডাকিতেছে যেন নব নর-অভ্যাগতে !
 বুরু বুরু বহিতেছে দক্ষিণা বাতাস ;
 গাহিছে একটি পিক বসন্তের গান ;
 বহু শশ নৃত্য করি' ফিরিছে কোতুকে ;
 চলেছে সঞ্চয় তরে গডালিকাশ্রেণী ;
 মৌমাছি বাঁধিছে চাক , বিচিত্রবরণ,
 বেড়াইছে প্রজাপতি ; ঝুলিছে বাহুড় !
 মনে হ'ল, শুদ্ধবুদ্ধি জড়প্রকৃতিই
 অন্ধকারে চক্ষুস্থান ; নিস্তরুতাঘোরে
 শ্রবণপ্রবণ !—তারা ভঙ্জিতে, ইঞ্জিতে
 মরনেত্রে নরচিন্তে করিছে প্রকট
 সত্যের স্বরূপ ; যেন করিছে অজ্ঞাতে
 প্রজ্ঞাবলে বলী ষত জন্মান্তর বধিরে !
 তাই গোরা পান নি যা মানুষের কাছে,
 লভিতে সে শিক্ষা-দীক্ষা, করিলা কি গুরু
 নদী-বন, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গেরে ?
 প্রাণ ভরি' পান করি' জাহ্নবী-জীবন,

রহি তরুচ্ছায়াতলে শ্রামস্বর্ণাসনে
সেদিনের গত গোরা লভিলা বিশ্রাম ।

পরদিন শয্যা ত্যজি' ব্রাহ্মমুহূর্তেই
প্রাতঃস্নাত, শুদ্ধ-দেহ, প্রসন্ন মানস,
বসিলেন ছায়াক্রান্ত অশোকের মূলে,
সাধন-সমাধি মাঝে পদ্মাসন করি' ;
স্তিমিত মিলিত নেত্র, অন্তঃপ্রসারিত,
শান্ত সমাধিত চিত্ত, নিলিপ্ত নিষ্কাম,
নিয়মে সংঘমে আর নিষ্ঠায় শুচিত্তে,
ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ল'য়ে, মগ্ন মৌনী হ'য়ে
সপ্তদিবানিশি গোরা রহিলেন ধ্যানে ।
মিতাহার ফলমূলে, বীতনিদ্র অঁধি
নাহি হেরে জন প্রাণী, প্রকৃতির মুখ ।
প্রফুল্ল-মানসস্ত্রুত আনন্দের ধারা
আত্মার সহস্র জিহ্বা লাগিল ধরিতে,
রহিল করিতে পান ! ফুল বিস্ফারিত
অন্তর্দৃষ্টি মাঝে, উদ্ভাসিত হ'য়ে র'ল
অপূর্ব অভাবনীয় আলোক-ভূবন !
অন্তঃকর্ণ-কুহরেতে লাগিল ধ্বনিতে
লোকাতীত সুধাধ্বনি ; লাগিলা শুনিতে
স্বাবরে জঙ্গমে জীবে, গ্রহতারকার

পরস্পর রটিতেছে, আলাপন ছলে,
সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি সহস্র রূপকে !

সপ্ত দিন চৈত্র-নভে উদ্দিল না মেঘ,
রহিল অপূৰ্ণ শোভা সমুদিত হ'য়ে ।
কভু, মনে হ'ল,—যেন নীলিমা-নন্দনে
স্বর-গুণ্ণবাটিকায় নিকুঞ্জ-মণ্ডপে
ঝুলিছে লতার ঝাড়, পাতার ঝালর !
ভাঙ্গা মেঘে রাগা স্তবকে স্তবকে
ফুটে' আছে নানাজাত বিচিত্রবরণ
দেবকুম্মের গুচ্ছ ! রঙিন পল্লবে
বসিয়াছে চিত্রিতাঙ্গ স্বৰ্গ-প্রজাপতি !
কভু মনে হ'ল; যেন নীলসরোবরে
বিকসিত খেত রক্ত কুবলয়রাজি !
সহস্র কিরণ-অলি বসিতেছে উড়ি';
ফিরিয়া যেতেছে পুন মাধিয়া পরাগ !
—ঝল্‌মল্‌ রৌদ্রবিভা খেলিছে একপে ।
কভু মনে হ'ল, যেন দেবশিল্পীকৃত
রত্নময় ইন্দ্রসভা নিলীখে প্রকাশ !
বণিবার নহে তাহা,—ভূজিবার শুধু ।

বাহল বসন্ত-বায়ু পরিমল মাখি',

জাহ্নবী ধরিল কাছে উচ্চগ্রামে তান,
 গাহিতে গাহিতে প'ল সাধবসে হুমায়ে !
 ঝরিতে লাগিল শিরে স্থলিত অশোক
 দেবতার আশীর্বাদী নিৰ্ম্মালোর মত !
 এহেন অশোক-তলে বসি' যোগাসনে
 সিদ্ধি লভি' হয়েছিল বীতশোক আগে
 তপস্বিনী গৌরী যথা, তেমতি গোরার
 তনু-মন অশোকের পুষ্পবৃষ্টি মাঝে
 কি যেন অপূৰ্ণ স্পর্শে লাগিল জুড়া'তে !

অদীৰ্ঘ দুৰ্য্যোগ মাঝে কোন দীপ্তক্ষেপে,
 ক্লম্বনিকষের বুকে স্বর্ণরেখা-হেন,
 কিঙ্ক! নীল স্নানিবির উপল-সারিতে
 বিকীরিত ঠিকরিত হীরক যেমন
 —মেঘের ফলকে যবে ঝলকে আলোক.
 সানন্দে সবাই বুঝে আসন্ন স্নান ;
 অপার তিমির তারি' একটি নিমেষে
 সে স্নান উদে না কি দৈব মায়া সম ?
 —সৰ্ব্বশেষ দিন গৌরা বুঝিলা তেমনি,
 কোন অধাণ্ডিত সত্য, গুহ্য তত্ত্ববীজ
 উন্মত্ত হ'য়ে গেল মর্মে ; হ'এ অন্ধুরিত,
 ফলফুলে বিকশিত ; দেখিতে দেখিতে

প্রকট হইল শেষে হৃদয়ের পটে !—

ভক্তি তার ভর-ভিত্তি ; প্রেম তার প্রাণ !

মামসকমলাসনে বসিয়া কে যেন

ঘোষিলা আদেশবাণী,—সাজ তোর কাজ !—

সেইক্ষণে ধ্যান ভাঙ্গি, ত্যজি যোগাসন

অতিমধুপানে অন্ধ, মত্ত ভৃঙ্গসম

গুঞ্জে অক্ষম, কিন্তু হৃদয় ঝঙ্কত,

ঘুরিতে লাগিলা গোরা সমাধির পাশে

বিব্রত, বিহ্বল, শেষে উৎসাহে অধীর,

উঠিলা ডাকিয়া যেন তুষিত নিখিলে,—

পাইয়াছি ! পাইয়াছি ! সাধনের ধন

পাইয়াছি ! প্রতিধ্বনি ধ্বনিগ সে কথা,—

পাইয়াছি ! মনে হ'ল, নিম্নে সমাহিতা,

জাহ্নবীর স্তম্ভ বাচমালা জাগি' উঠি'

মিলাইল সুরে সুর, করিল ঘোষণা

অকথিত বার্তা,—পাইয়াছি ! পাইয়াছি !

সমস্ত কানন যেন উঠিল জাগিয়া,

সমগ্র গগন যেন উঠিল জ্বলিয়া,

তারায় তারায় বাজি' উঠিল সঙ্গীত,

পবনে পবনে তান হ'ল তরঙ্গিত !

—গাও গাও, চরাচর,—আজি মহাদিন !

গাও গাও বহুধরা,—পুনর্জন্ম তব !

গাও গাও, নরনারী,—পূর্ণমনস্কাম !

বাহিরিলা গৌরচন্দ্র ; প্রদোষ-আকাশে

উঠিতেছে পূর্ণচন্দ্র ; বাসন্তী পূর্ণিমা

তরল লাবণ্যরাশি শ্রামল প্রান্তরে,

তরুণশিরে, কাণ্ডে, পত্রে চমকে ত্বনকে,

জাহ্নবীর প্রতি উর্ষ্ব স্তরে স্তরে স্তরে

ঢালিছে নীরবে ! মৃদু মিষ্ট সমীরণ

বেড়ায় কাকলি করি' শিহরি' শিহরি' .

আলোক-পরিধি বেড়ি, সুধার পিয়ারী

ফিরিতেছে রূপমুগ্ধ চকোরনিকর

চক্রাকারে শূন্তে শূন্তে ; তক্তের আস্থানে

এসেছে নামিয়া আলো ! শ্রান্ত প্রান্তরে

মেঘলান স্নিগ্ধদিবা ভাবি', তুলিয়াছে

নিবুঞ্জবিতান হ'তে পাণিয়া সুতান,

প্লাবিয়া দিতেছে সুরে আকাশ বাতাস !

ভবোন্মত্ত, কহিলেন চাহি উদ্ধাপানে

করঘোড়ে সম্বোধিয়া পূর্ণিমা-ঈশ্বরে,—

ধন্য তুমি সুধাকর, হেন সুধারাশি

পাইয়াছ আপনার পুণ্য-অধিকারে,

কিস্ত তব নাই গরু, নাই রূপগতা,
 বিলায়ে দিতেছ তাকা অকুণ্ঠিত প্রাণে
 জ্বলে স্থলে, চরাচরে, অঁধারে পাথারে,
 পাত্রাপাত্র নাই ভেদ, উদার বিচার !
 আপনারে রাখ নাই রুদ্ধ ক্ষুদ্র করি'
 আপনারই স্নমধুর সন্তোগের মাঝে !
 আজি মোরে কহ তুমি, কর আলীকাদ,—
 আমার নদীতে সত্ত্ব কি বহা ডাকিল,
 উঠিল এ কি কম্পন, কি মন্ত্র বাজিল,
 এ কি বৃদ্ধি, ধরে না যে তার মোহানাথ !
 এ সুধাতরঙ্গভঙ্গ পারি যেন ধরি'
 প্রতি হৃদয়ের খাতে দিতে বচাইয়া
 কূলে কূলে টলমল পরিপূর্ণ করি' ;
 প্রাণ ভরে' পারি যেন করিবারে দান !—
 হাসিতে লাগিল চাঁদ ; ছুটিলেন গোরা
 লোকালয়-অশ্বেষণে, নষ্টনৌড় পাখী
 ধায় যথা সন্ধ্যা ছেঁসি' আশ্রয়-উদ্দেশে !

গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে ফিরিছেন গোরা
 ভাবভঙ্গ প্রচারিয়া ঘরে ঘরে ঘুরি'
 —অজুতব করে সবে, পশিয়া কে যেন
 মরমের মর্মে, মুছি' নিহিত কালিমা,

নিভূতে নিগূঢ় ব্যথা দিতেছে জুড়ায়ে ;
 মরনের মর্ষ কথা বলিছে ডাকিয়া ;
 দ্রব করিতেছে প্রাণ যেন কোন্ রসে !
 —মজিতেছে ভক্তগণ, হতেছে দীক্ষিত
 যুগবিবর্তনকারী নবধর্ম্মে আসি' ;—
 ভক্তি তার ভর-ভিত্তি ; প্রেম তার প্রাণ !

উঠিতেছে মহাবাগী গভীর নির্ঘোষে,—
 ভক্তিছাড়া, প্রেমহারা,—তপস্তা মলিন ;
 গৃহীর গাহ'স্তা পণ্ড ; বীরের বিক্রম,
 ধনীর ঐশ্বর্য্য ধর্ম্ম , গুণীর প্রতিভা,
 স্বদেশবাৎসল্য ব্যর্থ ; ভক্তি-ভিত্তিহীন
 জ্ঞানমার্গ উন্মার্গের মত ; প্রেম-প্রাণ
 হারা হ'লে কর্ম্মযোগ, শূন্য কোলাহল !
 দেবে ভক্তিহীন অনুশাসন নীতির,
 মৃত-শাস্ত্রে পরিণত ; জীবে প্রেমহারা
 কবিত্ব, সৌন্দর্য্যচিত্র বিফল-বিলাস !
 —স্বপ্ন সত্য প্রচারিয়া ফিরিছেন গোরা,
 প্রাণে প্রাণে বিধিছে তা অঙ্কুরের মত ;
 একে একে ফিরে সবে ব্রহ্মপথ হ'তে !
 হরিনাম-রসায়ন দিতেছেন সবে !

হেনকালে একদিন,— দৈবের ঘটন,—
 নিতাই 'মিলিল আসি' নিমায়ের সাথে ।
 মেঘাচ্ছন্ন ছদ্ম দিব্যজ্যোতিঃপুঞ্জ-হেন
 হেরিলেন গৌরচন্দ্রে, বিমুগ্ধ নিতাই !
 ভস্মাবৃত্ত বহি যেন চাহিছে ইন্ধন,—
 নিত্যানন্দে হেরি' গৌরা বিচারিলা মনে !
 প্রথমদর্শনে প্রেম জাগিল দৌহার ;
 অবিলম্বে দৃঢ়বদ্ধ আলিঙ্গন-পাশে ;
 আলোকে অনলে ঘেন হ'ল সান্মিলন ;
 পুরাতন আত্মীকতা যেন পরস্পরে ;
 পকে পড়িলা দৌহে চিরপ্রেম-পাশে ।

নিমাই নিতাই'য়ে শেষে কহিলা একদা,—
 গূঢ় কথা কহি তোমা ;—সাধনার পথ
 পাইয়াছে এ মোহান্ব বহু ভাগ্যফলে
 হে মোর দক্ষিণ বাহু, হে মোর নিতাই,
 সেই ধর্ম দীক্ষা তব নিতে হবে আজি !
 সেই ধর্ম দীক্ষা তব দিতে হবে সবে !
 এত বলি', বীজমন্ত্র দিলেন নিভৃতে ;
 যাচকর যেন তার দণ্ড ঠেকাইল !
 —নিতাই দাঁড়া'ল উঠি', মুখে 'হরিবোল'
 অঝোরে ঝরিছে ধারা কপোল বাহিয়া,

কহিল,—দয়াল, মোরে কি সুখা পিয়ালে ;
 সন্ন্যাসীর মক্ৰ-প্রাণে কি ধারা বহা'লে ;
 ঘুচে' গেল সর্ব গ্লানি, সকল সংশয় ;
 এ অমৃত মাঝে, সাধ, মজে' মরে' থাকি ।
 উত্তরিল গৌরা,—তৃপ্তি নহে এইখানে ;
 হে তত্ত্বজ্ঞ, ভেবে দেখ, সমাপ্তি এ নহে ।
 জ্ঞানীর ত ধর্ম নহে, তত্ত্বধন ল'য়ে
 গুপ্ত হ'য়ে আত্মাঝে তৃপ্ত-মনোরথে,
 অলসে, হরষে, রসে শুধু তারই ধ্যান ।
 সে যে খোর দৈত্য ; সে যে ঘৃণা কপলতা !
 প্রকৃষ্ট কর্তব্য,—সত্য সর্বত্র প্রচার ;
 প্রধান সাধন-অঙ্গ,—পতিত-উদ্ধার ।
 ছার ক্রম উপদেশ, শুক প্রাণগুলি
 আপনারে আর্দ্র করি—সিক্ত করা যায় !
 —সেই ব্রত উদ্‌ঘাপনে হইয়াছে সাধ ;
 হে বৈরাগী, তপোবল আছে তব ব্রত,
 হে বীর, সংযম ফল আছে বা সম্বল,
 সব ল'য়ে হও মোর সঙ্কল্পে সহায় !
 নদীরায় নিতে হবে আশু এ উদ্‌যোগ ;
 নে যে মোর মাতৃভূমি ! প্রবাসী পুত্রের
 ব্রতের প্রথম ফল প্রাপ্য আগে তাঁর ;
 নহে শুধু তা'ই,—সেথা পড়ে' আছে মোর

তৃতীয় সর্গ

৭৫

ছিন্ন-ভিন্ন সেনাদল,—অর্ধ বাহ্যল
এ সাধন-সময়ের, মিলিত-উত্তমে
ভাসাইতে হবে ধরা নামের প্লাবনে !

শেষে একদিন গোরা ভক্তবৃন্দ সনে
উত্তরিলা, গদগদ, আজন্মমধুর
লীলাগারে, শত সুধস্বৃতিভরা,
পরিত্যক্ত নদীয়ায় কতকাল পরে !
সেই দিন লক্ষ্মীপূজা । শোভে ঘরে ঘরে
কলাবধু রক্তচেলীবৃত্তা ; ঘটে, পটে
বিরাজিত লক্ষ্মীমূর্তি ; তরুণী সধবা
পরয়া রঙিন শাটী, দেয় আলিপনা
কক্ষে কক্ষে, গৃহাঙ্গনে, অলিন্দে, সোপানে ।
—হাসিমুখে গুয়-পাণ ; মিষ্ট রূপরাশি !
গোলায় গোলায় ধান, গোয়ালে গোধন ;
গৃহে গৃহে অতিথির চলিছে সংকার ।
চারিদিকে সুখ স্বাস্থ্য সচ্ছলতা ছবি,
গভীর জ্ঞানের চর্চা, বিজ্ঞা-আলোচনা ।
ধনে মানে জ্ঞানে বঙ্গ করে ঝলমল !
কোথাও কোরাণ-পাঠে মগ্ন মোল্লা কেহ ;
গাহিয়া গাজীর গীত কিরিছে ককৌর ;
তরী বাধি' কোন ঘাটে গাহিছে মধুরে

নাবিক মুসলমান বন্দাবনগাথা !
 ধনীগৃহে চইতেছে নিত্য চণ্ডীপাঠ;
 এই উৎসবের দিনে বিষন্ন কুটীরে
 একবস্ত্রা রক্ষকেশী অনাথিনী কেহ
 চরকায় কাটিছে সূত্র জীবিকার লাগি,
 রুগ্ন শীর্ণ অসহায় শিশুপানে চাহ'
 অমঙ্গল-অশ্রু আজ সম্বরিছে ক্লেশে ।
 হেন মঙ্গলের দিনে কোন গৃহ হ'তে
 বিয়োগবিধুরকণ্ঠে উঠিছে বিলাপ ;
 কোন গৃহে চলিতেছে নিমন্ত্রণ-ঘটা ।
 গ্রামের প্রান্তরে লাঠি খেলে যুবকেরা,
 হিন্দু মুসলমান আচা, ঘেন ভাঈ ভাই !
 বটতলে বসে নাঈ পঞ্চায়ত আজ,
 ছোট-বড় কলংে নিত্য-মীমাংসক ;
 আজ সেথা বালকেরা করিতেছে সেই
 বিচারাভিনয়,—কেহ রাজা, কেহ বন্দী,
 চলিতেছে দণ্ডমুণ্ড অদ্ভুত প্রথায় !
 কূটবুদ্ধিসঞ্চারক তাত্রকূট সেবি'
 দিতেছে দাবার চাল অতি সন্তুর্পণে
 বৈঠকখানার দল ; চলিতেছে সাধে
 প্রান্তিহারী পরিনন্দা ! চণ্ডীমণ্ডপের
 নিকশ্মারা সেদিনেও চক্রান্তে মগন,—

কেমনে নিরীহ দীন প্রতিবেশীটির
করিবে সমাজচ্যুত ! বকধন্য কোন
দীর্ঘ মোটা ফোঁটা কাটি' ছিপ ফেল ঘাটে
ফিরাইতেছেন মালা ইষ্টমন্ত্র জপি'
ঘুরিছে নয়ন-মন শিকারের পাছে!

কোন মধ্যবিস্ত-গৃহে গৃহকর্ম রাখি'
চলিতেছে রঙ্গ-ব্যাঙ্গ ননদে বধুতে
কর্মব্যস্ত গৃহিণীর তাড়না ভুলিয়া ;
মগ্ন আছে পরস্পর কবরী-রচনে
সখীতে সখীতে ; সখায় সখায় রঙ্গে
হইছে অঙ্গুলীযুক্ত,—কোথাও মধুরে
হানিছেন রসিকতা অকথ্য ভাষায়
অপোগও পোত্র'পরে বৃদ্ধ পিতামহ ;
বিরল-দশনপংক্তি হাশ্বে উদ্ভাসিছে
উভয় শিশুর ! কর্ণবিমর্দন-রণে
কে না জানে পিতামহ জয়ী সর্বকাল ?

কোন ঘুবা সুর-লয়ে করিছে আবৃত্তি
বৈষ্ণব কবির রচা কান্তপদাবলী ;
প্রোঢ় বিপ্র করিছেন মোনে গীতাপাঠ ।
পূর্বপরিচিত উগ',—চির-অনাদৃত !
আজ তার পূর্ণ দৈন্ত্য করিল প্রত্যক্ষ

গৌরাঙ্গ

দিব্যচক্ষে ; কাণে এল মিথ্যার তর্জ্জন
 শুভের বিকাশ পথ আছে রোধ করি' !
 উদ্ধারিতে জন্মভূমি আইলা ছুটিয়া ;
 পতিত-স্বদেশ সেবি' নির্কাসিত হ'য়ে
 বীর পুত্র ফিরে যথা কারা-ক্লেশ ভুলি' !

তাই নদীয়ায় ওঠি চর-কলরোল !
 একে একে, দলে দলে পঃসীরা সবে
 বলে,—শচী, নিমু তোর এসেছে ফিরিয়া ;
 ওঠ্ অভাগিনী, তোর দুখ-নিশি ভোর !
 বয়স্কারা বঙ্গভরে বিক্ষুব্ধা পাশে
 বহিয়া আনিল এই সুখ সমাচার ।
 স্বপ্ন বধু জাগিলেন পুলকে সে পাতে ,
 ভাবিলেন, নিশাশেষে ঘুমঘোরে বুঝি
 আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখেছেন দৌহে ।
 —হায় তেজস্বিনী মাতা তপস্বিনী বধু,
 আচা বৎসহারা, অতো গিয়াবিরহিনী,
 এ যদি হইত স্বপ্ন তাও ছিল ভাল !
 স্বপ্ন চির'দন ভাল বাস্তবের চেয়ে ।
 এতই কি হয় উগ্র নিরাশার তাপ,
 আশা যদি মাঝে মাঝে না ধের ইন্ধন ?
 নাহি জান, হোমাদের নিমাই, সন্ন্যাসী !

জীবিতে সে মৃত আজ সংসারের কাছে !
 আর কি পারিবে তারে ফিরাতে বন্ধনে ?
 সে নিমাই আর কি গো আছে তোমাদের ?
 আজ সে যে নদীয়ার ;—সমস্ত বিশ্বের !
 নাই স্নেহ-পক্ষপাত, মোহ-দুর্বলতা ;
 ঘর পর তার কাছে তুলা মূল্যহীন !
 — শুনিলেন যবে দৌছে সে দারুণ কথা,
 বজ্রাঘাত হ'ল শিরে ; হাসির বিজলী
 নিনেবে ঢাকিয়া গেল বিষাদের মেঘে ;
 আবার সে ধূলিশযা হ'ল শুধু সার !

ব্রহ্মচারী গৌরচন্দ্র ; তাঁর পক্ষে এবে
 নারীমুখ দরশন, অতি অবিহত ।
 কিন্তু জননীর বেলা নহে সেই বিধি ;
 জননী, জননী ; নন সামান্য রমণী !
 মাতারে ভেটিতে গোরা করিলেন মন ;
 মাতৃসম্ভাষণে সৌম্য চলিলা একক ।
 তখন প্রভাতসূর্য্য হয়েছে প্রকাশ ,
 বহিছে শীতল বায়ু, গাহিছে কণোত ;
 বাশবনে উঠিয়াছে মধুর মর্ম্মর ।
 অস্থিচর্ম্মসার, যেন প্রেতাত্মা শচীর
 একাকী অঙ্গনে বসি' হাতে জপমালা !

সব গেছে ; এইটুকু ঘুচে নাই আজও ;
 দুই বেলা ঈরিনাম, তবে অল্প কাজ ।
 কোন্ কাজ ?—শুধু চিন্তা,—অপার ভাবনা !
 হেনকালে কে শুনা'ল,—প্রতিবেশীগৃহে
 এসেছেন গোরাকান্দ ভেটিতে তোমায় !—
 ছুটিলেন সেইক্ষণে আলুথালু বেশে
 পুত্র-বিরহিনী মাতা ।—নাম জননীরে
 দাড়াইলা নতমুখে নবীন-সন্ন্যাসী ।
 দেখিয়া বিদরি' গেল জননীর বুক !
 বহু যত্নে অশ্রুজল মানিল বারণ ;
 আশীর্বাদ করি' পুত্রে, সবলে সাহসে
 টলমল মাতৃহিয়া বাধিলেন শচী ;
 স্নেহভর্গ রাখিলেন সুরক্ষিত করি' !

স্নেহাইলা গাঢ়স্বরে অভিমানী মাতা,—
 'নিমাই, কি ধন ল'য়ে ফিরিয়াছ দেশে ?—
 'ঘরে' বলিবার তাঁর কোন্ অধিকার ?
 তাই, 'দেশ' এ কথাটি অনেক আগ্রাসে
 উচ্চারিলা স্থিরস্বরে ! প্রথম সেদিন
 মা'র কাছে পরাভূত হইলা নিমাই ;
 প্রথম বাধিল কণ্ঠ ; উত্তরিলা ধীরে
 জড়িত স্থলিত স্বরে,—কই, কিছু নহে ।—

মায়ের নিৰ্বন্ধে শেষে করিলা ব্যাখ্যান
 ভাবতত্ব । ক্ষণকাল রহিয়া নীরবে
 কহিলেন,—বাহিরিৰ প্রচারে কখন
 দূরদেশে ; আর দেখা হয় কি না হয় !
 তাই আসিয়াছি ছুটি' চরণদর্শনে ।—
 ক্ষণেক নীরব দৌড়ে ; সেই দৃঢ়গর
 শুনি মাতা বুঝিলেন, অটল সে পণ !
 রহিলেন মৌন হ'য়ে মাতৃ-অভিमानে !
 পুত্র ভাবিলেন,—তুচ্ছ সান্ত্বনার কথা ।
 তাই ছুটি ছল ছল বিশাল লোচনে
 ক্ষুদ্র অপরাধা সম রহিলেন চাহি,
 সেই ক্ষেমক্ষমাময় মাতৃমুখ পানে !
 তবু টলিলা না মাতা ; মনে এল তাঁর
 অতীতের কত কথা !—বহুদিন গত,
 তখন নিমাই শিশু ; একান্ত নির্ভয়ে
 কেমনে অঁকড়ি' ছিল মাতৃবক্ষে মোর !
 মনে হ'ল,—অনুক্ষণ কেমনে তখন
 শাসনে তাড়নে আর সোহাগে লালনে
 আচ্ছন্ন নিমগ্ন করি' রেখেছিহু তারে !
 —সে গোরা আমার ছিল ; নিতান্ত আমারই !
 নিমাই দেবতা আজি, পূজ্য ঘরে ঘরে ;
 ষুটিয়াছে সহচর, অনুচর-বল ;

নবধর্মপ্রচারক, উন্নতমস্তক !

—এ গোরী ত মোর নহে !—সে মমতা-পাশ

যে ছিঁড়িল অনায়াসে, সেই স্তম্ভ-ধ্বংস

যে শোধিল এইরূপে, হেন নিঃসংশয়ে,

সে গোরী ত মোর নহে !—আহতি পড়িল

অতিমানে, কহিলেন পুত্রপানে চাটি,—

বৎস মোর, বজ্রমস্ত্রে কি ঘোষিলে তুমি ?

লাগিল পরাণে মাত্র ছন্দটুকু ভার;

সংসার সীমার প্রান্তে যে বারতা আছে.

তারই মত ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত, বিশাল!

নূত নারী বুঝে তাহা শক্তি কত তার ?

উঠে যবে নীলাশ্বরে গন্তীর নির্ঘোষ,

ধরাবাসী চেয়ে থাকে আড়ষ্ট অনড়,

শুধু শূন্য পানে ; নাহি বুঝে,, কি সে বাকী,

কি অর্থ তাহার ; শুধু সত্যে সম্মুখে

অভভেদী সে নিনাদে স্তব্ধ হ'য়ে থাকে !

তাই আজ প্রত্যুত্তরে সংসার সীমার

ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ-কথা হইবে শুনিতে ।

বলিতে পাব না আর, রবে না সময় !

বহু আশা করেছিল অভাগিনী শচী

আপন সম্ভান'পরে ! তুই রে বাছান,

আমার গর্ভের ধন ; তুই ত নাহিস্

বন্ধার পালিত পুত্র !—সহে নি যে নারী
 মশমাস গর্ভভার, প্রসব-বেদনা ;
 হেরি' পুত্রমুখশশী সব ব্যথা ভুলি',
 বার স্তনে দুগ্ধধারা করে নি সোহাগে ;
 সেইক্ষণে গড়ে নি যে সজোজাতে চাহি'
 মনোমত ভবিষ্যৎ !—আমি তোর মাতা !
 বহু আশা করেছিল তাই এ হুধিনী !—
 পুত্রের অধিক মানি' পুত্রের সম্বন্ধে
 তুলিবে মাহুব করি' ; শিখাবে তাহারে
 কত কথা, কত খেলা নিভূতে বসিয়া
 সেই শিশু হবে তার বান্ধক্যের সাথী !
 শিশুহাস্ত-আমোদিত আনন্দ-ভবনে
 তার শেষ-দিনগুলি দিবে কাটাইয়া !
 কিন্তু বিধি পুত্রগর্বে ধন্য করি' তারে,
 ছুরাশের পোজ-ভাগ্য করিলা হরণ !
 নিমাই রে, সেই সাধ পূর্ণ হ'ত যদি !
 তার মুখে তোরে হেরি এই পুত্রহার
 প্রবোধ পেত না কিছু ? থাকিত না বাঁচি'
 আঁকড়ি' তাহারে এই রিক্ত বক্ষোমাঝে
 জুড়াইতে দীর্ঘ দণ্ড শ্রাণ ? কিন্তু বৎস,
 চেয়ে ত্যাক, কোথা মোর কিছু নাই আর ;
 অন্ধকার বর্তমান ; শূন্য ভবিষ্যৎ !

তুই ত পুরুষ, তাহে তরুণ-বয়স,
 সহস্রের মাঝে রহি' কন্ঠের উৎসাহে
 অনায়াসে বিসর্জন দিবি পুরাতনে,
 পারিবি তুলিয়া দিতে নুতনের হাতে
 বিচিত্র জীবন পুন । কি রাহল মোর ?
 শুধু স্মৃতি!—অনাথিনী বালিকারে ল'য়ে
 অথর্ব জরায় জরি' তারই আলোচনা!
 —ভাঙ্গিল ধৈর্যের বাধ, টুটিল বিশ্বাস;
 অস্ত্রে মাতা গৃহে পশি' ক্রোধ দিলা দ্বার ।
 দেবতা-নিমাই পড়ি' রহিল বাহিরে;
 ছলল-নিমাই চাপি' বসিল অন্তরে !

বারেক কি স্নেহ-মোহে ভাবেন নি মাতা ?
 পুত্র তার কোন ক্ষণে রুদ্ধ দ্বার ঠেদি'
 দাঁড়াবে সহসা, তাঁরে সাধিবে কাঁদিয়া,—
 মা-জননী, ডেকে লও ছললে তোমার;
 সন্ন্যাস রহিল পড়ি' এ জন্মের মত;
 নিমাই আবার তোম হইল সংসারী !
 —বারেক কি দ্বার পানে চান নি কুহকে,
 উৎসুকনয়নে, মাতা উন্মুখ শ্রবণে ?
 গুরু গুরু বহে শ্বাস, হুরু হুরু বুক ?

উঠিলেন গোরা, বক্ষে বেজেছে আঘাত,

ঘোর ঝঞ্ঝা ব'য়ে গেল মাথার উপরে !
 কিন্তু যদি একবার নব বনস্পতি
 ভূমিতলে করি' বসে শিকড় স্থাপন,
 সে যেমন রহে স্থির খর বাত্যাঘাতে,
 তেমনি রহিলা গোরা স্থির এ আহবে !
 কক্ৰণা রাখিল তাঁরে নিকক্ৰণ করি',
 বিশ্বাস করিল তাঁরে বিশ্বাসঘাতক !
 —পতিতের আর্তনাদ লাগিল ধ্বনিতে
 বন্ধপুটে ; পাদপদ্ম পড়িল স্রবণে !
 বাহিরি' আসিলা বলে মান্নাহুর্গ ভেদি' !

ধরিল সকলে,—অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া,
 একবার শেষ-দেখা দিয়ে যাও তারে !—
 কহিলা নিমাই,—ভাবিও না, বন্ধুগণ,
 আপনার প্রতি মোর নাহিক প্রত্যয় ;
 সত্যলষ্ট হব তাতে, এই মাত্র ডরি ।—
 বুঝিয়া নীরব হ'ল অন্তরঙ্গগণ ।
 আর নাহি দেখা হ'ল প্রেমসীর সনে !

বিষ্ণুপ্রিয়া এই বার্তা পাইলেন যবে,
 কহিলা পতিরে চাহি',—আমি ত জানি না,
 প্রিয়তম, এত উচ্চে তুমি ! ক্ষুদ্র ওরা,

তোমায়ে নিদ্রিছে তাই !—বন্ধুর মতন,
 নিশ্চুঃকরা বৃহত্তর সঙ্গী চিরদিন ।
 কীর্ত্তিরে করিতে দীপ্ত, কুৎসা জলি' উঠে,
 বিধ বধা জরি' জলি' বাড়ায় অজ্ঞাতে
 নীলকণ্ঠ-কণ্ঠশোভা । দূরে নিম্নে রহি'
 ভাবে সমতলবাসী অবহেলাভরে,
 ওই ত মেকর চূড়া ; এত কি উন্নত !—
 উঠে যে. সেই সে জানে কত উচ্চে তাহা !
 যা বলে বলুক ওরা ; জানি আমি বেশ,
 ভালবাস তুমি মোরে ; কিন্তু, সত্য আজ
 প্রিয়তর তব পাশে ; তাই মহাঅনু,
 দেখা দিলে পরীক্ষায় মহত্তর হ'য়ে
 তোমার প্রিয়র কাছে ! এবে বুলিলাম,
 গৃহে গৃহে কেন পূজে তোমায়ে দেবতা !
 ধূলির অধম আমি, বাসনা-বাতাসে
 নির্বাণ করিতে চাই তব পুণ্যশিখা ?
 তোমায়ে পাইতে চাই ক্ষুদ্র তৃপ্তি মাঝে ?
 থাক তুমি আপনার উত্তম শিখরে
 শত শত হৃদিপদ্মে সিংহাসন পাতি' !
 কে আমি, তোমার পদে কুশাকুর সম
 বিধিয়া রহিব সাথে, করিব পীড়ন ?
 তুচ্ছ করে' যাও মোরে, নাহি হুঃখ তাহে ।

চাহি না তোমারে আর ; এই ভাগ্যবতী,
 পতি-ভাবে পাইয়াছে তোমারে সুন্দর,
 জীবনে মরণে ! ধন্ত আমি, তৃপ্ত আমি
 এই ভাবি',—পেয়েছিহু তোমারে একদা
 হে দেবতা, এই দুটি ক্ষীণ বাহুপাশে !
 না পাওয়ার চেয়ে ভাল হারানো!—স্বকৃতি ।
 এই মোয় নারী-গর্ভ, জ্বর অধিকার,—
 দিয়েছিহু মুগ্ধ করি' সর্ব সমর্পণে
 দুর্জয় হৃদয় কারো ! খেলিহু হেলায়
 দেবতার স্নেহ মোহ দুর্বলতা ল'য়ে !
 আজ সেই বিষ্ণুপ্রিয়া পতি-গরবিনী !
 নহে পতি-সোহাগিনী সামান্য রমণী !
 সম্ভাষে সবাই মোরে কাজালিনী বলি',
 কি জানিবে ওরা, তুমি করিয়াছ তারে
 কি যে ধনে ধনী ! তার রয়েছে ভাঙারে,
 বিবাহিতজীবনের সুমঙ্গল-স্মৃতি !
 —আর না সরিল কথা ; ধৈর্যের প্রতিমা
 ভাঙ্গিয়া পড়িল ধারে ধূলিশয্যামাঝে !
 সে অবধি, পতিব্রতা লুকায়ে লুকায়ে
 ব্রহ্মচর্য্য আরস্তিল নিষ্ঠায় নিয়মে ।

চতুর্থ সর্গ

শিক্ষক

দিনকর গেল, শচী নিজ দশা ভুলি'
অনাথা বধুর লাগি' হইলা ব্যাকুল ।
শিহরিলা স্বপ্ন পশি' বধুর মন্দিরে ;
চাহি' শীর্ণ মূর্তি পানে कहিলেন শচী,—
অভাগিনী, অনাথিনী, উঠ মা, উঠ মা ;
এই ছিল তোরা ভালে ? দলিত-কুসুম,
মা আমার, আর কাছে ; আর সাধী, আর
এই দীর্ণ মাতৃবক্ষে ; তোরা হারানিধি
পারিবে না দিতে তোরে আজি কাদালিনী ;
হেন কিছু নাই মোর,—যুড়া'ব যা দিয়া
সংসার-অশনিদণ্ডা তোরা ভাঙ্গা বুক !—
নিষ্ঠুর নিমাই, এই ছিল তোরা মনে ?
দোষী যদি হ'য়ে থাকি, দে শাস্তি আমারে,
কি করেছে তোরা এই অবলা অবলা ?
ওরে মোর বধুলান্নী, ওরে উপেক্ষিতা,
মাতার সোহাগী, ওরে পিতার ছলানী,
এরই লাগি' এনেছি সাধ করে' তোরে
নন্দনের ফুলরাণী, হাসির প্রাতিমা,

সোহাগের স্বর্গ হ'তে বৃত্তচ্যুত করি' ?
 যা ফিরে আবার সেই প্রিয় পিতৃগৃহে ;
 কি লাগিয়া রহিবি এ শোকের-শাশানে ?—
 উত্তরিলা বিষ্ণুপ্রিয়া,—বুঝি না কি তাহা,
 ধৈর্যের প্রতিমা,—বুক যেতেছে বিদরি',
 তবু দেবী, মাতৃহৃদি পাষাণে বাধিয়া
 আসিয়াছ প্রবোধিতে ছহিতারে তব !
 এ মমতা, এ যতন সহিব কেমনে !
 কিন্তু মা গো, ওই মুখে তিরস্কার কেন ?
 তনয় তোমার নহে সামান্য মানব !
 এই ভিক্ষা পদে, তাঁরে নাহি দিও দোষ !
 ছহিতারে তব নাহি করিও বিদায় !
 সেবিবে ও পা'ছখানি হেথা রহি দাসী ।
 শৈশব-নন্দন হ'তে, বৃত্তচ্যুত করি'
 বহু বারে আহরিলে, কেমনে ফিরাবে
 সেথা তারে ? ছিন্নগ্রস্থি লাগিবে কি জোড়া ?
 যে দলটী ঝরে' গেছে, মুঞ্জরিবে তা কি ?
 যে অতীত হ'য়ে আছে সুদূর স্বপন,
 প্রত্যক্ষের মাঝে সে কি আর দিবে ধরা ?
 বহু শূন্য, ব্যবধান পড়ে' গেছে মাঝে ;
 একাল আর কি মেশে সেকালের সাথে ?
 রমণীর স্বার্থগড়া-সুক্তিনেশা ছার,

বন্ধনেই মুক্তি তার—জয়-সার্থকতা !
 এ দুর্দিনে, এস মাতা বড় কাছাকাছি,
 এক অন্ধকারতলে থাকি ছাটি প্রাণী !

কণেক নীরব রহি' कहিলেন শচী,—
 ভিক্ষা আছে আমারও মা, তোমার নিকটে ;
 অকালে এ তপশ্চর্যা ছাড়্ বাছা তুই,
 আপনারে এ নিগ্রহ সহিবে না তোর,
 কুসুমকোমলা বালা !—প্রার্থনা আমার
 হইবে পূরা'তে ! চিহ্ন আয়ত্তির, ও যা
 রেখেছি' নামে মাত্র, জানি না কি তাহা
 ভুলাইতে আপনারে, ভাড়াইতে মোরে ?
 বিষাদমলিন মুখে হাসি দেখা দিল,
 ঘনমেঘাবৃত নভে রোদ্ররেখা ঘেন !
 বাষ্পাচ্ছন্ন নেত্র-অভ্রে খেলিল সে হাসি
 ইন্দ্রধনু সখ ! উত্তরিল বিষ্ণুপ্রিয়া,—
 এরই লাগি' এ নির্লঙ্ক ? জান না কি, দেবী,
 সূখ, সুষুপ্তের স্বপ্ন ; দুঃখ জাগরণ ?
 দুঃখ নহে দুখ শুধু, দুঃখ, বড় সূখ ।
 চির-অনুচা কি জানে স্বপ্নেও,—কি সূখ,
 আপন মৌল্য্য স্বাস্থ্য স্বস্তি বিনিময়ে
 মাতৃদেহের গুরু ভার আনন্দে বহন !

মহত্ব দেয় না ঘন উদার বেদনা
যে সকল আগুতোষ লঘু প্রকৃতিতে,
ব্যর্থ তারা ; মনুষ্যত্ব, দুঃখের নিদান !
মৃদু নারী বুঝিয়াছি বাহা;—দুঃখী তিনি,
ধন্য তিনি ! তুলনায় এ কুচ্ছ, আমার
তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছ ;—সাধে কি যোগিনী আমি ?
—শুন, মাগো, সবই মোর গেছে ফুরাইয়া,
আমারে স্থখের স্বপ্ন দেখায়ো না আর !
তখন বিশীর্ণ সূর্য্য অস্তে নামিয়াছে ;
মুদিয়া আসিছে দীপ্ত দিবসের আঁধি ;
নলিনী মলিনী সরে ; বাজিছে সর্ব্বত্র
বিষাদের ছন্ন সুর ; ঝরিছে বিবশা
বকুলহৃন্দরী ! হেথা অন্ধকার কোণে
সেই দণ্ডে লুটি' ছুটী নিরাশ্রিতা লতা
গলাগলি বাঁধি' ভূমে রহিল পড়িয়া !

কে রোধে সতীর পণ ?—সেবা, হিতে, আর
সুদৃশ্য 'বারমাতা'-ব্রত আচরিয়া
হয়েছিল দিনে দিনে ক্রশা তপস্বিনী,
রবির কিরণদগ্ধা সূর্য্যমুখী-হেন,
পতির অলস্তু স্মৃতি অন্তরে জালিয়া ।
পতিপ্রেম মিশেছিল বিশ্বপতি-প্রেমে !

শেষ-দেখা দিয়ে মায়ে ফিরিলেন গোরা
 আশ্রমে বধন, সব শুনিয়া নিতাই
 কহিলেন গৌরচন্দ্রে পরুষবচনে,—
 এই বুঝি দয়া তব, দয়ার ঠাকুর !
 তুমি না আৰ্ত্তের বন্ধু ? কে মানিবে হেন
 মাতৃঘাতী পত্নীভ্যাগী কঠোর ধার্মিকে !
 —নিতাই দয়াল বড়, কহিতে কহিতে
 আৰ্ত্ত, আৰ্দ্ৰ কল্প কণ্ঠ এল জড়াইয়া !
 উত্তরিল গৌরচন্দ্র,—ভ্রাস্ত তুমি ভাই,
 সংসার-বিরোধী নহি আমি ; গৃহাশ্রম
 নূন নহে কোনমতে, এই শিক্ষা মম,
 রাখিও স্মরণে সদা,—সংসার বাহ্যায়
 মহৎ আদর্শ হ’তে রাখে অঙ্ক করি’,
 বৃহত্তর সাফল্যের হয় অন্তরায়,
 প্রশস্ত কর্তব্য-পথ ধৰ্ব্ব করি’ দেয়,
 তারই পক্ষে ত্যাগ শ্রেয়, ভেদ আবশ্যক ।
 হে নিতাই, অভিপ্রায় রহিল আমার,
 করিও সংসারধর্ম, হবে যবে মতি ।—
 কহিলেন নিত্যানন্দ,—আশু আজ্ঞা কর’,
 তব জননীর সনে করিব সাক্ষাৎ ।
 পুত্র হ’য়ে পুত্রহারা জননীর প্রাণে
 আনিব সাস্থ্য ।—গোরা কহিল গম্ভীরে,—

আমার জননী, তিনি তোমারও জননী ।
 কহিও মাগ্নেরে, ভাই, অপরাধী আমি,
 মার্জনা করেন যেন অকৃতি সন্তানে ।—
 আরো কাঃরা কাছে আছি গুরুতর দোষী ;
 তারে বলিবার যোগ্য আছে কি বচন ?
 শাস্তনা হারায়ে যায় তার দশা স্মরি' !
 —বলিতে বলিতে কথা, কল্পণার জলে
 ভরিয়া আসিল ছুটি কনল-লোচন ।

তার পর, একদিন সবার অজ্ঞাতে
 চলিলেন নিত্যানন্দ ভেটিতে শচীরে ;
 হইলেন উপনীত ত্রিহীন আলয়ে,
 একেবারে 'মা' বলিয়া আহ্বানি শচীরে
 দাঁড়াইলা অবধূত গৃহদ্বারে আসি ;
 হেরি' সেই কক্ষ শুষ্ক বিষাদ-প্রতিমা
 কাঁদিলো অন্তরে ; দূর হ'তে প্রণমিচা
 কহিলা গদগদকণ্ঠে, ওঃগা পুত্রহারে,
 আমিও যে মাতৃহীন শিশুকাল হ'তে,
 পুত্র বলি' ডেকে লও পরের সন্তানে !
 —এত বলি' আপনার দিলা পরিচয় ।
 ত্রস্তে বাহিরিলা শচী, কহিলা সাদরে,—
 এস বৎস মোর, দীর্ঘজীবী হও তুমি !

দয়াল নিতাই, জানি তব গুণগ্রাম ;
 এই ত তোমার ষোণ্য কাজ ! এস বৎস,
 আত্মপর মিথ্যা কথা ! শোণিতবন্ধন
 স্নেহ হয় ; হৃদয়-সম্বন্ধ দৃঢ় রয় ;
 প্রাণের মিলনে জীয়ে সব আকর্ষণ !
 সেই টানে ঘুরে ফিরে ভাব-পুত্তলিকা !
 তারই অভিষেকে পর হয় আপনার !
 নহ তুমি মাতৃহীন, আমি মাতা তব ;
 এ বিদীর্ণ বন্ধ, হোক তোমার আশ্রয় !
 উত্তরিলো নিত্যানন্দ,—ধন্য আজ আমি!
 তা'ই হোক ; পুত্রহীনা দিব না থাকিতে
 ল'য়ে বার্কিক্যের সাথী দুর্ভাবনারাশি,
 শূণ্যগৃহে ক্ষুধা প্রাণে তোমারে, কল্যাণী !
 অবসাদ করি' দূর, হিয়ারে জাগাও ;
 বার্কিক্যের ষষ্টি তব গেছে বা হারান্নে,
 তেমনটী কোথা পাবে ? তেমন কি হয় ?
 ক্ষীণ হোক, ক্ষুদ্র হোক- যে নির্ভরটুকু
 পেয়েছ বুকের কাছে, লও যত্নে তুলি'
 ধূলি ঝাড়ি' আজ তারে ; শোন মাতা, পুত্র
 তব নহে পৃথিবীর ; জানি আমি তারে,
 মেঘের মতন তার উর্দ্ধে শুধু স্থান,
 কাজ তার, বরিষণে করিবে শীতল

ত্রুটিত তাপিত এই বিপুল নিখিল !
 পৃথিবীর প্রান্তে তারে নামিতে দেখিয়া
 সংসার পাতিয়া ফাঁদ প্রবল আগ্রহে
 ধাইল ধরিতে হবে, অমনি পলকে
 মুক্তির তুমুল হর্ষে উর্দ্ধে সে পালা'ল ।
 ধরায় নামিয়া, ছিল সেথা যত সুখা,
 নিঃশেষে করিয়া পান, পুলকিতপ্রাণ,
 গভীর সীমান্তে আসি' দাঁড়া'ল কণেক
 তৃপ্তি মানি' ; কিন্তু তৃষা মিটে নি জানিয়া,
 ধু ধু অকুলের পানে ছুটিল উন্মাদ,
 যেথায়, দিগন্তব্যাপী স্বতন্ত্র জগৎ
 কীরোদসমুদ্রসম নীরবে বহিছে !
 তার মাঝে কাঁপিল সে অমৃতের লোভে ।
 চিরদিন বন্ধনের ছিল সে অভীত ;
 তাই, দেবী, বুঝ নাই, আজিও তাহার
 সুগভীর হৃদয়ের সকল রহস্য !
 হৃদিহীন, সে বড়ই সহৃদয় বলি' ;
 উদাসীন, সে যে বড় প্রেমিক বলিয়া !
 কোমলে কঠিনে ভেজে গড়া সে প্রকৃতি ।
 ভাব-প্রসূনের ঘায়ে মুচ্ছিত যে হার,
 সে পুন মেকর মত কঠিন, অটল ;
 সিংহ সম পরাক্রম হৃকৃতিদলনে !

সে নহে পাষণ, মাগো, সে শুধুই বীর !
 সম্মুখে বিরক্ত শ্রান্ত, সে বটে ছাড়ে নি
 ধূলির মতন, পেয়ে প্রমোদ-প্রাসাদ,
 ক্রীড়া-শৈল, লীলোত্তান, কেলী-সরোবর,
 উগ্র ব্যসনের সজ্জা, বিলাস-সম্ভার,
 অথও রাজক্ৰী সনে দোদ'ঙ প্রতাপ !
 —কিস্ত সে ছাড়িল পেয়ে তা হ'তে বিষম,
 ততোধিক প্রাণহারী নেশার আস্বাদ,
 নাহি যাহে অবসাদ, নিত্যনব সেই
 গৃহস্থের গৃহ-সুখ ! সে মিষ্ট আবেশ
 কোথা রাজভোগে ?—বন্দীপাশে, বিনাশকে
 প্রাসাদের সিংহদ্বার মানে পরিহার,
 কুটীরের বেড়াজাল দেয় পথে কাঁটা !
 সে নহে পাষণ দেবী, সে শুধুই বীর !
 তোমা দৌহাকার তরে অশ্রুজলে রচি'
 মোরে দিয়া পাঠা'ল সে এই অভিজ্ঞান,—
 কাঁহও মায়েরে ভাই, অপরাধী আমি,
 মার্জনা করেন যেন অকৃতী সন্তানে ।—
 আরো কারো কাছে আছি গুরুতর দোষী,
 তারে বলিবার যোগ্য আছে কি বচন ?
 সান্ত্বনা হারিয়ে যায় তার দশা স্মরি' !
 —নিতাই থাকিলা তন্তে, দেখিলা চাহিয়া,

শচীর পড়িছে খাস, কাঁপিছে অধর ;
 রহিলা কাতরে চাহি' জননীর পানে
 অপরাধী শিশুসম ; সে সরল মুখ
 বিচ্ছেদ ভুলায়ে প্রাণে বাৎসল্য জাগ'ল ;
 নিঃশব্দ-সোহাগে শচী লাগিলা বুলাতে
 কম্পিত অঙ্গুলীগুলি নিত্যের মাথে ।
 সে নির্ঝাক্ আশীর্বাদ লাগিলা ভূজ্ঞতে
 সমস্ত হৃদয় দিয়া ধ্যানস্থ নিতাই ।
 সে অবধি, নিত্যানন্দ সংসারীর মত
 রহিলা স্নেহের কাছে স্বেচ্ছাবন্দী হ'য়ে ।

এর মাঝে, নদে' বাসী নবীনঘোবনা,
 রূপব্যবসায়ী এক পরমারূপসী
 রমণীমোহন রূপ হেরিয়া গোরার,
 মজিল অভাগী ; দিন দিন, পলে পলে,
 হইতে লাগিল দগ্ধ অন্তরে অন্তরে ।
 ঘুচাবার নহে তাহা—বুঝাবার নহে ।
 কত ছল-ছিদ্র খুঁজি লুকায়ে লুকায়ে
 হেরিত সে গোরচন্দ্রে ! এতদিনে তার
 নিজ নীচবৃত্তি প্রাতি উপজিল ঘৃণা ;
 প্রেমে নিভে গেছে কাম অজ্ঞাতে আপনি !
 কিন্তু ক্রমে গুপ্ত তৃষা লাগিল বাড়িতে,

সংঘম ভাসিয়া গেল , দরশনে আর
 নাহি মিটে আশা । এক অসম সাহস
 করিল নিলজ্জা !—খুঁজি একদা স্রোণ
 গোরায়ে নিঃসঙ্গ জানি, ভাবিল ভূলাব
 ছদ্মবেশে তাঁরে ; সেই প্রথম জানিল
 প্রণয়সস্তাপকুশা, তুষার বিবশা,
 অগঠিত, এবে ক্ষীণ তনুসন্ধি হ'তে
 মঞ্জীর করণ কাঞ্চী খসিছে আপনি !

ঝঙ্কত সে অলঙ্কার ঘুচায়ে ঝটিতি,
 তরুণ তাম্বুলরাগ চারু অধরের
 করিল বিলোপ, ইন্দ্রবরবিনিন্দিত
 রঞ্জন অঞ্জন-চিহ্ন মুছি' লোচনের,
 প্রক্ষালিত চরণের অলঙ্কার-গৌরব,
 যত্ন-অবিভ্রান্ত কেশ যত্নে আবরিয়া
 বিরূপ উষ্ণীষে, পীনবন্ধ লুকাইল
 আপাদলম্বিত নাতিস্থল নিচোলের
 সত্তর্ক বিভ্রাসে ! চলিল প্রণয়-মুগ্ধা
 মোহন কিশোর-বেশে ভেটিতে গোরায়ে;
 হয়েছিল বড় শোভা সেদিন আকাশে !
 যেন নীল নভপটে সুর-চিত্রকর
 সঞ্জন মাথাতেছিল ; সেদিন পটের

রঞ্জি' শুদ্ধ মধ্যদেশ, রেখেছিল কেলি' ;
 করি' করি' জ্বব-যেত সেই ফলকের
 চতুর্দিক হ'তে ছিন্ন-ভিন্ন, আঁকা-বাঁকা,
 দিগন্তের পানে বেয়ে এসেছে নামিয়া ;
 না স্পর্শিতে চক্রবাল, ধামিয়াছে ধারা
 নিঃস্ব হ'রে যেন । চাহি সে আকাশ পাজন
 ভাবিল মোহিতা,—আজ দেবপূজা-দিন !
 অমনি বহিল বায়ু শিলরি' শিহরি'
 চাঁপার সৌরভ সনে ঘুঘুর সুরব !
 সে মাতাল বায়ু কর্ণে কহিল গুঞ্জরি',—
 আমরা সহায় তোর, যা চলি' রে ভীক',—
 আশায়-নিরাশে ভক্ত আরাধ্যো ভেটিল ।
 একদৃষ্টে গৌরচন্দ্র রহিলেন চাহি'
 নব আগন্তুক পানে ; কহিলা সাদরে,—
 কি প্রার্থনা মোর কাছে, কহ নিঃসঙ্কোচে!—
 উত্তরিল ছরাকাজুক,—গহ মোরে ডাকি'
 তব প্রেমে, হে প্রেমিক, এই ভিক্ষা পদে!—
 উত্তর করিলা গোরা,—এই কান্তরূপ,
 কোরকবয়স নহে উগ্র তপস্তার !
 ভাবিও না, আসিয়াছি স্নান নদীয়া
 গৃহে গৃহে ভাপাইতে মিলন-স্বপন !—
 উত্তরিল ছদ্মবেশী,—প্রভু, সত্য কহি,

আপনা বলিতে বিধে কেহ নাই মোর !
 —বলিতে বলিতে কথা, উঠিল কাঁপিয়া
 অধরপল্লব ! গোরা গলিলা এবার,
 কহিলা সাগ্রহে,—তবে, থাকে মোর কাছে !-
 শুনি, মর্মে মর্মে হ'ল কৃতার্থ রঙ্গিনী,
 কহিল কাকুতি করি'—দবে মোরে প্রেম,
 হরিষ শপথ ল'য়ে কহ, প্রেমময় !—
 অক্লভক্তি-উদ্বোধিত হৃদয়-উচ্ছ্বাস
 ভাবি' সকৌতুকে কহিলেন হাসি গোরা ;—
 করিলাম অঙ্গীকার, হে প্রিয়দর্শন !
 কিন্তু ভাবিতেছি, হেন নবনৌকোমল
 রমণীয় কমনীয় কাস্তি, হবে না কি
 ব্রহ্ম শুদ্ধ অনভ্যস্ত কুচ্ছে, অনিয়মে ?—
 হেরিল উদ্ভ্রাস্ত নারী বল্লনা-কুহকে,
 তার লাগি স্বর্গ যেন এসেছে নামিয়া,
 —বাঁধিবে না বুক আজ ধরিতে তাহার ?
 সে সাহস যদি নাই, স্বর্গে সাধ কেন ?
 স্বীয় রূপ-বোবনের মুগ্ধ-গুণগান
 শুনিতে লাগিল মুগ্ধা,—শিহরি কাঁপিছে
 গোয়ার অমিয়কণ্ঠে প্রীতিমাত হ'য়ে !
 সেইক্ষণে ছদ্মবেশ ত্রস্তে উন্মোচিয়া
 দাঁড়া'ল সন্মুখে এক মোহিনী তরুণী !

—অমনি বিনত-স্বর্ণ উর্দ্ধে উঠি' গেল !
পরীক্ষিত হেরি' কাছে তক্ষকে সহসা
চমকি' সরিয়াছিল। বুঝি এইরূপে !

গ্রীবার বন্ধিম ভঙ্গী ; ভঙ্গ বেন বসি
দূরস্থিত খেতপদ্মে—তিল-কলঙ্কিত
গৌর-আস্ত্রে হাস্তে অনুরঞ্জিত রক্তমা,
থর থর অধর-রঞ্জমা, তরঙ্গিত
অবক্ক-কেশের ছটা, গন্ধামোদী ঘটা,
বিলুপ্তিত-অঞ্চলের ললিত বিহ্বাস,
টলমল-হৃদয়ের আন্দোলন-লীলা,
ভাবে টলমল থর-কটাক্ষের খেলা
—সহসা প্রশ্ন-গর্কে উঠেছিল কুটি',
পলকে পড়িল লুটি' প্রত্যাখ্যান-লাঞ্জে !
—হ্রাশে হৃদয় বাধি সাধিল শঙ্কিতা,
জোড়কর, নতজানু, কাতর-নয়ন !
চাতকিনী নীরদে কি পিয়াসা জানা'ল ?
নন্দিত প্রকৃতি মাঝে, সুমন্দ সমীরে,
অসম্পূর্ণ কেশভার চিকণ, কুঞ্চিত,
সর্ব্বাঙ্গে পড়িল ছেয়ে, মধুর নির্বিড়
সুখ-বিষাদের মত ! নয়নের প্রান্তে,
কজ্জলের লুপ্ত-রাগ হ'ল প্রতিভাত,

নিরাশ-প্রেমের বেন স্বহস্তরচিত
 শোভন কলঙ্করেখা ! ভাঙিল নির্জনে,
 মোহিনীর রূপরাশি পরাণ মোহিয়া !
 উঠিল কঙ্কণতর নারীর মিনতি !—
 সত্যসন্ধ তুমি, সত্যবদ্ধ হইয়াছ !
 কিন্তু নাহি বলি তাহা ; কিছু নাহি বলি !
 শুধু, একবার—একবার, বল শুধু,
 ভালবাস অভাগিনী সৈরিনীয়ে ! আর,
 যে উচ্ছল অনুরাগে ভক্তে দাও কোল,
 এই ভক্তে সে সৌভাগ্যে দাও অধিকার !
 ও অধরবিশ্ব, আমি জানি, নন্দনের !
 ধন্য হব দূর হতে নিয়ে শুধু ভ্রাণ !
 কিছা, তাও নাহি চাই , কহ মোরে এই,
 দয়া যদি নাহি হয়, স্বপ্নার আক্রোশে,
 স্মৃতি পরিহাসে, খেলার হেলার,—
 মুখরার ভালবাসা করিলে গ্রহণ !
 —সত্য হোক, মিথ্যা হোক, জানিতে চাব না,
 কেহ জানিবে না এই দয়ার কাহিনী,
 দয়ার ঠাকুর ! নাহি চাহে কলঙ্কিনী
 করিতে তোমাতে হীন জগতের কাছে ;
 লোককর্ণ-অন্তরালে পতিতার হৃদয়ে
 হে জ্ঞাতা, সান্ত্বনা-বাণী একটা শুনাও !

গলিল না, নামিল না মেঘ ; শুধু তার
 নিহিত নিশিত বীৰ্য্য উঠিল ঝলসি' ।
 সে উদীপ্ত অতর্কিত তেজ, সেইক্ষণে
 ভস্মসার করে বুঝি ঘন-কম্পিতারে !
 পলাইল চাপলিনী, কুহকে যেমতি !
 উর্দ্ধে চাহি কহে গোরা,—পরীক্ষা এখনো ?—
 অভিমানে পূতধারা ভক্তের নয়নে !

পরদিন, নদীতটে বসি' সে গণিকা
 যৌবনের ইতিবৃত্ত করিছে স্মরণ,
 —জীবন কেমনে কবে প্রমাদে মজিল,
 চেয়েছিহু স্বাধীনতা, চেয়েছিহু ধন,
 বিবেকের আর্তনাদ ডুবায়ে চাটুতে
 হৃদয়-মৃগয়া নিত্য—জয়-পরাজয় !
 শাস্তি শুধু ভ্রান্তি ! সুখ মায়া-মরীচিকা !
 এত অর্থ, হেন রূপ, এমন যৌবন,
 ত্যজিতে অক্ষয়, কিন্তু বহিতে কাতর !
 নিমগ্ন আকণ্ঠ পড়ে ! কি আশা-পরশে
 ফুটিল পরাণে পদ্ম, শুকাল আবাস
 কোন্ মনস্তাপে ? যাই তবে পূর্ব পথে ?
 ক্রিপ্ত হব ভাবিলে তা ! অমুতাপ-দগ্ধা
 শুনি, ডাকিছে নদী স্নিগ্ধ কোলে তারে !

ভাবিল,—মরিব কেন ? প্রায়শ্চিত্ত বাকী !
 চেয়েছিল কলঙ্কিতে কোন্ মহাজনে ?
 চাঁচর চিকুরে জটা, গৈরিক-বসনা,
 কার ভাবে দেশান্তরী—যৌবনে যোগিনী !
 কতবার মনে হ'ল, ভেটিতে গোরারে
 এ যাত্রা বিচিত্র, নব কামসিদ্ধি লাগি !
 পারিল না কালামুখ দেখাইতে আর ;
 পরবশ চিত্তেরই বা কি এত বিশ্বাস !
 —পাবে কি সে পরিত্রাণ ? অজগর-পাপ
 ক্ষুদ্র জাতিকূলে গ্রাসি নিজেও মরিবে ?

রূপমুগ্ধ হরিদাস, ভিক্ষা-ছল করি'
 যায় নিত্য সুবিধবা মাধবীর গৃহে !
 দোষীর সঙ্কোচ-দৃষ্টি, অস্বচ্ছন্দ-ভাব
 হেরি' গোরা, করিলেন সাবধান তারে !
 হরিদাস যেত তবু লুকায়ে লুকায়ে !
 শুনি অগ্নিমূর্তি গোরা, বর্জিলা তাহারে !
 অনুন্নয়-অনুরোধ মানিলা না কারো ।
 কহিলেন সবে,—মোরে ভেবো না কঠোর ;
 আমি কি বুঝি না, মান মায়ের জাতির !
 গৃহলক্ষ্মী কল্যাণীরা জানি, রাখিছেন
 দুঃখে দৈত্রে আমাদের সংসার কুলা'য়ে ?

তাঁহাদের পুণ্যে প্রেমে পানী সাধু হয় !
 তাঁদের লাবণ্যপুঞ্জ জলে হোমানল !
 যে পুরুষ ভাবে,—নারী বিলাস-সঙ্গিনী,
 গৃহস্থালী-বস্ত্র, ব্রীড়া-ক্রীড়ার পুত্তলী,
 যারা নাহি মানে,—স্বভাবগরিষ্ঠ নারী,
 উচ্চাঙ্গের সাধনার সমাধিকারিণী,
 মানবী পিয়ায়ে নিজ বৃকের শোণিত
 তুলেছে মানুষ করি' বৃথায় তাদের !
 হাঁ মানি,—পুরুষ শ্রেষ্ঠ পুরুষ পৌরুষে,
 সে তাওবে নারী যেন নাহি মাতে কভু !
 তার সিদ্ধি-সেবা-স্নেহ-তিতিকা-সংবনে,
 নারী শ্রেষ্ঠ এই গুণে;—সে যে অনার্যাসে
 তার নিজ অধিকারে পায় অধিকার ।
 পুরুষের গুণপণা করিছে নির্ভর
 বাল্যাবধি সাধুসঙ্গ, শিক্ষা ও শাসনে !
 অবলোরে পুষ্ট করি' বিশেষ প্রসাদে,
 সে দানে বঞ্চিত রাখি' প্রবলোরে, তাঁর
 বিচারের তুল্যদণ্ড ছলিছে সমান !
 পুণ্যে কীট সম—জাগে শুভে অমঙ্গল !
 অমূল্য চরিত্র-ধন. রূপণের প্রায়
 ক্রেশে রক্ষণীয় ! তিলেকের অযতনে,
 ধনী দীন হ'য়ে যায় চিরদিন তরে

মানসিক অধঃপাত, তাও তুচ্ছ নহে ।
 অসার্থক হীন-চিন্তা ক্ষান্ত নাহি থাকে,
 বাহিরে অজস্র কাজে চুপে দেয় ছাপ,
 বাসনার-তাপ ! শেষে, হ'য়ে যায় তাই
 দ্বিতীয়-স্বভাবসম অস্থিমজ্জাগত !
 হরিদাস প্রতি দণ্ড—জেনো, পুরস্কার !
 সহিয়া সে ভক্তদের দুঃসহ বিরহ
 আত্মত্যাগতাপে হবে শোধিত-কাঞ্চন !
 একদিন পরিত্যক্ত চুখে হবে স্মৃতি
 এই ভাবি, করেনি সে দল সংক্রামিত,
 তার দোষে, সম্প্রদায় হয় নি নিন্দিত ।
 একের উৎসর্গ ভাল দেশের রক্ষায় !
 প্রিয় শিষ্য দামোদর কহিলা তখন
 গোয়ারে চাহিয়া,—করি সাবধান তোমা,
 যে ব্রাহ্মণস্বতে তুমি করিছ পালন,
 দরিদ্রা সুলক্ষ্য এক যুবতী বিধবা
 মাতা তার ! উঠিবে না কে জানে ইহাতে
 উর্বরমস্তিষ্কদলে কোন কাণাকাণি ?—
 হাসিয়া কহিলা গোরা,—কি ভয় তাহাতে ?
 সত্যের সেবায় কিছু হবে না মানিতে ।
 নিন্দা যার কর্তব্যে, যার প্রকৃতিরে
 করিবারে পারে দীন, তার কৰ্ম্ম, শুধু

কষ্ট-চেষ্টা, নহে তাহা স্বতঃপ্রস্ফুট ।
 দূষিতশোণিতপায়ী জলোকার মত,
 নিন্দুকেরা আমাদের ধাতু-সংশোধক ।
 করিবে সত্যের সেবা, শুধু সত্য লাগি' ;
 করে' যাবে শ্রেয়, শুধু শ্রেয়ের উৎসাহে,
 পুরস্কার-তিরস্কার স্বর্ণে মর্তে কারো
 না করি' গণনা । সংসার-সমরাজ্যে
 জয়-পরাজয় ভুলি' হবে অগ্রসর ।
 আশ্রিতে করিবে রক্ষা সর্ব সমর্পণে,
 সঙ্গী সারমেয়ে যথা রাজা যুধিষ্ঠির !

কহিল শ্রীধর,—তায়পথ অহুসরি'
 যদি পাই অবিচার ঘৃণা, ঘৃন্য, ঘৃষ,
 সহিব কি তাহা মৌনে ? কিহা, সে আঘাত
 দিব কিরাইয়া ?—গৌরচন্দ্র উত্তরিল,—
 ক্রমা বড় সব দিকে ক্ষুদ্র বৈর চেয়ে ।
 রোষের উদয়, প্রেমে করিবে বিলয় !
 কন্দার্জিত স্কন্ধের গড়া প্রকৃতির
 ঘেবে ঘৃন্যে অপচয় ! প্রেমে উপচয় !
 এক গুণ গুণান্তরে সংক্রামিত হ'য়ে
 সহস্র নিগুণে নিত্য করে তাই গুণী !
 অন্তায় চরণ তোলে ত্রায়ের মস্তকে,

তোমার ঔদাস্তে যবে—ক্ৰমা নহে তাহা !
 ক্রমিতে সমর্থ তুমি তোমারই যে বৈরী ;
 বিশ্ব-শৃঙ্খলায়, বিশ্বপতির নিয়মে
 ঘটায় যে বিপর্যয় বিদ্রোহে বিরাগে
 কাপুরুষ,—সহ যদি আত্মশক্তি ভুলি' ?

সুধাইলা গৌরচন্দ্রে সংশয়ী অদ্বৈত,—
 নাহি বুঝি, ভক্তি হ'তে জ্ঞান ন্যূন কিসে !—
 উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—গুন দার্শনিক,
 জ্ঞান নহে তুচ্ছ ; কিন্তু, ভক্তি উচ্চতর ;
 ভক্তি, নিত্যসত্য ; জ্ঞান যুক্তির অধীন ,
 ভক্তি, মুখ্য-অনুভাব ; জ্ঞান, গৌণভাব ;
 জ্ঞানের উৎপত্তি তর্কে, স্পর্ধা, বৃৎপত্তিতে ;
 প্রতিপদে আসে দ্বিধা হতাশ সংশয় ;
 তাই, অনুভূতি মাঝে হয় দীপ্যমান
 চিরদিন প্রমাণের আছে যা অতীত ।
 নিত্য-কোলাহলতিক্ত বিক্লিপ্ত জীবনে
 মাঝে মাঝে আসে তেন শাস্ত শুভক্ষণ,
 যখন প্রবৃত্তি-স্রোত প্রাপ্ত সিদ্ধ যথা
 সংযম-বেলার সনে হৃন্দে পরাজিত,
 নিঃশেষে ঘুমা'য়ে পড়ে ! শুভ্র বাষ্প সম
 আত্মিক সাহিত্যিক সত্তা কায়-কারা ছাড়ি'

অনন্ত-প্রবাহে দেয় আনন্দে সাঁতার !
 এ বিপুল উল্লসন প্রেয় হ'তে শ্রেয়ে,
 ভাবেরই প্রক্রিয়া, নহে ক্রিয়া মস্তিষ্কের !
 জানী বলে,—স্বপ্নসত্ত্ব ! যদি কেহ থাকে,
 বিচারেরি বেড়াঝালে পড়িবে সে ধরা !
 ভক্তের নির্ভর তিনি, ভক্ত তাঁর প্রাণ !
 তাঁর প্রেয় অহুষ্ঠান, শ্রেয়ে শ্রেয়জ্ঞান,
 তাঁতে চিত্ত সমাধান,—ভক্তির সাধন !
 মুরারি করিলা প্রশ্ন,—ত্যাগীর কি পথ
 প্রপঞ্চ-প্রমাদপূর্ণ নখর ভুবনে ?
 ধর্মের কি স্বপ্ন গতি পারি না বুঝিতে !—
 উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—শ্রেষ্ঠ, কর্ম-পথ
 কি সংসারী, কি সন্ন্যাসী, সকলের কাছে !
 গৃহাশ্রম, নহে ক্ষুদ্র সুখের ভোগের ;
 বর্ণাশ্রম, নহে আত্ম-নিগ্রহ নিষ্ক্রিয়া !
 প্রবৃত্তিরে দিতে হবে নিবৃত্তির হাতে
 বিবেকের সেবা লাগি' । অতি-সাবধান,
 আরোহণ-অবরোহসঙ্কটবর্জিত
 বীতরাগ-জীবনের সমতলে রহি'
 নিগ্রহের সম্মার্জ্জনী যতই ঘুরাও,
 মোহ-কুহেলিকা তাহে তিলেক না যুচে !
 হেন গৃহদ্বন্দ্ব শুধু হয় বলক্ষয় !

কর্ম-গিরিবর্ম দিয়া বারেক উঠিলে
 উত্তর উতান-শৃঙ্গে, নিম্নস্তরলীন
 কুহেলি-কুহকজাল তলে পড়ি' যার ?
 —পার্থিব বিশ্ব কি নিঃস্ব—ইন্দ্রিয়ের বেড়া
 আত্মার চৌদিকে বলি' ?—নহে, কভু নহে !
 জীবন পরীক্ষা হোক,—নিদানের সেতু,
 অপার্থিব জগৎ কি জুড়াবারই স্থান ?
 যেথা জীব সেথা শিব—কর্মে মূর্তিমান !

কহিলা মুরারি,—কর্ম করিব কেমনে
 বিশ্বে নিঃস্ব হ'য়ে ?—গৌরচন্দ্র উত্তরিলি,—
 ভ্যাগীর ব্যসন জেনো, ধনের পিপাসা !
 থাকে যার ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা হিতব্রতে,
 তার নাহি হয় কভু কোন অনাটন !
 ইচ্ছা জয়ী, প্রেম জয়ী, ধর্ম জয়ী সদা !
 বে অর্থে পরার্থ সাধা, স্বার্থ-লোভ এলে,
 কর্ম হ'তে অকর্মের হয় সে সহায় ?

তখন কহিলা শম্ভু,—রাজকোষ হতে
 নদীয়ার কোষাধ্যক্ষ আত্মসাৎ করি'
 সহস্র সুবর্ণমুদ্রা হইয়াছে ধৃত !
 আজ নাকি হবে তার কুকাণ্ডে বিচার !

উচিত কি নহে সেই পৌড়িতে উদ্ধার ?
 কহিলেন গোরা,—মুক্তি পাবে সে বিচারে
 না হইলে দোষী ! পক্ষ ল'য়ে অস্ত্রায়ের,
 দয়া কিছা মায়াবশে দেয় যে প্রশ্রয়,
 দোষীয়ে আশ্রয়, দণ্ড অমোঘ ত্রায়ের
 পড়ে তার শিরে !—প্রভু, কহিলা মুকুন্দ,—
 অন্নবুদ্ধি মানবের বিচার কি ঠিক ?
 হোক অপরাধী, তবু প্রাণদণ্ড হ'তে
 কর তারে জ্ঞান !—গোরা গলিলা এবার ;
 কহিলা ভাবিয়া,—কে আমি, কি সাধ্য মোর
 বিপন্নে করিব রক্ষা, তিনি না রাখিলে ?
 তবু কল্য রাজদ্বারে যাব ভিক্ষা লাগি' ।

পরদিন প্রাতঃকালে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে
 বার দিয়া বসেছেন রাজপ্রতিনিধি !
 শোভে নীল চক্ৰাতপ ঢাকি' নীলাধর ;
 কোমল গালিচা নীচে গিয়াছে মিশিয়া
 শ্রামভূগাসন সনে ; সসজ্জ প্রহরী
 বহুবস্ত্র করি' থামাইছে জনশ্রোত,
 আর তার কর্ণভেদী উদ্ভ্রাস্ত কল্লোল ;
 সাজি' রত্ন-বিজড়িত বসনে উষ্ণীষে,
 উপবিষ্ট বিচারক উচ্চ মঞ্চোপরি ।

নিশ্চল গম্ভীর মূর্তি জাগাইছে ভীতি
 নিরীহ দর্শকদেরো ! হেনকালে সেথা
 অভিযুক্ত কোষাধ্যক্ষ, প্রহরীবেষ্টিত,
 কাতর নয়নে আর কম্পিত চরণে
 দাঁড়াইল বন্দীবেশে বন্দি' বিচারকে ।
 পলকে সহস্র চক্ষু পড়িল সোদিকে,
 আবার আসিল ক্ষিরে বিচারক পানে !
 উঠে গেল প্রাণে প্রাণে অজ্ঞাত-স্পন্দন !
 নিমেষে উন্মুখ হ'ল সহস্র শ্রবণ !

পরিহাসি' হাস্ত-ছলে চাহি' বন্দী পানে
 কহিলেন বিচারক,—বিশ্বাসঘাতক,
 প্রমাণ হইবে, জেনো, অপরাধ তব,
 নিজমুখে যদি দোষ না কর স্বীকার,
 বহু অত্যাচার তবে হইবে সহিতে !—
 শুষ্কমুখে কহে বন্দী,—আমি অপরাধী ;
 ধর্ম অবতার তুমি, দয়া মাগি তব ।
 বিষম অবজ্ঞাভরে অধম ফুলায়ে,
 ললাট কুঞ্চিত করি', বাঁকাইয়া গ্রীবা
 আর!স্ত্রলা বিচারক উচ্চ করি' স্বর,
 চাহি' যেন কোতূহলী জনতার পানে,—
 নাহি মোর অধিকার দয়াময় মায়াময় ;

প্রভুর বিশ্বাসে যেই করেছে আঘাত,
তার প্রাণদণ্ড বিনা নাহি অত্র বিধি ।
—গুনিয়া, উদেল-সভা হইল নিশ্চল ।

হেনকালে ভিড় ঠেলি', লজ্জি' প্রহরীয়ে
কি জানি কি মজ্জবলে, চমৎকৃত করি'
ভীত ত্রস্ত জনতারে, দাঁড়াইলা গোরা
বিচারক পাশে আস ! ধাইল প্রহরী !
—সে মোহন আত্ম পানে চাহি' বিচারক
তাজিয়া বিচারাসন দাঁড়াইলা উঠি' !
তা দেখিয়া অর্দ্ধপথে থামিল প্রহরী ।
জিজ্ঞাসিলা বিচারক,—কি চাহ. সন্ন্যাসী ?
কহিলা সন্ন্যাসী,—আসিয়াছি ভিক্ষা তরে,
অপরোধী রাজভৃত্যে ভিক্ষা চাহি আমি !
চেও না অমন করে' বিরাগে-বিশ্বসে,
শোন বিচারক, কে কার বিচার কার ?
অতুল্য অমূল্য হেন মানব-জীবন,
সর্বশক্তিমান্ যিনি. তাঁরও শ্রেষ্ঠ দান ;
নহে বিচারের বধ্য ক্ষুদ্র মানবের !
ত্বায়ের চলনা করি' চেও না হরিতে
নারিবে যা দিতে ! ভাল করে' বুঝে' দেখ,
ভাবো সেদিনের কথা, যবে উচ্চ-নীচ,

রাজা-প্রজা একসাথে মিলিবে সকলে
 রাজ-রাজেশ্বর পাশে, চির-অপরাধী !
 ভ্রাত-বিচারেরি মাত্র করিবে প্রার্থনা ?
 চাহিবে না দয়া, ক্ষমা ? দয়াক্ষমাহীন
 তোমার এ বিচারেরি হবে যে বিচার
 পুনর্বার সে চূড়ান্ত ধর্ম্মাধিকরণে !
 —কি যেন 'মোহিনী' কণ্ঠে, আননে মহিমা !
 —চাহিয়া রহিল স্তব্ধ রাজ-প্রতিনিধি,
 কহিল গদগদ কণ্ঠে, কে তুমি শিক্ষক,
 কি কথা শিখালে !—কে করে বিচার কার ?
 বন্দী, মুক্ত তুমি ! কে কার বিচার করে !
 —উঠিল জনতা মাঝে 'জয় জয়' ধ্বনি ।
 কহিলেন বিচারক গোরায়ে চাহিয়া,—
 মহাঅনু, ছাড়িব না আর ত তোমারে ;
 কৃপা করে' যেতে হবে ভেটিতে নবাবে ;
 হিন্দু প্রীতি, বিশেষত সাধুসন্ন্যাসীতে
 অতিমাত্র অমূল্য নবাবনাজিম ।—
 হাসি' উত্তরিল গোরা,—রাজসন্দর্শনে
 সন্ন্যাসীর কোন্ কাজ ? দোষ আছে তা'তে ।
 স্বেচ্ছা থাক, বন্ধু !—এত বলি' আলিঙ্গিল ।
 সাধুস্পর্শে যাত্রমুগ্ধ রাজপ্রতিনিধি !
 সে স্বেচ্ছা হইলেন গোরা অস্বহিত ।

সে কৃতজ্ঞ কোষাধ্যক্ষ লইল শরণ
 গোরার চরণে ! প্রভু-বিশ্বাসঘাতীয়ে
 করিলেন গোরা শেষে অগৎ-প্রভুর
 সেবক বিশ্বাসী ! লোকহিতে, আর্ন্ত-ত্ৰাণে
 ধর্মের প্রত্যক্ষ মর্ম প্রচারি' চলিলা !

পঞ্চম সর্গ

সংস্কারক

ভক্তি যার ভর তিতি, প্রেম যার প্রাণ,
বিশ্বাস, ঐশ্বর্য যার—ঘোষণা, অভয়,
অশ্রু যাহে শুদ্ধিজল, নামে মোক্ষ লাভ,
সে সত্য কি রহে ছদ্ম, হয় অনাদৃত ?
সুগম সাধনমার্গ, আদর্শ বিশদ,
নব নব আনন্দের আবির্ভাব ধ্যানে,
ধারণায় শুদ্ধা ভক্তি, কর্মে ভরা ক্ষেম,
জীবে দয়া বিস্ত্রে প্রেম পতিতে করুণা,
যে তব্ধে নিহিত,—তা কি ব্যর্থ হইবার ?
ভিখারী নিখিল যাহে মহাপ্রস্থানের
অবলীলাক্রমে লভে ছল'ভ পাথের,
—প্রভঞ্জনপ্রবাহিত দাবানল সম
সে ধর্ম ছড়ানে গেল দেখিতে দেখিতে !
সংসারের ঝঙ্কা-বজ্র তবু নিরোপরে
লাগিল ডাকিতে, বক্র-নিখিল-প্রবাহ
কর্তব্যের গতিপথ দাঁড়া'ল আগুনি' ;
অজস্র করকাপাত উন্নত নস্তকে
লাগিল হইতে । নিত্য কত প্রলোভন,

আপদ বিপদ বাধা ঘেঁষ অত্যাচার
 আসিল, আবার গেল । হারনাম-মন্ত্রে
 সঙ্কটে হইলা পার ; অটলনিষ্ঠায়,
 আত্মপ্রত্যয়ের বলে, স্থির প্রতিজ্ঞায়
 হইলেন অগ্রসর গোরা দৃঢ়পদে
 এক শুভ ক্রব ধরি', আলো অহুসরি' ।

শ্রীবাসের আগিনায় চলেছে কীৰ্ত্তন,
 দিনরাত বাহতেছে ভাবের জোয়ার,
 এত চালে—প্রেম-পাত্র তবু না ফুরায় ;
 আরও লও, আরও চালো,—এহ শুধু বুলি ।

গোরা লক্ষ্য করিতেন,—যুবা একজন
 প্রতিদিন সসঙ্কোচে বহু দূরে বাসি
 বহুকণ একমনে শুনে সংকীৰ্ত্তন,
 ঝন্ ঝন্ ঝরে ধারা তার ছনয়নে !
 চেয়ে থাকে অনিমেষে কভু তাঁরই পানে
 ছল্ ছল্ অঁখি তুলি' ঢল্ ঢল্ মুখে !
 ভাবিলেন গৌরচন্দ্র,—তবে বুঝি এর
 বলিবার আছে কোন কথা, কোন ব্যথা
 আছে জুড়াবার !—তবে ত এ বন্ধু মোর !
 একদিন একেবারে ছুটে' গিয়ে তারে

দিলা কোল !—শিষ্যবর্গ অবাক্ বিশ্বসে !
 যুবা কহে,—সাধুস্পর্শে কণ্টকিত তনু,—
 রূপাময়, এত দয়া অধমের প্রতি ?
 বলি তবে, তব কাছে মোর ইতিহাস,—
 একদিন নামগান কৌতূহলভরে
 আসিলাম গুনিবারে' হইবে সংস্থান,
 ভাবিলাম, কৌতুকের ! শেষে দেখি, প্রাণ
 কি যেন অপূর্ব রসে ভিজিল, মজিল,
 মর্মে মর্মে জুড়াইল ! গৃহে নাহি মন,
 কিরি তব পাছে কোন্ নেশায় ত্বয় !
 দেখি চেয়ে তোমার ও মোহন মুরতি,
 চকোর ঘেমন চেয়ে থাকে চন্দ্র পানে !
 কিন্তু মোর কি শক্তি, কি সাহসবলে
 যাইব নিকটে আরও—হ'ব অধিকারী
 হরিনামামৃত পানে সকলের সাথে ?
 আজ যদি অনুকম্পা করিয়াছ দীনে,
 করিব না ছলনা তোমারে,—আমি হই
 জাতিতে মুসলমান—বিধর্মী তোমার !
 আলিঙ্গন দৃঢ় করি' কহিলেন গোরা,—
 অভিন্ন মানব জাতি,—ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল
 ইহুদী খৃষ্টান বৌদ্ধ জৈন মুসলমান !
 হরি ডাকিছেন তোমা বহুদিন ধরি'

তাই ত এসেছ, ভাই, সেধে ধরা দিতে !
 মোরা ত দাসানুদাস ! সে কি কোন কথা,
 প্রভু যারে কছে টানে, ভৃত্য তারে ঠেলে ?
 আজ হ'তে নাম তব হ'ল হরিদাস !—
 হরিদাসে কাছে কাছে রাখিতে ন গোরা,
 সবে যারে অবহেলা, সংশয়ে নেহারে,
 তারই প্রতি গৌরচন্দ্র অধিক সদয় !

নদীয়ার কাজী বন্দী করি' ধর্ম-ত্যাগী
 হরিদাসে—বেত্রাঘাতে করিলা জর্জর !
 অটল রক্তাক্ত ভক্ত ! কহিছে নির্ভয়ে,—
 যাক্ প্রাণ, হরিনাম ছাড়িব না কভু !—
 জলিয়া উঠিলা কাজী ; হাঁকিলা,—জন্মাদ,
 এই দণ্ডে হতভাগ্যে লহ বধ্যভূমে,
 দেখি, আজ দল ওকে রাখে কি প্রকারে !—
 অকস্মাৎ ভক্তদল এল ঝুঞ্জা-বেগে,
 করিল না কারও প্রতি কোন অত্যাচার,
 বন্দী-হরিদাসে নিয়ে হ'ল অন্তর্হিত !
 একমাত্র গৌরচন্দ্র প্রশান্ত, নিশ্চল,
 হেরিছেন একদৃষ্টে উদ্ধত কাজীরে !
 চাহি' সেই ধক্ ধক্ নয়নের পানে
 ফেলিল নিমেষ ভ্রাস্ত যেন মস্তবলে !

অভিভূত, পরাভূত, অবনত হ'ল ;

শ্রীমুখের বাণী শুনি' বন্দী হ'ল প্রেমে !

গৌরার প্রভাব দেখি' প্রাক্ত শাক্ত এক
 মাতিল বিদেবে । গিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে
 গৌরচন্দ্রে কহে,—ভণ্ড, মধু-রস বলি'
 পিয়াইছ তিক্ত রিক্ত ধর্মের নির্ঘাস ?
 পাপ পুণ্য ? মনের বিকার ! অসাধু হৃদয়,
 দেখি, সুখী ধনে মানে ! সাধু সজ্জনের
 যত সর্বনাশ ! কি বিচার মরি, তব
 দয়ালের ; দয়া কোথা ? দণ্ড-পুরস্কার
 হবে শেষে ? কোথা শেষ ? কবির স্বপনে,
 ক্যাপারা যেখানে গড়িয়াছে পরকাল,
 অস্তিত্ব-প্রমাণ ক'াকির 'দর্শনে' পাই !
 অ'খির দর্শনে—নাই, নাই ! কিছু নাই !
 প্রেহেলিকা-কুহেলিকা মিথ্যা ভয়ে রচি'
 অ'ধারে কাহারে খোঁজা পশ্চাতে কেলিয়া
 দীপ্ত দিনগুলি আজিকার ?—জানি বাহা
 প্রত্যক্ষ প্রকৃত ! দিন ফুরাল, ফুরাল,
 শেষে সব ফকির, শূন্য অন্ধকার !
 অঞ্জলি রচিয়া, করি' সুরাপান-ভাণ
 কহে শাক্ত,—বিশ্বে সার কারণসলিল !
 সুরা খাও, ভুলে' যাও চেতনা-বেদনা !

রূপসীর তীব্রতর অধর-মদিরা
 মিশাও তাহার সাথে !—প্রকৃতি-ভজনে,
 পুরুষের পরমার্থ ! প্রকৃতি মোদের
 প্রবৃত্তির তৃপ্তি ! নীচ-মনোবৃত্তি ভাবি'
 সে স্বভাবে অভাব যে আপনা বঞ্চনা !
 জীবনের তা'ই সিদ্ধি, সুখ হয় যাতে,
 বাহুকরী মহামায়া মাতাল সে মদে !
 পঞ্চভূত অকস্মাৎ মনের খেয়ালে
 জীর জড় সৃজিয়াছে কণ-ক্রীড়া লাগি
 মোরা কণপ্রভা-শিশু চির-তিমিরের !
 ছিলাম না কোন দিন, রহিব না কভু !
 গোরা রহিলেন চাহি', হেরেন যেক্রপে
 বিদ্রোহী তনয়ে পিতা যবে বাজে বাথা
 তার অত্যাচারে !—ধীরে ধীরে কহিলেন,—
 ধর্ম-কর্ম প্রেম-স্নেহ এত যে বান্ধন,
 কণিক ? দেহের শুধু ?—নাই তার যোগ
 মৃত্যুর পশ্চাতে ?—খেয়ালীর খেয়ালী এ !
 ঝড়ের ঝোঁকের সৃষ্টি এত সুস্থখল !
 পঞ্চভূত স্রষ্টা যদি—তবে জন্ম-ধারা
 কেন কহে অস্ত্র খাতে ?—ভঙ্গুর দেহের
 সে যে শুধু উপাদান !—আত্মা অংশ বার
 তিনি এক স্রষ্টা !—নিত্য, অজর, অমর !

জীবাশ্মার তব্ব পরমাশ্মার দর্শনে ।
 'হঠাৎ-বড়র' দল, 'ভূঁইফোড়' বত
 স্বভাবের গর্বে করে ধ্বংস সাধনারে !—
 প্রকৃতি যে বাঁচে বাড়ে—গুণামুশীলনে !
 হুল'ভ মানবজন্ম বিলাসে ব্যাসনে
 যথা-ইচ্ছা কাটাবার ? নাই তার কোন
 এক কেন্দ্রীভূত লক্ষ্য ?—মোক উচ্চতর ?
 সাধুর পতন আর বৃদ্ধি হুর্জনের
 চর্মচর্মে হেরিছ যা, দৃষ্টির বিভ্রম !
 পুণ্যের পতন, সে যে মাতঙ্গের মত ।
 পাপের যে বৃদ্ধি, ও ত পতঙ্গের প্রায় !
 সুখই সিদ্ধি ? মানি, যদি জান সে সাধন !—
 ত্যাগ-ছাড়-পত্র নিয়া হুঃখ-পুরী ঘুড়ি'
 উতরিতে হয় সুখে ! রোগীর ঔষধ
 সুখ—নিরোগীর ব্যাধি !—ইন্দ্রিয়ের সুখ
 অতীন্দ্রিয়-রসায়নে জারিত হলে, না
 আশ্রয় আনন্দে আশ্রয়প্রসাদে উন্নীত ?
 নহিলে, তা হুঃখ ?—নেত্র-আগে নিত্য এত
 দেখেও, দেখিতে নায়ে,—সে অন্ধ মানবও
 বলে,—নাই !—কেন না, তা দেখে নি সে চোখে !
 কত বড় 'আমি' তার ?—জানিবে অদৃষ্ট !
 ভাগ্যদাস ব্যর্থ-রোষে হুঁষি তা'রে রহে,

কক্ষী ভাঙ্গি গড়ে মনোমত ভবিস্কত !
 ভাগ্যে নর জাতিস্বর নহে ! তা না হ'লে,
 যত গত-স্মৃতি হ'তে মন্দটুকু বাছি',
 ভুলে' বর্তমান সে যে অতীতে হারা'ত !
 চিন্ময়ী মাতাল বুঝি তম-মদিরার ?
 এই বুঝিয়াছ তত্ত্ব ? জননীর নামে
 যে পুত্র রটার হেন মিথ্যা অপবাদ,
 মা তারে ক্ষমুন ! কিন্তু প্রলয়-প্রমাদে
 সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তা সনে—বিদ্রোহ—বিকার !
 সুখ শাস্তি যাবে ; হবে দগ্ধ মরুপ্রাণ !
 অনাদি-অনন্ত এক মর্শ্ব-উৎস হ'তে
 নেমেছে সহস্রমুখে যত ধর্ম্ম-ধারা,
 হ্রিভক্ত, শাক্ত এক ! সে মিলন-বাঁধ
 ভাঙ্গিতে নারিবে—হবে ভগ্ন আত্ম-স্বাভে ?
 ভক্ত চুঃখে—ততোধিক পাপী তাপী তরে
 কাঁদে যার প্রাণ, সেই করুণানিধানে
 দিগ্বেছ আঘাত বৃথা ! বলিতে বলিতে,
 কি বেন স্বর্গীর ব্যথা আননে ভাতিল !
 —ভিজিল, মজিল শাক্ত ; গেল প্রাণ হ'তে
 স্মৃতির সূর্য্যোদয়ে উন্মার্গ-তিমির ;
 বিবেক বৈরাগ্যে তার নবজন্ম হল !
 জগাই মাধাই দৌছে নগরকোটাল,

গৌরার, মূৰ্খের শেষ, লম্পট, মাতাল ;
 হু'জনার অত্যাচায়ে তটস্থ নদীয়া !
 ভাতৃদ্বয় থড়াহস্ত কীর্তনের নামে ;
 দেখিলে ভক্তের দল, শুনিলে কীর্তন
 কটু বলি' যষ্টি তুলি' যায় খেদাইয়া !
 একদিন চলেছেন সঙ্কীৰ্তন করি'
 সাজোপাজ সঙ্গে ল'য়ে নিমাই নিতাই,
 মুষ্টি তুলি তেড়ে এল জগাই মাধাই !
 জগাইরে বক্ষে টানি' কহিলা নিতাই,—
 পাপে পরিভ্রাণ কিসে, ভেবেছিস্ ভাই ?
 প্রায়শ্চিত্ত কর্ মুঢ়, হরিনাম ধর !
 আমি তোরে দিব ভ্রাণ, দিব নব প্রাণ !—
 কঙ্কণ-কাতর হেন মন্মভেদী বাণী
 শুনে নি পাপিষ্ঠ আগে ; দমিল জগাই,
 বংশীরবে বশ যথা মানে অজগর !
 সাধুর শরণাগত যাদু-বলে যেন !
 মাধাই তা দেখি', নিত্যানন্দে আঘাতিল
 ভগ্ন-কলসীর স্বক্স বেগে অন্ধ রোযে ;
 —ফাটিয়া লম্বাট নামিল কুধিরধারা !
 ভক্তের লাজনা দেখি' কুপিত নিমাই !
 হেনকালে মুগ্ধনেত্রে দেখিলেন চাহি',—
 নাহি জ্ঞান, অশ্রু সনে বহিছে কুধির !—

মাধায়ে আলিজি' কহে দয়াল নিতাই,—
 “মেরেছ ভাই, কলসীর কানা,
 তাই, বলে' কি প্রেম দেব না ?”
 হেন অক্রোধীরে স্পর্শি' তীব্র রিস-বিষ
 আরস্তিল প্রতিক্রিয়া পাষাণের প্রাণে !
 নয়নে তরল স্নেহ, কণ্ঠে মধুনাশ,
 মাধাই নিতায়ে ধরি' নাচে ইরি বলি' !
 নিত্যানন্দে কোল দিয়া কহিলা নিমাই,—
 পদধূলি দেহ মোরে, ওহে ক্ষমাবীর,
 তব গুণে দ্বৈতদ্বয় পাইল নিস্তার !

অবতার ! অবতার !—নবদ্বীপধামে ;
 ভগবান অবতীর্ণ, শচীস্বরূপে !—
 নর-নারী দলে দলে ল'য়ে রোগ শোক
 ‘হত্যা’ দিত দ্বারে আসি' কহিত,—ঠাকুর,
 তুমিই সাক্ষাৎ হরি, কৃপা কর দীনে ;
 যথোচিত সেবা করি' রোগী-শোকী দলে
 কহিতেন গোরা,—বজ্রগণ, ব্রাহ্মগণ,
 আমি শুধু তাঁর এক তুচ্ছতম দাস ;
 সে রাজা-চরণ শুধু দীনের শরণ !—
 এ প্রবোধে অবোধেরা ক্ষান্ত নাহি হ'ত,

বিদায়ের কালে, পড়ি' পদান্তে সহসা
 অঙ্গুলি চুসিয়া, দিত পদধূলি শিরে ।
 সাগ্রহে নিবারি' গৌরা নমিতেন সবে ।
 বিনয়ের অবতার, অবতার-গৌরা !

একদিন সুবিশ্বস্ত শিষ্য একজন
 'পূর্ণব্রহ্ম' বলি' তাঁর আরম্ভিল স্তুতি !
 চমকি' উঠিয়া গৌরা ! তীব্র তিরস্কারে
 ব্যথি' তারে কহিলেন,—অজ্ঞানের দল
 বা বলে, উড়াই হাসি ; তাজা তুমি মোর !
 অমৃতপু হেরি', তবে ক্ষমিলেন তারে ।

আর একদিন, এক শিষ্য কোতূহলী
 গিয়াছিল ছদ্মবেশে কোন ধনী-গৃহে
 দেখিবারে ছুর্গোৎসবে বলিদান-ঘটা ।
 হেনকালে প্রভঞ্জনবেগে গৌরা আসি'
 উপস্থিত সেথা ! কিন্তুবৎ ক্রিপ্রকরে
 উৎসৃষ্ট, যুগনিবদ্ধ বেপমান ছাগে
 আসন্ন অকাল-ধৃত মৃত্যু-পাশ হ'তে
 মুক্ত করি', যুগকাষ্ঠে রাখি' নিজ শির
 কহিলা,—ঘাতক, বধ করু আগে মোরে !—
 খাঁড়াতীর হাত হ'তে ঝড়গা প'ল খসি',

বিপ্র ফেলি' দিল কোণী পুতৌদক সনে,
 খামিল বলির বাত্ম, জনতার মাঝে
 উঠে' গেল কোলাহল ! নিমীলিত-অঁখি,
 গলবস্ত্রে করযোড়ে গৃহকর্তা ছিল।
 ভবানীর ধ্যানে মগ্ন, গোলযোগ শুনি'
 জাগিয়া, উঠিলা তর্জি' ! তখন নিমাই
 নির্দয় ভাস্বর আস্ত্র উত্তোলিয়া ধীরে
 কহিলেন মেঘমস্ত্রে গৃহস্থে,—পাষণ,
 এ নিরীহ ছাগশিশু কি করেছে ক্ষতি ?
 বলিতে পারে না কথা, ভাবিয়াছ তাই,
 বক্ষে তার নাহি বাজে অস্ত্রের আঘাত !
 অসহায় নিরুপায় জানি', ভেবেছ কি
 যাতকের হিংস্র-হস্তে প্রাণদান ছাড়া
 বিধে ওর নাই মূল্য, নাই মুক্তি-গতি ?
 প্রতিমার মুখপানে দেখ দেখি চেয়ে,
 কি বিষাদে ছেয়ে গেছে মুকমুখশী !
 দেবী কি রাক্ষসী ?—তাই লইবেন তুলে'
 ছিন্নমুণ্ড-উপহার, নিবেদন বলি' ?
 সন্তানের রক্তে আজ করিবেন স্নান
 দয়াময়ী বিশ্বমাতা ? ধিক্ !—তুমি ধনৌ ;
 তুমি মানৌ ; নিজে উঠি' উদ্ধার' সকলে ;
 দিও না চলিতে পাপ দেবতার নামে !

অমল ধবল দিনে ধোত করি' মন
 প্রণম' প্রসন্নমুর্তি শরণ-লক্ষ্মীরে ।
 মাথার উপরে নভ মেঘর মধুর
 প্রীতহাস্তে উদ্ভা সত ; নিম্নে বসুন্ধরা
 শস্ত্রে স্ফোত, পীতহাস্তে রসে গন্ধে স্নাত ।
 পাঠাইছে গুন, ওই বিহঙ্গ-কাকলি
 শাংদা-সদন-দ্বারে শারদ-বন্দনা ।
 চরাচরে আজ শুধু সুধানিবেদন !
 আনন্দের উদ্বোধন হোক তব ঘরে !
 আঙ্গিকার এই স্বচ্ছ স্নিত দিবাটিরে
 করিও না হিংসা-তিক্ত, রক্তকলঙ্কিত ।—
 চাহিয়া রহিলা ধনৌ জড়মূর্ত্তি যেন !
 সংশয় ভঞ্জিগ, নিত্য-সত্যের স্বরূপ
 বসিল হৃদয় চিরে ! অবনতশিরে
 গোরাঙ্গ চরণে নিলা শরণ তখনই !
 সত্ত্ব অনুতপ্তে গোরা ধরিলেন বুকে ;
 যত্নে প্রবোধিয়া শেষে নাম-স্পর্শমণি
 ছোঁয়াইলা লৌহ-প্রাণে ; দিলেন আশ্রয়
 হিংসাদ্বেষবিরহিত সৌম্যধর্মছায়ে !
 এতক্ষণ সেই শিষ্য হতবুদ্ধি হ'য়ে
 দেখিতেছিল এ দৃশ্য, পারিল না আর
 আপনারে রাখিবারে, ত্রস্তে বাহিরিয়া

গোরার চরণে পড়ি' করিল প্রকাশ
অকপটে সব কথা ! করিলা গ্রহণ
ব্রতভ্রষ্টে গোরা দীর্ঘপরীক্ষার পরে ।

নবীন-বয়সে হেন তপস্তার ক্লেশ
সহিছেন গৌরচন্দ্র,—ভক্তগণে তাহা
বিধিতেছে শেলসম । শ্রদ্ধায় বতনে
গুরু লাগি' শিষ্যগণ গোপনে ষোগার
আরামের শত ক্ষুদ্র মিষ্ট উপচার,
এড়া'তে পারে না কিছু গোরার নয়নে ;
কখনও গোপনে, কভু সবার সাক্ষাতে
বিলাইয়া দেন তাহা অনাথ-আতুরে ;
কভু কষ্ট হ'রে সবে করেন ভৎসনা !
কখনও বলেন হাসি' মিষ্ট পরিহাসে,—
তোমরা কি মোরে চাহ বানা'তে নবাব ?—
বুঝিয়া, ধামিল সবে । সংসারে মিশিয়া,
ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যে রহিলা অটল !

মহাপ্রচারের তরে হইলা ব্যাকুল
গৌরচন্দ্র ; নবদ্বীপে নাহি বসে মন !
পতিতের হাহাকার দিক্-দিগন্তরে
হতেছে ধ্বনিত যেন, হরিনামাঙ্কিত

স্বজা দিয়ে গৌড়-জয়ে প্রেরিলা নিতানে !
 কহিলেন,—পলায়িতে আন প্রেমে বাঁধি !
 অবৈতানি কৃতী শিষ্যে সৈন্যপত্যে বরি'
 পাঠাইলা দিগ্বিদিকে ধর্ম-অভিযান !
 সপার্বদ—গেলা নিজে নীলাচল-মুখে,
 বাত্রাকালে দামোদরে নিভূতে লইয়া
 কহিলেন,—নবদ্বীপে থাক তুমি ভাই,
 মোর মাতা বনিতারে দেখে, কেহ নাই !
 তোমা ছাড়া হেন ভার কে লইতে পারে ?—
 হরিষে-বিষাদে ভক্ত গরবে-বিনয়ে
 'তুলি' নিলা গুরুভার অবনতশিরে ।

দামোদর জননীয়ে জানাইলা গিরে
 পুত্রের মানস । শচী রহিলা নীরব !
 প্রতিবেশী একজন কহিলা,—তাই ত,
 মায়-দয়া একেবারে ছাড়ে নি গোরারে !
 বাতনায় হস্তে হস্ত করি' নিষ্পেষণ
 ক্রিশ্রবৎ দৃষ্টি হানি' কহিলেন শচী,—
 তোমরা আমার বুঝি পেয়েছ পাগল ?—
 অশ্রু মুছি' দামোদর আসিলা বাহিরে ।
 বিফুপ্রিয়া অভ্যাগত পতিবন্ধু তরে
 বাসের ব্যবস্থা যৌনে লাগিলা করিতে ।

এদিকে পথের ষড় ছাঁকিসহ ক্লেশ
 অক্লেশে অগ্রাহ্য করি' আইলেন গোর।
 প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বরে । দেখা দিল দূরে
 ভুবনমোহন দৃশ্য, মন্দিরের মেলা
 ডাকিছে পথিকে পুরাকীর্তি স্মরিবারে !
 গঠন-সৌষ্ঠবে শ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ দেউলে
 স্থাপিত 'ভুবনেশ্বর,' ঘিরি তারে শোভে
 বনবাসী অভিরাম দেবগৃহসারি !
 অবহিত সমাহিত ভিক্ষু শ্রমণেরা
 বেড়িয়া মহাস্থবিরে বিতাপীঠে যেন !
 বিন্দুসরোবর—মনোহর, বক্ষে ধরি'
 চাকু কারুচিহ্নলেখা মন্দিরের ছায়া !
 সলিলবিহারশ্রান্ত বলাকার ঝাঁক
 বসিয়াছে থাকে থাকে দেউল-উপরে
 কেহ স্থির, রত কেহ গজকণ্ঠনে !
 তাহাদেরও প্রতিবিন্দু নাচিছে হিল্লোলে
 শুভ্রতোয়া সরসীরে শুভ্রতর করি',
 হাসে রোদ্র নীরে ভাসে সারস মরাল !
 গোরার বিভোল প্রাণ তীরে ভাবে ভোর !
 উত্তরি' পুরুষোত্তমে রথযাত্রাদিনে
 নামসংকীর্তন করি' করিলা স্তুতি
 জল-সমুদ্রের পারে কলকল্লোলিত

সে জন-সমুদ্র !—সবে ঠাকুর ভুলিয়া
 নামগানে মত্ত হ'ল, বিকাইল প্রাণ !
 আপনি প্রতাপরুদ্র, পুরী-অধিপতি,
 দেশবৈরী-বিতাড়ক, গুণী, সহদয়,
 প্রভাব-প্রতাপ-নেশা তাকি আচম্ভিতে
 মাতিলেন সঙ্কীর্ণনে ! ভেটিলা গোরারে
 বহুমূল্য ভেট ল'য়ে । গৌরচন্দ্র হাসি'
 বিলা'য়ে দিলেন সব কাকালীর দলে ;
 হইলেন অপ্রসন্ন প্রতাপের প্রতি ।
 বিনয়ে দাঁড়া'ল ভূপ ক্ষমাভিক্ষা মাগি' !
 দীন-ভাব এল যবে রাজার অন্তরে,
 করিলেন ভাব-ধর্ম্মে দীক্ষিত তাঁহারে ।
 গদগদ-প্রাণ নৃপ, সরে না বচন,
 বিনামূলে বিকাইল গোরার চরণে ।
 সমগ্র উৎকলে এল প্রেমের প্লাবন !

গেলা শেষে পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে ।
 রহি' সেথা, কালীবাসী বহু অজ্ঞানের,
 ছুঁষ্ট বিদ্যেবীর আর ধুঁষ্ট নাস্তিকের,
 অতিকার ভীমস্কন্ধ বক্ষ্যবৃক্ষ-হেন
 বিতণ্ডাসর্ব্বস্ব দস্তী জ্ঞানানশী ওদের
 কুটায়ে নয়ন ; বহু ভক্ত-চাতকের

মিটারে পিপাসা ; বহি' বিনয়-বিজয়
হইলেন অগ্রসর প্রয়াগের পথে ।

গঙ্গায়মুনাসঙ্গমে শোভিছে প্রয়াগ,
দেবহীন তীর্থরাজ !—আপন গৌরবে
চিরদিন আকর্ষিছে তীর্থযাত্রীগণে !
তখন মকরষাত্রা, শুভ পুণ্যযোগ,
মিলেছে প্রকাণ্ড মেলা যমুনার তীরে,
নীরে ভাসে তরাশ্রয়ী উড়ায়ে নিশান,
যেথা হার-হার সম, নীলে মিশি' স্নেহ,
যুগল সলিলী আত্মা গলাগলি ধরি'
(অন্তর্নিরা সরস্বতী বিশ্বাসে প্রকাশ !)
চলেছে কাকলি করি',—তরী আরোহিয়া
যাইতেছে যাত্রীসভ্য সে সঙ্গম-স্থানে !
ফুলে ফুলে ঢাকা জল,—পুষ্পাচ্ছাদ ঠেলি'
দীপক নভের খণ্ড উঠে হাসি' ভাসি' ;
বন্ধে ধরি' ঝক্‌ঝক্‌ রজত-তপন
নাচে রে তরল নীলে অচপল নীল !
এদিকে অঘাটে, ঘাটে আসিছে, যাইছে
কত যে স্নানার্থী, তার নাহি লেখা-জোখা !
আবক্ষ নিমজ্জি' নীরে কেহ মগ্ন ধ্যানে,
কেহ ভাগীরথী-স্তব পড়ে তারস্বরে,

'ববম্ ববম্ বম্' গালবাণ্ড করি'
 কেহ আরাধিছে হরে ; চলিছে সবেগে
 ভীরে ভীরে ষাট্রীদের দানধ্যান-ঘটা,
 কোথাও সন্ন্যাসী মাথি ভস্ম সারা দেহে,
 কোথা উর্দ্ধবাহু কেহ ; দণ্ডী দণ্ডবৎ
 পড়ি' পড়ি' চলিয়াছে ভূমি মাপি 'চুমি' ;
 কোথা অন্ধ-আতুরের কাতর কাহিনী !
 বিপণী ক্রেতায় মগ্ন ; ভরিয়াছে মেলা
 'আতসে'-ফানুসে সঙ রঙিন মালুসে !
 নাচিছে নর্তকী ; কোথা গাইছে গায়ক,
 কোথাও বা ষাট্রকর ভেঙ্কি দেখাইছে,
 কোথা বা দৈবজ্ঞে ঘিরি' ভাগ্যাস্থেয়ী দল !
 দোলে কেহ হিন্দোলায়, দোলাইছে কেহ,
 কেহ দেখে ; কেহ পড়ে, কেহ হাসে দেখি'
 সম্বিজিত বৃষভ-রথ পথ করিবারে
 বন ঘণ্টা-রবে ডাকে বিহ্বল দর্শকে
 নগরের আড়ম্বর, কোলাহল ছাড়ি'
 ওপারে ঝুঁসির মঠে উতরিল গোরী ।
 পাহাড়ের গায়ে, সারি সারি হেরিলেন,
 ষতিদের গুহাগৃহ রয়েছে খোদিত ;
 মহতের সহবাসে মহৎ-অস্তর,
 আশ্রমের দ্বারপাল বিটপীসংহতি

কেহ ফলে, কেহ ফুলে, কেহ বা পল্লবে
 সেবা-অর্ঘ্য বিরচিয়া, নীরবে নিৰ্জনে,
 দীর্ঘছায়া বাড়াইয়া, অন্ধানতশিরে
 করিল সাদরে জঁরে ঘারে সম্ভাষণ !
 সাধুসঙ্গ লভি' গৌরা পুলকিত-মন,
 সদালাপে হইলেন মগ্ন মাতোয়ারা ।
 কথাচ্ছলে ভাব-ধর্ম্য করিলা ব্যাখ্যান ;
 স্নলগ্নে সে স্বর্ণ-বার্তা সবার পরাণে
 মৃতসঞ্জীবনী সম করিল প্রবেশ ।
 বহু সন্ন্যাসীর আঁখি খুলে' গেল তাহে,
 —উষর ধূসর—মিথু হরিতে হিরণে !
 তার পর সেই সব সজ্জন-সহায়ে
 ঘরে ঘরে অকাতরে ফিরিলা প্রচারি'
 নামানুত, জুড়াইয়া তৃপ্তিত, তাপিত !
 কাঁদায়ে প্রয়াগীগণে ছাড়িলা প্রয়াগ ।
 ব্রজপানে ফুলপ্রাণে করিলা প্রয়াণ ;
 গোকুলের নামে গৌরা পাগল ব্যাকুল !
 সেই চির প্রেম-তীর্থ, মাধুকরী-স্মৃতি !
 ধবলী-শ্রামণী. বৃন্দা-ত্ৰীদামের ধাম !
 বিভাপতি, চণ্ডীদাস প্রিয়-কবি বার,
 অক্রূর, উদ্ধব আদি ভাবুক বাহার,
 বিরহ, মাধুর, মান, গোষ্ঠ—গান বার ,

শিহরিত নীপপুঞ্জে কালীন্দীর স্রোতে
 মুগ্ধ-গুঞ্জ-ফুল-বাসে, 'আদি' মধু দিয়া
 কুঞ্জভরা গুঞ্জরণে কুহ-কেকা রবে
 পরাণের বঁধু ভজা—ভাব যেখানের,
 সখ্য-শাস্ত-বৎসলতা—রস যেখানের,
 সে সুধাপুরীর পথে চলেছেন, তাই
 পুলকসঞ্চার দেহে ! নিতুই নূতন
 ব্রজপুরে প্রবেশিলা, গদ গদ প্রাণ !
 মথুরানগরে গিয়ে মাধবমন্দিরে
 হেরিলেন সাক্ষ্যারতি, শুনিলা ভজন !

মন্দিরা-মৃদঙ্গ-তালে ঘুরায় পূজারী
 পঞ্চদীপ নাচি নাচি ; নর-নারীদল
 অর্ঘ্য দিয়া, শ্রীমন্দির করি' প্রদক্ষিণ
 ফিরে ঘরে ; কেহ করে মন্দির মার্জনা ;
 আরাম-নিখাসে তুলি' ক্রীড়ার বৃদ্ধ
 ভাসে তীরে মৎস্ত-কুর্শ্ব যমুনার নীরে
 অহেতুকী ভক্তিভরে আরতির তরে ।
 মন্দির সেজেছে দোলে আবিরে কুসুম !
 ফাগু খেলে নর-নারী প্রমোদে মাতাল !
 হেরিলা,—কঙ্কালসার অহুষ্ঠান'পরে
 ধর্ম্মের মুখোস্ ! রস-রূপকের নামে,

ভণ্ড বৈষ্ণবের লষ্ট পরকীয়া-প্রীতি !
কাঁদিলে অন্তরে ; ফিরাইলা বহুজনে
বিনাশের মুখ হ'তে বিশ্বাসের বুকে !

মধুবন, নিধুবন, সেই বংশীবট
বুন্দাবনে হেরিলেন আসি' ; শুনিলেন,
ব্রজের বালকদল গাহিছে নাচিয়া,—
'রাধাকুণ্ড শ্রামকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন
মধুর-মধুর বংশী বাজে এই ত বুন্দাবন !'
—সত্য সত্য, কাণে এল শ্রামের মুরলী
ব্রজরাখালের হাশু-কলরবে মিশি,
রাধার প্রাণের তান এল গানে বহি' !
—সাধবসে রভসে হৃষ্ট তনুমনপ্রাণ,
নাচিতে লাগিলা গোরা উন্মত্তের মত,
উর্দ্ধমুখে, বাহু তুলি, 'ঘুরি' ঘুরি' ঘুরি' !
শঙ্কাকুল শিষ্যকুল সে নৃত্য দেখিয়া,—
প্রাণ-পাখী আনন্দে বা অনন্তে পলায় !
ধামিল নর্ত্তন যবে,—শ্রী-অঙ্গ অবশ,
পড়িলা মূর্ছিত হ'য়ে ভক্তবাহুপাশে ।
বহুক্ষণে এল সংজ্ঞা ; বুড়িলা কীৰ্ত্তন
শিষ্যগণ ; যোগ দিলা গোরা নামগানে ;
উন্মার্গ শ্রীধামবাসী ধৈর্যে এল শুনি',
সমস্ত মথুরা ভাজি' আসিল সে হাটে !

বিকায় মধুর রস আনন্দবাজারে,
 দলে দলে ক্রেতা আসি লুটে বিনামূলে !
 অক্ষয়-ভাণ্ডার হ'তে স্বধা উড়িতেছে,
 অনাহৃত, রবাহৃত ফিরিছে না কেহ !
 এই ভাবে বৃন্দাবনে যাপি' কিছুদিন,
 দাক্ষিণাত্য-অভিমুখে চলিলেন গৌরা !

দেশ হ'তে দেশান্তরে লাগিলা ফিরিতে ।
 মঙ্গল-ভৎসনাত্মক, সাবধান-করা
 প্রচারিয়া জাগরণী, দৈব-প্রেরিত
 ক্ষিপ্ত ধূর্জটির মত, ভাবের তাণ্ডবে
 প্রমত্ত প্রচণ্ড হ'য়ে হরিনামে সাধা
 যুগান্তর-বিজ্ঞাপক বিবাণ বাজারে,
 গৈরিকনিঃশব্দ সম জলন্ত তরল
 উদগ্র উৎসাহ নিয়ে যেথা যেথা গেলা
 যাহাদের সহবাসে বারেকের তরে,
 সাধনার অগ্নি-স্রোত উথলিল সেথা,
 উঠিল সভয়ে সবে উচ্চতর স্তরে !

ষষ্ঠ সর্গ

সিদ্ধ

ভ্রমিতে লাগিল গৌরা অতৃপ্তহৃদয়ে
পরমার্থ বিলাইয়া ;—কবি যথা ফিরে,
কভু দিব্যভাবাবেশে আপনাবিস্মৃত,
কভু মহাঘোষকের মহাব্রত 'অরি'
প্রচারি' জলন্ত সত্য, তত্ত্ব সুশাণিত
ভক্ত শ্রোতৃবর্গমাঝে !

বারাঙ্গনা হ'তে

বীরাচারী কাপালিক ; শূত্রধ্বজাধারী
অঘোরপন্থীরা, নামমাত্র-অবশেষ—
কঠোর বিবেকী জৈন বৌদ্ধ নাস্তিকেরা ;
শঙ্করের মায়াবাদী নিঃস্ব শিষ্যগণ
গৌরার কুণার পেল জ্ঞান । দ্বিধা ত্যজি'
ছোট-বড় অসাকল্যে না করি' দুকপাত,
সঙ্কটসঙ্কুল বস্ত্র করি' বিচরণ,
দস্যু-ভক্তরের হাতে, হিংস্রজন্তুগুণে
জীবন বিপন্ন করি' বার বার, সেই
দয়ার জলধি—সংসারে অলিত-পদ

ভ্যাজ্যগণে, আর তার প্রসাদদূষিত
পূজ্যজনে মোহকূপ হ'তে কেশে ধরি'
তুলিতে লাগিলা টানি' । কুড়া'তে কুড়া'তে
বিপুল উপলরাশি পায় যথা কেহ
একটি অমূল্যানধি,—পাইলা তেমতি
রায় রামানন্দে গোরা ; বাছি নিলা তারে !

রামানন্দ ধন-মান-পরিজন ছাড়ি'
গোরার প্রণয়ে পড়ি' সাজিলা ভিখারী ।
আরোহিলা রামগিরি একদিন গোরা
শিষ্য রামানন্দে ল'য়ে । নিম্নে প্রবাহিতা
পয়স্বিনী শ্রোতস্বিনী ক্ষীর-নীর-ভারে !

তখনও উঠে নি রবি ; পূর্বদিগ্‌বধূর
লজ্জায় রক্তিমগণ্ড পড়িতেছে ফাটি'
পূর্বরাগে শুধু ! বায়ু বহিছে শীতল,
ঝঝর ঝঙ্কার তুলি' ঝরিছে নিঝর,
শৈল-পক্ষী বলবর্ধে করিছে কাকলি !
সান্নদেশে কুসুমিত কণিকারমালা,
মেলিয়া পলাশনিভ অলস নয়ন
অরুণ আসিছে উঠে', শৃঙ্গে শৃঙ্গে ক্রমে
গুপ্ত হীরকের স্তর লাগিল জলিতে !

নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক, ভ্রমে হরিণ-হরিণী
 শাবকের সনে—ময়ূর ময়ূরী কত !
 মুখরিত প্রাণ—গোরা রোমাঞ্চিত তনু,
 লাগিলা কহিতে,—নির্বাসিত রাম
 করিলা ও গৃহে যবে প্রথম প্রবাস—
 তারও আগে গিরিবর, কতকাল ধরি'
 কি ধ্যানে দাঁড়ায়ে আছ উচ্চ করি' শির ?
 আসিতেছে যুগে যুগে বিশ্বরঙ্গভূমে
 আবর্ত্ত বিবর্ত্ত কত বিগ্রহ বিপ্লব,
 তপোধন, চিরদিন শান্তির নেপথ্যে
 তুমি বসি' ! তোমার দে গভীর সমাধি
 ভাঙ্গাইলু বৃষ্টি মৌনী, ছার কোতূহলে !

কিন্তু তুমি মহাভাগ, না করি' ভ্রক্ষেপ
 ক্ষুদ্রের সে অত্যাচারে, প্রসন্ন হৃদয়ে
 এ যুগের উদাসানে ডাকিলে বিরলে !—
 যেথা চির-নিরাশ্রয় স্থাপদনিকরে
 পালিতেছ, লতাগুল্মে বিটপীতে দিয়া
 খাত্ত, ছায়া, প্রস্রবণে স্বাহুবারি, গুল্ম
 গুহায় আরাম-বাস, রম্য নিরাপদ—
 —সেই 'সদাব্রত'-দ্বারে ! কে বলে তোমায়ে
 পাষণ, বন্ধুর ? তুমি বিবেকীয় বন্ধু

উলঙ্গ শিশুর মত, সমাজ-প্রথার
 সূক্ষ্ম শীল আবরণ-আভরণহীন !
 খুঁত্বেথা, সেথাই ত অন্তরের কাজ !
 স্বভাব-সাধুরা ধরি' অন্তরে অমিয়
 নারিকেলসম তাই বাহিরে নীরস !
 রুক্ষ আচ্ছাদন সে কি অক্ষয়-কবচ,
 রক্ষিতে অন্তর-সুধা বহির্দ্বন্দ মাঝে ?
 হে মহর্ষি নিসর্গের, সার সাক্ষীভূত
 মর্ত্যের উথিত আত্মা, শিখাও অধমে
 কঠিন অটল তব যোগের নিয়ম ;
 ওই অভভেদী তৃষা জাগাও এ হৃদে ,
 ওই ত্যাগ, ও তিতিক্ষা দাও সঞ্চারিয়া !

—এত বলি' করষোড়, উর্দ্ধমুখী; নেত্রে
 দরদারা—সমাধিতে সহসা মগন !
 পরমার্থ আলোচনে বন্ধি' কিছুদিন
 প্রিয় রামানন্দে ল'য়ে নির্জজন শুহায়
 দেশ হতে দেশান্তরে লাগিলা ছুটিতে !
 সহি' বহিঃপ্রকৃতির শত উপদ্রব,
 অনশনে অনিদ্রায় উগ্র তপস্তায়
 দিন দিন গোরচন্দ্র ক্ষীণ, নিমলিন !
 একদিন এল এক পজু কুষ্ঠরোগী,

কোল দিতে উঠিলেন গোরা যবে তারে,
 শিষ্য এক রোধি' পথ কহে করঘোড়ে,—
 যাদের বাঁচনে বাঁচে সহস্রের প্রাণ,
 লক্ষ লক্ষ জীবনের আদর্শ যাহারা,
 দূরব্যাপ্ত ভবিষ্যের যারা শিক্ষাগুরু,
 তাঁদের জীবনে হেলা,—দৈব বিড়ম্বনা !
 নিবারিয়া শিষ্যে গোরা করিলা উত্তর,—
 বাহাদের দয়া-মায়া পাত্রাপাত্র খুঁজি'
 সতর্ক সশঙ্ক হ'য়ে বিতর্ক-বিচারে
 সতত দোহুল্যমান,—তাহাদের কাছে
 মানুষ চায় না কিছু, নাহি পায় কিছু ।
 সিদ্ধির দুর্গম মার্গ—নহে রাজপথ !—
 শেষে, সেই রোগতপ্ত শান্তিহীন প্রাণে
 সেবার আনিলা স্তুতি,—শক্তি, সান্ত্বনায় ।
 একদা, দুদিন রহি সংযমোপবাসে
 পারণে বসিবা যবে হেরিলেন গোরা,
 পথে অনশনক্লিষ্টা ভিখারিণী এক
 যায় শীর্ণ পুত্রে ল'য়ে, আপনি দয়াল
 অমনি আদরে ডাকি, নিজ অন্ন দিয়া
 ভুষিলেন ক্ষুধাতুরে তৃপ্তি সহকারে !
 কিন্তু, তার ফলে, নিজে সঞ্চয়-অভাবে
 রহিলেন অনাহারী আরও একদিন ।

দেখি' শুনি চিন্তিত শিষ্যেরা, সনির্বন্ধে
 বুঝাইলা রহিতে গোরারে সাবধান ।
 শিষ্ট সম বড় মিষ্ট হাসি' মূহু মূহু,
 উত্তরিল। রঞ্জে গোর।,—সাবধান ? হাঁ, হাঁ,
 রয়েছি সতর্ক ! সদা সজাগচকিত
 অতর্কিত সে বিরাট নীরবতা লাগি ।
 যাত্রার তরণী ঘাটে রেখেছি প্রস্তুত ;
 একটি অশ্রুতপূর্ব বিশদ আহ্বান
 রহিয়াছি প্রতীক্ষিয়া উন্মুখ শ্রবণে ।
 —চেও না অমন করে' বিশ্বয়ে সংশয়ে,
 মৃত্যু নহে ভয়ঙ্কর ; মৃত্যু মনোহর ।
 উহারই অদৃশ্য এক তর্জুনীসঙ্কেতে
 আঁধারের যবনিকা হবে অপসৃত ;
 জীবন-নেপথ্য হ'তে হইবে বাহির
 রহস্যের দলবল অভিনেতৃবেশে !
 যত গত-জনমের লুপ্ত হাঁতহাস
 জীবাশ্মার, ভাত হবে পলক-আলোকে ।
 মৃত্যু নহে বিভীষিকা ; মৃত্যু আশাময় !
 অমর আশ্মার মুখ্য শোধন-আগার
 তার অধিকারে । কাম্মা-ক্লেশ ধৌত লাগি
 মুক্তি-স্নান করায় সে শাস্তি-স্নিগ্ধনীরে
 নব ঐশ্বর্যের কাস্তি দেয় বিমার্গিয়া ।

কিসের ভাবনা তবে, কিসের শোচনা ?
 নূতনজীবনধারা আসে যবে বহি.
 তখনই ত জীর্ণ বাঁধ ভাঙ্গে দিতে পথ !—
 এ সব প্রসঙ্গ কেন ? কহিলা শ্রীক্লপ,—
 উত্তরিল গৌরচন্দ্র, এ যে সত্য সার !
 মৃত্যু কি বিনাশ ? মৃত্যু বিচিত্র বিকাশ !
 ‘নিত্যনব’-অভিলাষী বিশ্ব কোড়ুহলী !
 জীবনে যৌবন যদি না হত প্রকাশ,
 সোণার শৈশব হত জন্ম-বিড়ম্বনা !
 মত্ত জীব শুদ্ধমত্ত জরার শাসনে !
 দ্বিতীয় শৈশব জরা,—নহে অতিবাধ ।
 জন্মক্ষণে জরা সম অসাড় শয়ীরে
 সবল চেতন আত্মা ল’য়ে মর্ত্যে আসি ।
 স্বর্গের সংস্কার বুঝি কাগে ছায়া-ছায়া
 সজ্জ কায়াগ্রস্ত মায়া-জীবন-স্মৃতিতে,
 আধ-ঘুম-জাগরণে স্বপ্নাবেশ সম !
 শুয়ে মাতৃ-ধাত্মীক্রেড়ে তাই কঁাদি হাসি ।
 শিক্ষার সংস্কার শেষে পড়ে’ যায় চাপা :
 অহোরাত্র স্মরক্ষিত স্মৃতিকাগৃহের
 পূত দীপালোক যথা দ্বিবাণোক মাঝে !
 ক্রীণ দীপে ঢাকা পড়ে জ্যোৎস্নার উৎসব !
 দেহ-দীপ নিভে’ স্মূরে পুন আত্মা-চাঁদ !

এ যোগ-বিয়োগ—নহে ক্রুর-ক্রীড়া কারও !
 নিয়মের শৃঙ্খলা এ ক্রমোন্নতি ধারা !
 —যথা নীড়হারা পাখী কুলার সন্ধানে,
 (নিরাশ্রয় নিরাশ্রয়—শূণ্ণে শূণ্ণে কভু,
 শাখা হ'তে শাখান্তরে আশ্রয় কখনও)
 প্রবাসী আমরা গৃহে চলেছি তেমনি
 আবর্তে বিবর্তে ঘুরি মৃত্যু হতে প্রাণে,
 সে মুক্তির শেষ—চির অশেষে নিঃশেষে
 আশ্রয়সত্তায় পূর্ণ আনন্দ-চেতনা !
 কেন ? কোথা ? কবে ?—জানি না জীবনাবধি
 মরণে তা বুঝি হবে, পারি না তখন
 বুঝাতে দেহীরে আসি—তাই সে জানে না
 (এত তার দৃষ্টি ছিলে !) মহা পরিণাম !
 মানো বা না মানো—স্বপ্ন দয়ার রহস্য,
 জীবন-যজ্ঞের মৃত্যু অমৃত আলিতি !

ত্রিয়মান শিষ্যগণে হাসিয়া কহিলা,—
 মধুর প্রবোধবাক্যে,—যদি এত ব্যথা
 বিদায়ের অশ্রুবন্ধে, সত্য সত্য হবে
 বাবে আপনার জন অঁধির আড়ালে,
 কি করিবে ?—তখন কি শোকভারে তারে
 'আকর্ষি' নামাবে নীচে—নামিবে আপনি ?—

कहिलেন সনাতন,—হোক সুখময়
 মরণের হিমবুক,—প্রাণাধিক জনে
 যে পারে: স্বচ্ছন্দে দিতে অনন্ত-বিদায়,
 হয় সে উন্মাদ, নয় পশুর অধম !
 উত্তরিলা গৌরচন্দ্র, বাহরাবরণ
 দেহ তরে এত মোহ ? যে দেহের হয়
 শৈশবে কৈশোরে প্রৌঢ়ে যৌবনে জরায়
 আকারে বিকার হেন—চেনা যেন দায় !
 রোগে ক্ষীণ, শোকে দীন, সস্তাপে মলিন,
 পলকে বিকল যেন কলের পুতুল !
 ষড়রিপু ষড়ঋতু সম নানা রূপে
 যে কায়া বিরূপ করে, তার তরে মায়া ?
 শরীর অমর হলে—হত অভিশাপ !
 তাহ আত্মা মুক্তি পায় ;—দেবতা দয়াল !
 বালিতে বালিতে, শুদ্ধ !—বাহুজ্ঞানহারা !
 কি দেখিলা সমাধিতে ?—চমকিয়া গোরা
 कहিলা,—পুরুষোত্তম দেখিব আবার !
 সেই রাত্রে মহাষাত্রা করিলা সদলে ।
 দেহে সে শক্তি নাই, তনু শিথিলগণে
 দেন না যোগা'তে যান । পথে যেতে কিন্তু
 সর্ব অগ্রে ! কোলাহল শুনিয়া অদূরে,
 ছুটিলেন গৌরচন্দ্র একাকী সে দিকে ;

দেখিলেন, হইতেছে ত্রস্ত আয়োজন
 সহমরণের। বসি' মৃতপতি পাশে
 অবদ্ধকুস্তলা সতী, উন্মাদিনী যেন !
 শ্মশানবান্ধবগণ চারিদিকে ঘিরে'
 করিতেছে হরিধ্বনি ; সে অমিয় নাম,
 মনে হ'ল, প্রেতকণ্ঠে পরিহাস সম !
 সজ্জিত হয়েছে চিত্তা ; কুলপুত্রোহিত
 মণ্ডিয়া ললাটতল লোহিত চন্দনে,
 দোলা'য়ে রুদ্রাঙ্গমালা, রক্তাঘর পরি'

বসেছেন তন্ত্র খুলি' ; বাজিতেছে শাখ ;
 হইতেছে পুষ্পরুষ্টি। দেখিলেন গোরা,
 পৈশাচিক সমারোহ শাস্তির শ্মশানে !
 হত্যার উৎসাহ-হর্ষ সবাকার মুখে !
 কহিলেন স্তোকবাক্যে শোক-বিহ্বলারে
 মা আমার, কোথা যাবে ? হায় অবোধিনী,
 সত্য সত্য ভাবিয়াছ, মৃত্যু মিলাইবে
 পতিরঙ্গে, সতী ? হেন মৃত্যু, আত্মনাশ,
 প্রবল প্রকৃতি সনে বিদ্রোহ ঘোষণা !
 মিলন ত হবে না, মা ! এ গমনে আরও,
 দীর্ঘ বিরহের নিশা হবে দীর্ঘতর।
 পতির সঙ্গতি করি' যাও, শুভে, ঘরে ;

বিধবা, পরার্থ-ব্রত সংসারে তোমার,
 সংসারে ক'রো না সেই সেবায় বঞ্চিত !
 সরাস্রে কুন্তলরাশি, তুলি' অতি ধীরে
 বিষাদমলিন মুখ, কহিল মোহিতা,—
 কে তুমি দেবতা, এলে ছলিতে আমার ?
 এ কি কথা শুনাইলে ?—জাগিছে আবীর
 বিশ্বাদ জীবনে মায়া ; পড়িতেছে মনে
 বিচ্ছিন্ন কর্তব্যভার ; মনে হয় যেন,
 বাব তব পথ ধরি' ! কিন্তু, বল, বল,
 জ্ঞানহীনা বিবশারে কর নি ছলনা ?
 সত্যই কি মৃত্যু নাহি মিলাবে তাঁহারে ?—
 উত্তরিল গৌরচন্দ্র,—অগ্নি সহৃদয়ে,
 অস্ত্র আমি, সব কথা বুঝাব কি তোমা,
 সে সর্বজ্ঞ না বুঝা'লে ! আমি এই বলি,
 অকালে জাগায়ে কালে ক'রো না দুর্বল,

একদিন জাগিবে সে সহসা আপনি
 নিয়মের ডকা যবে করিবে আহ্বান ।
 সেই সুস্থ সুপ্রসন্ন পরিপক্ক কাল
 পতি সনে সতী তব ষটাবে মিলন ।
 তার আগে, চিত্ত শুদ্ধ মোহমুক্ত করি'
 লও আজি পুত্র পাশে তাঁর পরিচয় ।

—এত বলি', দিলা মন্ত্ৰ ; নব বলে বলী,
দাঁড়াইল শোকাকুলা কর্তব্যে অটল !

স্বপ্ননেরা কাণাকাণি লাগিল করিতে ;
জিজ্ঞাসিল একজন রোষে অসন্তোষে,—
কে তুমি হে পান্থ, হেথা কোন্ প্রয়োজন ? —
চিরসম্মোহন কণ্ঠে যাহু করি' সবে,
নয়নে আননে জালি' অলৌকিক বিভা
কহিলা প্রশান্ত পান্থ,—যেই হই আমি,
হেথা আগমন মম যার প্রয়োজনে,
তীর কার্য্যে চূর্ণ হয় সব দ্বিধা-বাধা ;
পাপ হয় সাপ, পরি' ধর্ম্মের মুখোন্স !

—সমীরণসমীরিত শুষ্কপত্রদলে
কে যেন ছোঁয়া'ল অগ্নি !—একে একে সবে
অনুতাপে তাপি' তূর্ণ আলোক লভিল !
কহিল,—কি হুকার্য্যই হ'য়ে যেত আজ,
যদি তুমি, পরিভ্রাতা, নাহি দিতে দেখা !—
প্রবোধি' সবারে, গোরা মাগিলা বিদায় ।
—এতক্ষণ রুদ্ধরোষে কুলপুত্রোহিত,
অজ্ঞানতিমিরাজ্জর,—আছিল কাঁপিতে ,
অকস্মাৎ পৈতা ছি'ড়ি', হানিয়া ক্রকুটি,
ঘূর্ণিত আরক্ত নেত্রে, দস্ত কড়মড়ি'

উঠিল গর্জন করি',—রে ভণ্ডতপস্বী,
যাও, যাও ; একেবারে উচ্ছন্ন ত্বরায় !—
গোরা कहিলেন হাসি',—তথাস্ত, ব্রাহ্মণ,
শুভমস্ত !—অভিশাপ আশীর্ব্বাদ মোর !

নিষেধ-নির্ব্বন্ধ ঠেলি' গ্রামবাসীদের
'চোরানন্দী'-বনমুখে চলিলেন গোরা ।
সেই বনে দম্ভ্য-ভয়ে কেহ নাহি যায় !
দেখা দিল ভয়ঙ্কর নিবিড় কাস্তার,
মধ্যাহ্নের রবিরশ্মি, ভয়ে সেথা মৃত !
ভৈরব, নীরব স্থান সমাধির প্রায় !
মনে হ'ল, জটাধর ক্ষ্যাপা দিগম্বর
অদ্ভুত-উদ্ভিদ-জায়া বত, রহস্তের
স্বপ্ন-তিমিরাবরণ জড়িয়ে কটীতে,
হাহাকার ? না, সে-সুরে হালা হাসিতেছে ?
মনে হ'ল, সেখানের করালী প্রকৃতি
উদার অনন্তে চির অন্তরাল করি'
কুমন্ত্রণা দিয়ে যেন রাখিছে উত্তত
হিংসার শাণিত খড়্গা ! দিতেছে প্রশ্রয়
নির্দোষীর রক্তপাতে ; করিছে নির্ব্বাণ,
বিবেক-ফুলঙ্গকণা জ্বলিছে যখন !

হেরিলা আড়ালে রহি', বসি দম্ভ্যদল
সারা গায়ে লিপ্ত গাঢ় লোহিত চন্দন,

বিকট দশনচ্ছটা শ্মশ্রু-গুহ্ম মাঝে,
কক জটা ভেদি শুক জলিছে নয়ন !

—নরমুগুমালা গলে, লোল রসনার
রক্ত-গঙ্গা সঙ্গে রঙ্গে ডাকিনী ঘোগিনী—
বৃত্তকেশী দিগম্বরা মূর্তি কপালিনী !
ঝুলিছে শাণিত ঋজা বর্শা, ধনু-তীর ।
নৃককাল পানপাত্র !—বীভৎস উল্লাসে
জ্বরা পিয়ে কেহ নাচে কেহ হাসে, গায় !
কেহ লড়ে ; কেহ করে জঘন্ত বচসা !
দেখিলা, সবার ভালে লেখা ‘নরঘাতী’ ;
গিয়েছে অসাড় হ’য়ে হৃদয় সবার !
বেই বাহিরিলা গৌরা অন্তরাল হ’তে,
সান্ধেতিক তূর্য্যনাদ হইল অমনই ;
—সচকিত দলপতি আগন্তকে হেরি’
ছকারি’ আসিল ছুটি, উত্তত-ছুরিকা !
কি যেন কুহকে পুন হটিল পশ্চাতে,
দেখিতে লাগিল কার অগ্নান মুরতি,
আয়ত্তের বহির্ভূত, হিংসার অতীত,
কক্কায়া ছল ছল, প্রেমে ঢল ঢল !
কহিল,—কে তুমি ? কেন হেথা আগমন ?
কহ সত্য, দম্ব্যপতি স্মার ভোমায় !—
উত্তরিল গৌরচন্দ্র,—তুই দম্ব্যপতি ?

নরঘাতী সে নারোজি ?—আমি বন্ধু তোর !
 আসিরাছি জানাইতে, হয়েছে সময়
 তোর ফিরিবার ; নাই এ পথে কল্যাণ !
 বহুপশুসম তুই স্থপিত, তাড়িত !
 হিংসায় কি সুখ, বল ? আসিরাছি তাই,
 নূতন পথের সন্ধি করিবারে দান,
 আপনি করুণাময় পাঠাইলা ভৃত্য
 দিতে এ বারতা তোরে !—টলিল পাষণ !
 কি যেন অভাবনীয় ভাবের তাড়নে
 রহিল নিষ্পন্দ, শুক্ক ;—গলিল পাষণ !

প্রভুরে নিস্তেজ দেখি দম্য একজন
 সহসা পশ্চাৎ হ'তে দীর্ঘ দৃষ্টি তুলি'
 মারিল গোরার মাথে ; আহত মস্তক
 ধরি', সেইক্ষণে বসি' পড়িলেন গোরা !
 কি করিলি, কি করিলি ? কাহারে মারিলি ?
 —বলি' দলপতি ছুতী বিধান আমূল
 আঘাতকারীর বক্ষে চক্ষের নিমেষে ।
 এতক্ষণ ছিলা গোরা আঘাতে বিহ্বল;
 পদ প্রান্তে দম্যপতি গদগদ ভাষে
 রাখিয়া রক্তাক্ত অস্ত্র কহিল,—দেবতা,
 পশু আমি, তবু নহি অন্ধ একেবারে ,
 দেবতারে হিংসে যেই, এই গতি তার !

—এত বলি' মৃতদেহ দিল দেখাইয়া ।
 —গোরার লাগিল মনে, যেন সেইক্ষণে
 আমূল বিঁধিল ছুরী তাঁরই নিজ বুকে ।
 ছাড়া'য়ে চরণ বেগে, দাঁড়াইলা দূরে ;
 সভয়ে হেরিল দশ্য,—আয়ত্ত-অতীত,
 তুঙ্গ গোর-অচলের তুষার ধবল,
 উত্তাপতরল, স্নিগ্ধ করুণা-ঝরণা
 মুহূর্তে হইয়া গেছে হিম, স্ককঠিন !
 উঠিলা গর্জ্জিয়া গোরা,—ধিক্ ধিক্, ক্রূর,
 আপনার অনুগতে করিলি বিনাশ ?
 উহার কি অপরাধ ? তোর কাছে ওয়া
 যেমন পাইছে শিক্ষা, করিতেছে তা'ই !
 আমারে মেরেছে দশ্য, কি হয়েছে তোর ?—
 সেইক্ষণে ছুটি' গিয়া শব পাশে গোরা
 মৃত-বন্ধু চিত্র ল'য়ে বন্ধু ষথা রহে
 কাতর সতৃষ্ণ মৌন, রহিলা তেমনই !
 কৃপাসিন্ধু ক্ষমা কর, কঁাদিছে নারোজি,—
 কিছুক্ষণে কৃপাসিন্ধু তুলিলা পতিতে ;
 নিলা প্রেমস্বর্গে ; হ'ল শান্তি-বিনাশক
 শান্তি-উপাসক ! সঙ্গ লইল গোরার
 অপহৃত ধন-রত্ন পায়ে ঠেলি' সব ;
 আশার অতীত নিধি পাইল কাঙ্গাল !

অন্ত দস্যুগণ ত্যজি' পূর্বের স্বভাব
 একে একে যুথবদ্ধ মেঘপাণ সম
 হইল পশ্চাদ্গামী দলাধিপতির !
 সে নিহত দস্যুটির সহোদর শুধু
 চলিল বিভিন্ন পথে ; কহিল সরোষে
 গৌরচন্দ্রে লক্ষ্য করি',—থেকো সাবধান,
 অরণ্যচরের ওহে শাস্তিবিঘাতক,
 বন্ধুবিচ্ছেদের মূল, ভাই দিয়ে ভা'য়ে
 করালৈ নিধন !—আছে প্রতিশোধ তার !—
 বিদ্রোহীরে ধরিবারে ধাইল দস্যুরা ;
 নিবারি' সবারে গোরা কহিলা গভীরে,—
 হিংসা দিয়া প্রতিহিংসা যেও না রোধিতে !

তথা হ'তে পূর্ব পথে চলিলেন গোরা ।

একদা সাজিল মেঘ শারদ আকাশে ;
 সেট কৃষ্ণ থণ্ড-মেঘ দেখা গেল, যেন
 রয়েছে ঘোড়নব্যাপী অভ্রশয্যা বুড়ি'
 ভীষণ দর্শনা এক নিদ্রিতা দানবী !
 নভঃপ্রাপ্ত মহামুর্ছ লাগিল জ্বলিতে
 বিনা শব্দে ; ঘোর রোলে ডাকিল আশনি !
 লঘুকৃষ্ণ মেঘমালা গাঢ়তর হ'য়ে,
 উন্মাদিনী ঝটিকারে দিল উড়াইয়া,
 ভাঙ্গাইয়া নিদ্রা তার !—দেখিছেন গোরা,

উন্মুক্ত প্রান্তরপথে আসিতেছে ধেরে
 কক্ষ, মুক্তকেশী ভীমা স্বাসিয়া সঘনে,
 লক্ষ হস্তে ছিটাইয়া ঘূর্ণ্যমান ধূলি
 চ্যুত শুষ্ক পলায়িত পত্রসংহতিতে
 করাঘাতে খরশব্দ তুলি', উচ্চ-শির
 তরুদের স্বক্কে ধরি' সবেগে নোঁয়ায়ে,
 নদীর তরঙ্গগুলি আছাড়িয়া তটে,
 বিজয়-তাণ্ডবে মাতি' !—দেখিতে দেখিতে,
 বাড়িল প্রলয়ঙ্করী রণ-উন্মাদিনী,
 লাগিল দ্বিগুণবেগে ছাড়িতে নিঃশ্বাস !

দ্রুততর চমকিতে লাগিল চপলা ;
 আরোহিল শেষগ্রামে বজ্রের নির্ঘোষ ;
 হইল করকাপাত খর—খরতর ।
 ধরার উৎক্ষিপ্ত ধূলি লুকাইল জ্রাসে
 নভধূলিকার কোলে ! ক্রমে ঘনীভূত,
 নামিল মুবলধারে অবিরাম ধারা ।
 রাক্ষসী, ধবংসের শক্তি পরিশ্রান্ত হ'য়ে
 পড়িল ঘুমায়ে, শিষ্ট শিশুটির মত !
 নবধারান্নাত ধূত্র তরুপংক্তি হ'তে
 তখন পাণ্ডুর চন্দ্র মারিতেছে উঁকি !

নাহি মানি' শিষ্যদের নির্বন্ধ নিষেধ
 ত্যজি' ঘনপত্রে-রচা সহকার-মূল
 এতক্ষণ ছিলা গোরা দাঁড়ায়ে বাহিরে
 সিন্ধুচিরে, ক্ষিপ্ত সম ; উৎফুল্ল অন্তরে
 উল্লাস দেখিতেছিলা হিংস্র প্রকৃতির ;
 কহিলেন শিষ্যগণে সম্বোধি',—জানক্তি
 কিসের ইন্দ্রিত এই ? অচেতন জড়ে
 হেন জাগরণী করে জীবন সঞ্চার !
 ঘুম আসে যবে ছেয়ে আত্মার শরীরে
 তারও জাগরণ চাই !— নিদ্রা ভাঙাইয়া
 প্রভু ডাকিছেন দাসে নূতন জগতে,
 নূতন আদেশ তাঁর করিতে বহন ।
 উঠিল শিষ্যেরা কাদি,—ব'লো না ও কথা ;
 রাখিতে নারিব প্রাণ তোমার বিহনে !
 শুনিয়া ব্যাকুল হ'য়ে উঠিলেন গোরা ;
 জানিতেন ভালমতে, তাঁর প্রতি এই
 অনুরক্ত ভক্তদর কি প্রগাঢ় প্রীতি !
 কহিলেন গোরা,—হায় এত ক'রে তবে
 মৃত্যুর নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাহু কি বুঝা ?
 প্রিয়গণ, সাধুগণ; সর্বস্ব আমার,
 মোর অতীতের বল, ভবিষ্যের আশা,
 ভুলিলে কি, তোমরা যে বিশ্বাসী বৈষ্ণব ?

হাতে ধরি' প্রতিজ্ঞনে কহিলা সাদরে,—
 পড়িও না ভাঙ্গি কেহ আমার বিহনে !
 প্রিয়বিরহের স্থতি পবিত্রবিষাদ
 ভুলিতে চেও না তবু ; রক্ষা ক'র তারে
 অগ্নিহোত্র সম, বিশ্ব-হিত-হোম লাগি !
 সেই অগ্নি বক্ষে—প্রচারিবে ধর্ম মোর—
 ভক্তি যার ভর-ভিত্তি প্রেম যার প্রাণ !
 আসিল উত্তর ধীরে !—কিন্তু বল প্রভু,
 কাণ্ডারীবিহীন তরী ডু বিবে না স্রোতে ?—
 কহিলেন গৌরচন্দ্র,—সে কি কোন কথা ?
 কে আমি, কি শক্তি মোর ? যার কার্য্য, ভাই,
 ছিনু বলী এতকাল তাঁহারই ত বলে !
 ঐশী-আশীর্ব্বাদে পার হইবে সঙ্কটে ।
 মোর ক্ষুদ্র শক্তি সাথে রহিবে জাগিয়া ;
 তোমাদের সঙ্গ-ছাড়া নহিব কদাপি ;
 মরণেও বেঁচে র'ব তোমাদের মাঝে
 আমি হ'তে হয় নাই ব্রত উদ্‌ঘাপন,
 এ জনম, এ জীবন গেছে রে বৃথা ;
 তোমরা করিও সেই সূচনার শেষ !—
 ভাল যদি বাস মোরে—স্পর্শ করি সবে
 করহ শপথ,—দিবে তাঁর কাজে প্রাণ !
 যন্ত্রের চালিত-প্রায়, একে একে আসি

শ্রীঅঙ্গ পরশি সবে করিল শপথ—
 প্রাণগণে ঐশ—কার্য্য করিব সাধন!—
 নূতন আশ্বাসে গোরা উঠিলেন মাতি',
 বার বার আশীর্বাদ করিলেন সবে ।

নীলাচল সন্নিকটে অ সিলা বখন,
 দানোদর পণ্ডিতের পাইলা সাক্ষাৎ,
 ছেড়েছেন নবদ্বীপ তাঁহারই সন্ধানে ।
 শুনি' শোচনীয় দশা মাতা বনিতার,
 যশোধন নিত্যানন্দ রোগে শয্যাগত,
 নির্বাপিত, জরা-ভার তেজস্বী অদ্বৈত !
 কতিপয় সাধু শিষ্য পরলোকগত !
 —ধৈর্য্য গেল ক্ষণতরে ; উদ্ধে চাহি' গোরা
 কহিলেন,—হে তারণ, কত দেবী আর ?—
 শুনিলেন, অন্তরীক্ষে অশরীরীবাণী
 অন্তের অশ্রুত স্বরে তাঁর কর্ণমূলে
 স্তনিত ধ্বনিত হ'ল,—এস, জয়ী, এস,
 সাজ ভবলীলা তব ; এস, শ্রান্ত, এস,
 শান্তির অথগুরাজ্যে সিংহাসন'পরে !
 —পলকে মিলা'ল বাণী মেঘস্তর দিয়া
 তরঙ্গিয়া প্রতিধ্বনি অশরীরসম,
 সূক্ষ্মতম-ধারণার অগোচর লোকে !

শীতের মধ্যাহ্ন-সূর্য উঠিল জলিয়া,
 হাসিল ছালোক মৌনে নিশ্চিন্তের হাসি,
 আলোকিত পুলকিত গোরার হৃদয় !
 পুণ্ড্রীতীর্থে, সিন্ধুতীরে আসিলা সদলে ।
 ক্লাস্ত ভক্তদের দৃষ্টি এড়ায়ে নিশীথে
 বসিলা সৈকতে আসি' জাগরিত গোরা
 নিভূতে নিহিত-ধ্যানে যোগাসন করি' ।
 উল্লাস উচ্ছ্বাস সেই উত্তাল সিন্ধুর
 প্রাণের স্ফুর্জে পশি' তরঙ্গ তুলিল ;
 সেই দিন মাঘী-পৌর্ণমাসী । চন্দ্র যেন
 ত্রিদেশের তুহিন-অচল, মর্ত্যোপরে
 বর্ষিছে হিমালীকণা ! তীরে, ধরে ধরে
 দ্বার রুহু, নরনারী নিদ্রা-অচেতন ।
 শুধু, আকাশের কোটি অনিমেঘ-অঁধি
 ক্ষুরধার দৃষ্টি দিয়া মায়া-পাতালের
 মণিধনি খুঁজিছে কি আবিল অতলে ?
 এদিকে তরঙ্গায়িত, জ্যোৎস্না-ঠিকরিত
 চক্ৰমক্-সাগরের সহস্র নয়ন
 হানিতেছে মর্ম্মভেদী কটাক্ষ সঘনে
 নিথর নভোধি পানে ; সে অতলে লীন
 নীহারিকা-মতিমালা চাহে বা লক্ষিতে !
 উর্দ্ধে অধে ছই সিন্ধু, দৌহাকার মাঝে

দেখি' নিজ নিজ ছায়া শ্রান্ত হইতেছে
 অধর, গম্ভীর তাই প্রশান্ত বিষাদে ;
 সাগর, অধীর বুঝি উদ্ভ্রান্ত হতাশে ।
 হেরিতে লাগিলা গোরা সাগরের লীলা ;
 ফিরে' ফিরে' যায়, পুন আশ্ফালি দ্বিগুণ
 দূর ওপারের উন্নি খাসিয়া খাসিয়া
 ছুটে' এসে বালুতটে পড়িতেছে ভাঙ্গি' ;
 এ পারের মায়া-কারা এমনই কঠিন ;
 শিথিল সিকতা-গ্রস্থি এতই নিবিড় !

ক্রমে রাত্রি গাঢ় হ'ল ; তখন বিভোরে
 উদ্বেল-সমুদ্রতটে বুমাইছে ধরা !
 শুধু এই নিশাকালে, হেন আলোড়িত
 চক্রীর কলুষকৃষ্ণ বিক্ষুব্ধ ভাবনা !
 আরতির শুভশব্দ উচ্চারি' কখন
 বিশ্বের কল্যাণবাণী, ফিরে গেছে ঘরে !
 প্রতি ধ্বনি অন্তরের কুহরে জাগিয়া
 সে তানের স্মৃতিরেশ বহুক্ষণ ধরি'
 আপনি শুঞ্জিল বসি', ভুঞ্জিল আপনি ;
 কবে সেও শ্রান্তিভরে পড়েছে বুনায়ে ,
 বহুত সে সুর-সুত্র বিচ্ছিন্ন, বিকৃত !

গাঢ়তর—গাঢ়তম হ'য়ে নিশীথিনী
 বিছাল শয়ন নীরে ; যুগ-যুগান্তের
 সে দিব্য অনন্তশয্যা হ'ল প্রতিভাত
 অনন্তশয্যা সম ! আঁধার অকূল হ'তে
 আসিল অক্ষুট-স্বরে মৃতুর আহ্বান !
 শীতের শীতল সৌম্য মহানিশা সনে
 এদিকে গোরার প্রাণে একান্তে কখন
 বিকারের রৌদ্র সুর নেমেছে নিখাদে ।
 —গেল বাহিরের ক্ষুদ্র ধর কোলাহল ;
 নবভাবস্পর্শে ক্ষীত উঠিল জোরার
 স্তম্ভিত অন্তর ছাপি', গভীর আবেগে ।
 মনে হ'ল, সাগরের দোললীলা সনে
 দোলায়িত প্রাণ যেন এক হ'য়ে গেছে !
 চাহিয়া চাহিয়া সেই ক্ষিপ্ত সিদ্ধু পানে
 হৃদয়ের মত্ত সিদ্ধু লাগিল ডাকিতে !
 অদ্ভুত-মানসসৃষ্ট উল্লসিত-নেত্রে
 দেখিলেন গোরা, সলিলে অপূর্ব দৃশ্য,—
 মিলি' ব্রজবালাকুল যেন যমুনার
 তরল চপল নীলে মেলি' নীলাঞ্চল,
 জলকেলি করিতেছে কলহাস্ত সনে ।
 দেখিলা সেথায়,—তরী'পরে হাসিছেন
 আপনি গোকুলচন্দ্র কাণ্ডারীর বেশে !

—ত্রিভঙ্গবন্ধিম ঠাম, অধরে মুরলা,
শিরে শিখীপুচ্ছশোভা, গলে বনমালা,
কটিতটে পীতধড়া, চরণে নুপুর ।
—মোরে লহ ! মোরে লহ !—বলি অকস্মাৎ,
অদীর হইলা গোরা পড়িতে ভ্রীপদে !

ঠিক সেইক্ষণে প্রলয়-আবর্ত রচি'
লক্ষ বাহু বাড়াইয়া উদ্ধাম ভাঙবে
ভ্রূণিয়া উঠিল সিদ্ধ বারেকের তরে ;
অট্ট হাসি' এল এক বজ্রার তাড়না
ক্ষণতরে রণবেগে ! বেদনাচপল
প্রবল কম্পন ধরা সম্বরিল বুকে !
আচম্বিতে প্রভাহীন গ্রহণে যেন ত—
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হ'ল অন্তহিত !
অন্ধকারে গগনগোলে মরতের কাছে
স্বর্গ নাগি' নিল কোন্ শিরোমণি তার ?
ভ্যালোকে উদ্দিবে বলি' দীপ্ততর জ্যোতি,
আলোকিত ভুলোক কি হার'ল আলোক !

প্রাতে, কালানিদ্রা হ'তে জাগি' শিষ্যগণ
না পেয়ে গুরুর দেখা গণিল প্রমাদ ;
ঈধকারে অদৃষ্টে সবে আপন বুজিরে ।

—‘অরি’ তাঁর সিদ্ধপ্রীতি—উপেক্ষা জীবনে,
 নানা অমঙ্গল-ছবি লাগিল দেখিতে !—
 দিশাহারা, বৃথা কারে লাগিল খুঁজিতে ?
 অচিরে জানিল, সবই গেছে ফুরাইয়া !
 দারুণ শপথ ‘অরি’ বাঁধিল ত বুক,
 তুষানলে কিন্তু সবে লাগিল দাহতে ।
 চৈতন্যবিহীন শক্তি পারে না জাগাতে ;
 আপন অস্তিত্বে আর হয় না প্রত্যয় ;
 ভাঙ্গা-বুক আর কারো লাগিল না জোড়া !
 গুরুর অস্তিমবাণী ‘অরি’ শিষ্যগণ
 তাঁর মহাছায়া মাঝে অবলুপ্ত হ’য়ে,
 নিজ নিজ দৈন্ত ভাবি’ হতাশে উদাস,
 সংশয়ে আকুল, ত্রাসে কম্পিত, কাতর,
 কর্তব্যো ফিরা’ল মন দৃঢ়তর করি’ ।
 সেই অভিরাম মূর্তি লাগিল হেরিতে ;
 সেই সঞ্জীবনকণ্ঠ লাগিল শুনিতে ;—
 আশা হ’তে হয় নাই ব্রত উদ্বাপন ;
 এ জনম, এ জীবন গেছে রে বৃথাই ;
 তোমরা করিও সেই স্মরণের শেষ !—

সত্যই কি হয় নাই ব্রত উদ্বাপিত ?
 ঐশ কার্য্য হয় নাই পূর্ণ সমাধান ?

কে বুঝে রহস্য তার ?—কি প্রকাণ্ড তৃষা
 রহতের—কর্তব্য কি অথগু কঠিন !
 চিরদিন মহাজন আপনাবিস্মৃত ;
 যত করে, যত ভরে,—ভাবে সবই বাকী !
 শেষদিনে নাহি মেটে প্রাণের পিপাসা !
 তবে ইহা স্নানিশ্চিত ;—কৃতার্থ, নার্থক,
 ধরা পেয়ে গৌরচন্দ্রে, পূর্ণচন্দ্র-হেন ;
 আর, তাঁর প্রবর্তিত ভাবধর্ম লভি’ ;—
 ভক্তি যার ভর-ভিত্তি, প্রেম যার প্রাণ !

সমাপ্ত

বাঁহার নাট্য ও কাব্য-প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যে ও বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে
নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে, সেই

সুপ্রসিদ্ধ কবি-নাট্যকার

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত

পুস্তকাবলী

-----*

চিত্তোন্মাদী ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

চিত্তোরোদ্ধার

(তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে)

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

সুদৃশ্য রঙিন অ্যাটিকে ছাপা ; গোলাপী রঙের মলাট ।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা ।

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

ভাগ্যচক্র

(দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে)

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

স্বামূল সংশোধিত । একপ্রকার নূতন গ্রন্থ বলিলেই হয় ;

পূর্ব অ্যাটিকে ছাপা । গোলাপী রঙের সুদৃশ্য মলাট ।

মূল্য ১। এক টাকা ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଛାଞ୍ଚର ସାମାଜିକ ନାଟକ

ଜୟ-ପରାଜୟ

(ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ବାହାର ହଇয়াছে)

(ମନୋମୋହନ ଥିୟେଟାରେ ଅଭିନୀତ)

ପୁରୁଷ ଆକାଶିକେ ଛାପା । ଶୁଦ୍ଧ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ମଲାଟ ।

ମୂଲ୍ୟ ୧୯ ଏକ ଟଙ୍କା ।

ମନୋମୁଗ୍ଧକର ସାମାଜିକ ପ୍ରହସନ

ଆଧୁନିକ ସମାଜ-ରହସ୍ୟ ! ହାସ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ !

ଅଥଚ କୌଣ ସମାଜ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକେ

ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ହୁଏ ନାହିଁ—

ଆକ୍ଵେଲ-ସେଲାମୀ

(ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ବାହାର ହଇয়াছে)

(ଗିନାର୍ଡା ଥିୟେଟାରେ ଅଭିନୀତ)

ଶୁଦ୍ଧ ରଞ୍ଜିତ ଆକାଶିକେ ଛାପା । ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଶୁଦ୍ଧ ମଲାଟ ।

ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ଆଟ ଆନା ।

তাজ

(সচিত্র নূতন কাব্য)

'ভাঙ্গতবর্ষে' ইহার প্রথম কবিতা বাহির হইলে, চারিদিক্ হইতে
একটা অভিনন্দন-টেউ বহিয়াছিল এবং ইহার ইংরাজী অনুবাদ
বাহির হইয়াছিল। উহা গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল।

পত্রে পত্রে নামের সার্থকতার প্রমাণ ! ছত্রে ছত্রে রসের
ফোয়ারা প্রিয়জনের প্রীতি-উপহার ! গোলাপী
রঙের অ্যাটিকে রঙিন কালীতে ছাপা !
তুলার প্যাডযুক্ত রঙিন সিল্কের মলাট।

মূল্য ১।০ দেড় টাকা।

গান

(তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে)

(স্বরলিপি ও তাহার সরল ব্যাখ্যা সম্বলিত)
সুদৃশ্য রঙিন অ্যাটিকে ছাপা। গোলাপী রঙের মলাট।

মূল্য এক টাকা।

কাব্য-প্রহাৰলী

স্বৰূপে তিন খণ্ডে প্ৰকাশিত

ইহাতে মোট ১৮ খানি গ্ৰন্থ আছে।

প্ৰবীণ সাহিত্যিক শ্ৰীযুক্ত জলধৰ সেন সম্পাদিত। জলধৰবাবু
'সম্পাদকের নিবেদনে' কবি ও কবির কবিতার প্রতি তাঁহার
সশ্রদ্ধ অভিনন্দন অতি সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্ৰথম খণ্ড

১। পদ্মা, ২। সমুদ্রা, ৩। গীতি, ৪। গীতিকাব্য,
৫। দীপ্তি, ৬। দীপালী, ৭। আৰতি।

দ্বিতীয় খণ্ড

১। গৌরীন্দ, ২। গল্প, ৩। গাথা,
৪। আখ্যানিকা, ৫। চিত্র ও চরিত্র।

তৃতীয় খণ্ড

১। কবিতা, ২। পাথের, ৩। পাখান,
৪। পাখার, ৫। গৈরিক, ৬। গান।

সাধারণ সংস্করণ—প্ৰতিখণ্ডের মূল্য ১/ এক
টাকা। বিশেষ সংস্করণ—দামী পুৰুষ আৰ্হিকে ছাপা,
উৎকৃষ্ট ছই রঙের কাপড়ে বাধা সুদৃশ্য মলাট, প্ৰতিখণ্ডের মূল্য
১।০ দেড় টাকা।

প্ৰকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১, বৰ্ণগুলালিস ট্ৰীট, কলিকাতা।

